কানায়ে মিনাতো

কনফেশন্স

BanglaBook.org

অনুবাদ : কৌশিক জামান

স্কুল শিক্ষক মরিগুচির একমাত্র মেয়ে মানামি স্কুলের সুইমিংপুলে ডুবে মারা গেলে সবাই এটাকে নিছক একটি দুর্ঘটনা হিসেবেই ধরে নেয়। কিন্তু আসলেই কি তাই, নাকি কেউ মেয়েটাকে খুন করেছে? যদি করে থাকে তাহলে কে বা কারা? আর কেনই বা এরকম একটি খুন সংঘটিত হলো? মরিগুচির পক্ষে কি মানামির মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হবে? যদি সম্ভব হয় তবে সেটা কিভাবে?

যাই হোক না কেন, ঘটনা প্রবাহ এমনভাবে এগোতে থাকে যে, কেউই কনফেশন না করে পার পায় না।

সারাবিশ্বে প্রশংসিত হওয়া আরেকটি জাপানি থ্রিলার 'কনফেশন্স' পাঠককে ভিন্নধর্মি সাসপেন্সের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

www.BanglaBook.org

'কনফেশন্সকে জাপানের 'গন গার্ল' হিসেবে কল্পনা করুন...নৈতিকতা এবং ন্যায় বিচারের একটি দুর্দান্ত গল্প, এর সহিংস অংশগুলো পড়তে গিয়ে আপনার চোয়াল ঝুলে পড়বে।'

– লস অ্যাঞ্জেলেস টাইম্‌স

'পাঠকদের সাবধান করতে চাই...কানায়ে মিনাতোর সাইকোলজিক্যাল সাসপেন্স 'কনফেশন্স' পড়তে গিয়ে আপনাদের একাধিকবার অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হবে।'

–দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল

'জাপানের কিশোরদের উচ্ছন্নে যাওয়ার একটি ডার্ক, ডিস্টপিক গল্প...যদি আলবেয়ার কামু 'হিদার্‌স' লিখতেন তাহলে হয়ত এরকম কিছু একটাই হত।'

– অ্যালেক্স মারউড, 'দ্য উইকেড গার্লস'-এর লেখক

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872941-0
9789848729410

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

কানায়ে মিনাতো একজন তুমুল জনপ্রিয় জাপানি থৃলার ও ক্রাইম-ফিকশন লেখক। তাকে বলা হয় 'কুইন অব ইয়ামিসু'। ইয়ামিসু হলো থৃলার-সাহিত্যের একটি উপধারা, যেখানে মানব-প্রকৃতির অন্ধকার দিকটি তুলে ধরা হয়।

তার প্রথম উপন্যাস 'কনফেশন্স' বের হওয়ার সাথে সাথে জাপানে বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়। পশ্চিমে এর নাম দেয়া হয় 'গন গার্ল অব জাপান'। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এই বইটিকে ২০১৪-এর সেরা দশটি থৃলার-উপন্যাসের তালিকায় স্থান দেয়।

মিনাতোর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'গার্লস,' 'দ্য চেইন অব ফ্লাওয়ার্স,' 'দ্য এন্ড অব দ্য স্টোরি,' 'দ্য নাইট ফেরিস হুইল,' ইত্যাদি।

লেখার জন্য প্রচুর পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি, তার মধ্যে জাপানিজ বুকসেলার্স অ্যাওয়ার্ড, মিস্ট্রি রাইটার্স অব জাপান অ্যাওয়ার্ড এবং অ্যালেক্স অ্যাওয়ার্ড।

প্রচ্ছদ : ডিলান

পড়াশোনা মার্কেটিঙে হলেও শখ থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইনিংকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কৌশিক। বই পড়া ছাড়া আরো ভালোবাসেন সিনেমা দেখতে আর গান শুনতে। একসময় আন্ডারগ্রাউন্ড রক-মেটাল ব্যান্ডগুলোর সাথে বেশ কিছু কাজ করেছেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় ভোজন করে ফেসবুকে সেইসব খাবারের ছবি দিয়ে লোকজনকে অত্যাচার করতে বিশেষ আনন্দ পান। অদূর ভবিষ্যতে ঘুমিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করার ইচ্ছে আছে তার।

বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত জাপানি লেখক হারুকি মুরাকামির 'নরওয়েজিয়ান উড' ছিল তার প্রথম অনূদিত বই।

কানায়ে মিনাতো

কনফেশন্স

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ কৌশিক জামান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

কনফেশন্স

মূল : কানায়ে মিনাতো

অনুবাদ : কৌশিক জামান

Confessions

Copyright©2017 by Kanaye Minato
অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

অনুবাদকের বক্তব্য

কী কারণে যেন গুগলে জাপানিজ থৃলারের উপর ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। একটা আর্টিকেল পেলাম যেখানে দশটার মত বইয়ের লিস্ট দেয়া। কানায়ে মিনাতো আর *কনফেশন্স* সম্পর্কে সেখানেই প্রথম জানলাম। ভাবলাম পড়ে দেখি, ভালো না লাগলে শেষ করবো না (যেটা আমি প্রচুর করি!) প্রচন্ড উত্তেজনা নিয়ে প্রথম চ্যাপ্টার শেষ করলাম। শেষ করেই মনে হলো এই বই অনুবাদ করতে হবে। ল্যাপটপ খুলে বসে গেলাম। রাত তখন প্রায় শেষ।

কানায়ে মিনাতোর ক্যারিয়ার শুরু হোম ইকোনোমিক্সের শিক্ষক হিসেবে, পরে পুরোদস্তুর গৃহিণী। ছেলেমেয়েরা স্কুলে, রান্না আর বাসার অন্য কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে একদিন ঠিক করলেন গল্প লিখবেন। সেভাবেই *কনফেশন্স* বইটি লেখা। বের হওয়ার সাথে সাথেই বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায় বইটি। শুধু জাপানেই তিন মিলিয়নের বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। বইটির কাহিনী নিয়ে নির্মিত একটি শর্ট ফিল্ম অস্কারেও শর্ট লিস্টেড হয়েছিল।

বইটি অনুবাদের পেছনে একটি কারণ আছে। আমার মনে হয় যতই দিন যাচ্ছে সামাজিক সমস্যাগুলো ততই জটিল আর প্রকট হচ্ছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাবা-মাকে আমাদের নিয়ে তেমন একটা চিন্তা ভাবনা করতে দেখা যায়নি। স্কুলের রেজাল্ট ঠিক থাকলে সব ঠিক। দুষ্টুমির জন্য হয়ত মাঝে মধ্যে ছোটখাট ধোলাই খেতে হয়েছে। কম্পিটিশন্স কম ছিল। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। এখনকার বাবা-মা সন্তানের গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা, বকা দেয়ার আগে দু-বার চিন্তা করেন। সন্তান স্কুলে কী করছে, গ্রেড কেন খারাপ হচ্ছে, একশ একটা কোচিং, ফ্রেন্ড সার্কেল কারা সবকিছুতে তাদের মাছির মত দৃষ্টি থাকে। তারপরেও এখনকার ছেলেমেয়েদের অপরাধের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতাও আগের চেয়ে বেশি। ব্যাপারটা ভালো কিনা খারাপ তা সমাজ-বিজ্ঞানীরা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটা অবশ্যই কিছু মাত্রায় ভীতিকর। *কনফেশন্স* সেই ভীতি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সন্তান মানুষ করা অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজগুলোর মধ্যে একটি, আর এরজন্য কোন

প্রমানিত ফর্মুলা নেই। ভালো পরিবারের থেকে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার খবর এখন পত্রিকায় অহরহ দেখা যাচ্ছে। হলিউডি মুভিগুলো 'কুলনেস' আর 'স্মার্টনেস'-এর সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। আগে আমরা হতে চাইতাম ব্যাটম্যান, এখন হতে চাই জোকার। অর্থাৎ হিরো হওয়ার মধ্যে মজা নেই, ভিলেন অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এর একটা প্রভাব সমাজে পড়তে বাধ্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। আর আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পড়াশুনা আর নৈতিক শিক্ষার মান কোন পর্যায়ে পৌছেছে তা সবাই কম বেশি জানি। যে কোন দিনের পত্রিকা খুললেই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মারামারি, ভাঙচুরের খবর চোখে পড়বেই। এমন নয় যে, এটা শুধু আমাদের দেশের সমস্যা। এটা আসলে কমবেশি পৃথিবীর সব দেশের সমস্যা। এখন সময়টাই কেমন জানি অস্থির। *কনফেশন্স* পড়ে আশঙ্কা আরো বেড়ে গিয়েছে।

নরওয়েজিয়ান উড নিয়ে বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। একে তো প্রথম অনুবাদ, তার উপর কাহিনীটা বেশ ভিন্ন ধরনের। কিন্তু পাঠক বেশ ভালোভাবেই নিয়েছে। অনেকে ফেসবুক ইনবক্সে এত এত সুন্দর কথা লিখেছে যে, মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে প্রায় উড়েই যাচ্ছিলাম। অবশ্য আঁতেল সমাজ তা হতে দেয়নি। তাদের কারো কারো ধারালো রিভিউয়ে কোন রকমে স্যার নিউটনের মান রক্ষা হয়েছে। অবশ্য উনাদের বক্তব্যের সাথে আমি একমত। সাধারণ পাঠক থেকে সাধারণ লেখক হওয়ার চেষ্টায় আছি, তাই কঠিন কঠিন শব্দ এড়িয়ে সহজ ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। যে কারণে অনেকের মনে হয়েছে 'সাহিত্য' হয়নি। আমার ভাষাজ্ঞান আমার লেখনির মতই দুর্বল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই বইয়ে আমি ইচ্ছে করেই প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে এসব শব্দের ব্যবহার এখন বাংলা প্রতিশব্দের চেয়ে বেশি। তবে *Bully* এবং *Bullying*-এর বাঙলা হিসেবে 'হেনস্তা' ও 'হেনস্তা করা' প্রয়োগ করেছি। আশা করি পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে।

পশ্চিমা থৃলারগুলোর মত কাহিনীতে প্রচুর 'আপ্স অ্যান্ড ডাউন' জাপানিজ থৃলারে বিরল। জাপানিজ থৃলার সাধারণত একটু ডার্ক আর মোটামুটি বোরিংভাবে শুরু হয়ে হঠাৎ চমক কিংবা কনফিউশন সৃষ্টি করে শেষ হয়। জানি না পাঠকদের কেমন লাগবে।

বইটি অনুবাদে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে নোভা। আর সম্পাদনায়

সাহায্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক, কবি, সঙ্গিতশিল্পী ফারিয়া প্রেমা। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর নভেম্বরে একটি উপন্যাস রচনার প্রতিযোগিতা হয় যার নাম 'ন্যাশনাল নভেল রাইটিং মান্থ' বা সংক্ষেপে NaNoWriMo। সারা পৃথিবী থেকে লেখক-লেখিকারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফারিয়া প্রেমা ইতিমধ্যে দু-বার এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ি হয়েছেন। *কনফেশন্স*-এর প্রথম অধ্যায়টি আমি তাকে পড়তে দিলে তিনি নিজ থেকে সম্পাদনার যন্ত্রণা কাঁধে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এজন্য আমি তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। কারণ একবার কিছু লিখে ফেললে সেটা আবার পড়তে আমার খুবই বিরক্ত লাগে। স্কুলেও পরীক্ষার হলে রিভিশন দিতে বিরক্ত হতাম। প্রতিবার রিভিশনে মনে হয় এভাবে না লিখে ওভাবে লিখলে ভালো হতো। সম্পাদনার শেষ বলে কিছু নেই। এছাড়াও ইরফানাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। গ্রিন রোডের পাঠক দল–রিদম, ফারদিন, নুসা, আফসাআন্টির প্রতিও কৃতজ্ঞতা। থৃলার পাঠকগ্রুপের সবাইকে ধন্যবাদ।

পাঠকদের ভালো লাগলে ভবিষ্যতে আরও কিছু জাপানিজ থৃলার অনুবাদ করার ইচ্ছে আছে। গতবারের মত এবারও পাঠকদের সুচিন্তিত মতামত কামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

– কৌশিক জামান

ঢাকা, ১২/০৭/২০১৭ ইং

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১. সাধু

দুধ খাওয়া শেষ হলে প্লিজ যার যার কার্টনটা নিজের বক্সে ঢুকিয়ে রাখো। খেয়াল কোরো যেন তোমার নাম্বারের কার্টনটা ঠিক জায়গায় থাকে। তারপর নিজের ডেস্কে গিয়ে বসো। মনে হচ্ছে প্রায় সবারই খাওয়া শেষ। যেহেতু আজকে স্কুলের শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন, তোমাদের 'দুধ খাওয়ার সময়'-এর সময়ও শেষ। প্রোগ্রামে অংশগ্রহনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি শুনেছি তোমাদের কেউ কেউ নাকি ভাবছো আগামি বছর এই প্রোগ্রাম আবার হবে কিনা। এখন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, না, আর হচ্ছে না। এই বছর আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের 'দুগ্ধজাত পণ্য প্রচার'সংক্রান্ত ক্যাম্পেইনের জন্য মডেল স্কুল ছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদেরকে প্রতিদিন এক কার্টন করে দুধ খাওয়াতে হবে। তারপর আগামি এপ্রিল মাসের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় পরীক্ষা করে দেখা হবে তোমাদের উচ্চতা আর হাড়ের ঘনত্ব অন্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা।

হ্যাঁ, বলতে পারো, তোমাদের গিনিপিগের মত ব্যবহার করা হয়েছে। জানি এই বছর তোমাদের অনেকেরই ভালো যায়নি। বিশেষ করে যারা ল্যাক্টোস ইনটলারেন্ট ছিলে কিংবা তাদের জন্য, যারা স্রেফ দুধ অপছন্দ করো। আমাদের স্কুলকে কিন্তু দৈবচয়নের ভিত্তিতে/র‍্যান্ডমভাবে এই প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্লাসরুমে দুধের কার্টন সরবরাহ করা হয়েছে, আর তোমাদের সিট নাম্বারের সাথে মিলিয়ে আলাদা আলাদা বক্স দেয়া হয়েছে যেন কার বক্স কোনটা সেটা বোঝা যায়। আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি খেয়াল রেখেছি তোমাদের মধ্যে কারা দুধ খেয়েছে আর কারা খায়নি।

এখন মুখ বাঁকাচ্ছো কেন? একটু আগে তো হাসিমুখ করে দুধ খাচ্ছিলে। প্রতিদিন একটু করে দুধ খেতে বললে সমস্যা কোথায়? তোমরা বয়ঃসন্ধিতে প্রবেশ করছো। তোমাদের দেহ দ্রুত বাড়ছে, দুধ খেলে হাড় শক্ত হবে। তোমাদের কয়জন বাসায় নিয়মিত দুধ খাও বলো তো? ক্যালসিয়াম যে শুধু হাড়ের জন্য প্রয়োজন তা কিন্তু নয়। তোমাদের নার্ভাস সিস্টেমের সঠিক উন্নয়নের জন্যেও এর প্রয়োজন রয়েছে। ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে তোমরা নার্ভাস হয়ে পড়বে, আর সেই সাথে মাথা ঘোরাবে।

শুধু যে তোমাদের দেহের বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়। আমি ঠিকই জানি তোমরা কে কী করছো। অনেক কিছুই আমার কানে আসে। তুমি, মি. ওয়াতানাবে, তোমার পরিবার একটা ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানের মালিক। আমি জানি তুমি জানো কিভাবে একটা পর্নো মুভি থেকে ঘোলাটে পিক্সেল সরাতে হয়। সেগুলো তুমি অন্য ছেলেদের দিয়ে বেড়াচ্ছো। তুমি বড় হচ্ছো। তোমার শরীরের সাথে পাল্লা দিয়ে মনেরও বৃদ্ধি ঘটছে। ঠিক আছে, এটা মনে হয় খুব একটা ভালো উদাহরণ হলো না। কিন্তু আমি যা বোঝাতে চেয়েছি তা হলো, তুমি এখন এমন একটা পর্যায়ে প্রবেশ করেছো যাকে বলা যেতে পারে 'বিদ্রোহি পর্যায়'। এরকম পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা অনেক স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। অল্পতেই আহতবোধ করে। আশেপাশের পরিবেশ তাদেরকে সহজেই প্রলুব্ধ করে। তোমরা এখন অন্যদের অনুসরণ করা শুরু করবে, সেই সাথে বোঝার চেষ্টা করবে তোমাদের নিজেদের পরিচয় কী। যদি সত্যি স্বীকার করো, আমার মনে হয় তোমাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছো, তোমরা কী ধরনের মানুষ। এইমাত্রই তোমরা একটা ভালো উদাহরণ দেখলে। কিছুক্ষণ আগেও এই ফ্রি দুধ খাওয়াকে 'সুযোগ' হিসেবে দেখছিলে, এখন যখন জানলে এটা একধরনের 'পরীক্ষা' তখনই তোমাদের অনুভূতি বদলে গেল।

ঠিক কি না?

যাই হোক, এতে অস্বাভাবিকতা বলে কিছু নেই। এভাবে মত বদলে যাওয়া মানুষের স্বভাব, শুধু বয়ঃসন্ধিকালেই না। সত্যি বলতে কী, আমরা শিক্ষকেরা বলাবলি করছিলাম, তোমাদের ক্লাস অন্য ক্লাসগুলোর চেয়ে অনেক শান্ত আর ভদ্র। কে জানে, হয়ত দুধ খাওয়াকে সেজন্যে ধন্যবাদ দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু আজকে আমার এরচেয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। তোমাদের জানাতে চাই, আমি এই মাসের শেষে অবসর নিচ্ছি। না, অন্য কোন স্কুলে যাচ্ছি না, শিক্ষকতা থেকে পুরোপুরিভাবে অবসর নিচ্ছি। এর মানে, তোমরাই আমার শেষ ছাত্র-ছাত্রি। যতদিন বেঁচে থাকবো তোমাদেরকে আমার মনে থাকবে।

শান্ত হও সবাই। তোমাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ–অন্তত যাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি দুঃখিত, কী? ওই ঘটনার জন্য অবসর নিচ্ছি কিনা? হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আজকে কিছু কথা বলতে চাই।

BanglaBook.org

এখন যেহেতু শিক্ষকতা থেকে অবসর নিচ্ছি, তাই ভাবছিলাম আমার কাছে শিক্ষকতার মূল্য ঠিক কতখানি ছিল। আমি এমনি এমনি এই পেশায় আসিনি–এমন না যে, কোন এক অসাধারন শিক্ষকের দেখা পেয়েছিলাম, যে কিনা আমার জীবন বদলে দিয়েছিল বা সেরকম কিছু। বলা যেতে পারে, এই পেশায় এসেছিলাম কারণ আমি খুবই গরিব এক পরিবারে বড় হয়েছি। যখন ছোট ছিলাম তখনই বাবা-মা আমাকে বলেছিলেন, তারা কোন কলেজে পড়াতে পারবেন না। আর একটা মেয়েকে কলেজে পড়ানো রীতিমত অর্থহীন! সেজন্যেই আমার মনে হয় আমি আরও বেশি করে কলেজে যেতে চেয়েছিলাম। সময়মত স্কলারশিপও পেয়ে গেছিলাম। স্কলারশিপ দেয়ার কারণও ছিল সম্ভবত আমি গরিব সেজন্য। আমার শহরের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বিজ্ঞান ছিল পছন্দের বিষয়, তাই বিজ্ঞান নিয়ে পড়লাম। পাশ করার আগেই দুর্বল ছাত্রদের বিশেষ যত্ন নেয় এরকম একটি ক্রাম-স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলাম। জানি, ক্রাম-স্কুল সম্পর্কে তোমাদের সবারই অভিযোগ আছে। স্কুল করে বাসায় গিয়ে তাড়াহুড়ো করে খাবার খেয়ে আবার ক্রাম-স্কুলে অনেক রাত পর্যন্ত ক্লাস করতে হয়। কিন্তু আমি সবসময় মনে করি তোমরা অনেক সৌভাগ্যবান, তোমাদের বাবা মা তোমাদেরকে আলাদা করে এই সুযোগ দিচ্ছেন।

যাই হোক, সিনিয়র ইয়ারে উঠে আমি ঠিক করলাম গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যাবো, এরপর শিক্ষক হিসেবে চাকরি নেবো। এর পেছনে যে কারণ আমার মনে ধরেছিল তা হলো, ক্যারিয়ার অন্তত নিশ্চিত আর সুরক্ষিত থাকবে। অবশ্য আরও একটা বড় কারণ ছিল এর পেছনে। আমার স্কলারশিপের শর্ত ছিল শিক্ষকতা না করলে আমাকে পুরো টিউশন ফি ফেরত দিতে হবে। তাই দ্বিতীয় আর কোন কিছু চিন্তাও করিনি। পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকতার লাইসেন্স নিয়েছি। এখন ব্যাপার হলো সবকিছু জানার পর তোমরা হয়ত আমার শিক্ষক হওয়ার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারো। তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, নিজের সর্বোচ্চটাই দেয়ার চেষ্টা করেছি সবসময়। অনেক মানুষ তাদের জীবন পার করে দেয় এই অভিযোগ করে যে, তারা তাদের জীবনের সত্যিকারের কোন অর্থ খুঁজে পায় না। সত্যি কথা হলো, বেশিরভাগ মানুষেরই জীবনের কোন অর্থ নেই। সুতরাং সামনে যা পাও তাই করার মধ্যে ভুল কোথায়? আমিও তাই করেছি, আর এ নিয়ে আমার কোন আফসোস নেই।

এখন তোমরা হয়ত ভাবছো আমি কেন মিডল স্কুলে আসলাম, কেন হাই স্কুলে গেলাম না। আমি চেয়েছি সামনের সারিতে থাকতে। সেইসব

BanglaBook.org

ছাত্রছাত্রিদের পড়াতে চেয়েছি যারা বাধ্যতামূলক পড়াশোনার মধ্যে রয়েছে। হাই স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা না করার সুযোগ রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। আমি চেয়েছি তাদের পড়াতে যারা কেবল পড়াশোনার মধ্যেই থাকে। যাদের অন্য কিছু করার সুযোগ নেই। বলা যেতে পারে এটাই আমার জীবনে খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে অর্থবোধক কাজ। এখন হয়ত বিশ্বাস করতে কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু একসময় আমি আসলেই আমার কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলাম।

মি. তানাকা আর মি. ওগাওয়া–হাসাহাসি করার মত কিছু বলিনি আমি।

১৯৯৮ সালে শিক্ষকতায় ঢুকি আমি। আমার প্রথম কাজ ছিল একটা এস মিডল স্কুলে অন জব ট্রেনি। সত্যি বলছি, সেখানে তিন বছর ছিলাম। তারপর একবছর ছুটি নিই। এরপর তোমাদের এই এস মিডল স্কুলে আসি। বড় শহর থেকে এখানের ছিমছাম ঝামেলাহীন পরিবেশে এসে কাজ করতে আমার ভালোই লাগছিল। এখানে আমার চার বছর হতে চলল, তার মানে শিক্ষকতা করেছি সব মিলিয়ে সাত বছর। মাত্র!

আমি জানি তোমরা এম মিডল স্কুল নিয়ে কৌতূহলী। মাসায়োসি সাকুরানোমি ওখানে পড়ায় বলে। তোমরা মনে হয় কিছুদিন আগেই তাকে টিভিতে দেখেছো।

সবাই শান্ত হও, প্লিজ। সে কি খুব বিখ্যাত? আমি তাকে চিনি কিনা? তার সাথে তিন বছর কাজ করেছি, সুতরাং চিনি বলতে পারো। তখন অবশ্য সে তারকা ছিল না। মিডিয়া তো তাকে এখন 'সুপার টিচার' বানিয়ে দিয়েছে। আজকাল প্রায় সবসময় তাকে নিউজে দেখা যায়। যাই হোক, এ ব্যাপারে তোমরা আমার চেয়ে যথেষ্ট বেশি জানো।

কী বললে, মি. মায়েকাওয়া? তুমি কোন কাহিনী শোনোনি? তুমি কি টিভি দেখো না? ঠিক আছে, আমি বলছি তোমাকে। সাকুরানোমি যখন মিডল স্কুলে পড়তো তখন সে একটা গ্যাংয়ের নেতা ছিল। হাই স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় সে এক শিক্ষকের উপর হামলা করে। ফলে তাকে বহিস্কার করা হয়, সে দেশ ছেড়ে বাইরে চলে যায়। পরবর্তি কয়েক বছর সারা দুনিয়ায় আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় সে। নানান আজেবাজে ঝামেলায় আর বিপজ্জনক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সে যুদ্ধ দেখেছে, হিংস্র সংঘাত দেখেছে। ভয়াবহ দারিদ্রতায় নিপীড়িত মানুষদের দেখেছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে সে তার ভুল অনুধাবন করেছে আর নিজের সহিংস অতীতের কথা চিন্তা করে আফসোস করেছে।

BanglaBook.org

এরপর সে জাপানে ফিরে এসে হাই স্কুল সমমানের পরীক্ষা পাশ করে, ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে। এরপর একটি মিডল স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয় সে। শুনেছি, মিডল স্কুল নির্বাচন করেছিল, কারণ সে চেয়েছিল তার মত ভুল পথে ধাবিত হওয়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে। নিজে সেই বয়সে যে ভুলগুলো করেছিল তা যেন আর কেউ না করতে পারে। কয়েক বছর আগে থেকে সে সন্ধ্যার সময় ভিডিও গেম সেন্টার আর বুকস্টোরগুলোতে সময় দিতে থাকে। একজন একজন করে খুঁজে বের করতো, তাদের সাথে সম্মান নিয়ে কথা বলতো, তাদেরকে নতুন করে জীবন শুরু করার আহবান জানাতো। সে এতটাই দক্ষ ছিল যে, তার নতুন নাম হয়ে গেল 'মিস্টার সেকেন্ড চান্স'। তার উপর এমনকি একটা ডকুমেন্টারিও বানানো হলো। অনেক বই লিখলো সে, নিজের কাজের ক্ষেত্র বাড়ালো। নতুন ছাত্রদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা চালালো।

কী বললে? তুমি গত সপ্তাহে এসব টিভিতে শুনেছো? তাহলে যারা ইতিমধ্যে এসব কাহিনী জানো তাদের জন্য আমি দুঃখিত...কি? হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি। গত বছরের শেষের দিকে সাকুরানোমির বয়স যখন মাত্র তেত্রিশ, তার ডাক্তার জানিয়েছে তার আয়ু আর মাত্র কয়েকমাস আছে। কিন্তু নিজের জন্য দুঃখবোধ করার বদলে সে তার বাকি সময়টুকুও আরও বেশি করে ছাত্রদের পেছনে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং সবাই তাকে নতুন নাম দিলো 'দ্য সেইন্ট'...সাধু আর কী। তুমি দেখা যাচ্ছে সবই জানো, মি. আবে। কী বললে? আমি সাকুরানোমিকে শ্রদ্ধা করি কিনা? তাকে পছন্দ করি কিনা? খুবই জটিল প্রশ্ন। বলতে পারো আমি তার জীবন থেকে শিক্ষা নিতে চাই–শুধু তার জীবনের পরের অংশ থেকে।

দেখতে পাচ্ছি সে তোমাদের কারো কারো উপর ভালো রকমের ছাপ ফেলেছে। বুঝতে পারছি আমি হয়তো অনেক দিক দিয়েই অযোগ্য শিক্ষক ছিলাম, অন্তত ওর চেষ্টার সাথে তুলনা করলে। আগেই বলেছি, যখন আমি শিক্ষকতা শুরু করেছি চেষ্টা করেছি আমার সেরাটা তোমাদের দিতে। ক্লাসের কারোর কোন রকম সমস্যা হলে ক্লাস থামিয়ে পুরো ক্লাসের সবাইকে একসাথে নিয়ে তা সমাধান করার চেষ্টা করেছি। কোন শিক্ষার্থী যদি ক্লাস থেকে দৌড়ে পালিয়েছে, আমি তার পেছন পেছন দৌড়ে গেছি। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে বুঝতে পেরেছি কেউ নিখুঁত নয়। আর আমি হলাম সবার চেয়ে কম নিখুঁত। তুমি যখন একজন শিক্ষকের কর্তৃত্ব নিয়ে

BanglaBook.org

কাউকে কিছু বলবে তা আসলে সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেয়া স্রেফ বোকামি। শেষে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমার যাদেরকে সম্মান দেয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত তাদেরকে আমি নিচে নামিয়ে আনছি কিনা। তাই ছুটি থেকে ফেরার পর যখন এই এস মিডল স্কুলে কাজ করা শুরু করলাম, তখন নিজের জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করলাম। প্রথমত সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার শিক্ষার্থীদের সবসময় সম্মান দিয়ে সম্বোধন করবো। তাদের নামের আগে মিস্টার কিংবা মিস ব্যবহার করবো। দ্বিতীয়ত, আমি তাদের সবাইকে সমান মূল্য দেবো। শুনতে ছোট ব্যাপার মনে হতে পারে কিন্তু তোমরা জেনে অবাক হবে কত শিক্ষার্থী এটা খেয়াল করেছে।

কী খেয়াল করেছে জানতে চাইছো? আমার মনে হয় তারা খেয়াল করেছে, তাদেরকে সম্মান দেয়া হচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই এমন শুনেছো, অনেক পরিবারে বাচ্চাদের উপর অত্যাচার করা হয়, কঠিন সব শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আজকাল বেশির ভাগ পরিবারে আসলে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত আদর দিয়ে নষ্ট করা হয়। তাদের বাবা-মা পারলে তাদের হাত-পা মালিশ করে পড়াশোনা করায়, খাবার মুখে তুলে দেয়। যে কারণে হয়তো ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মাদের আর তেমন সম্মান করে না। না-হলে তারা কেন যেই সুরে তাদের বন্ধুদের সাথে কথা বলে, সেই একই সুরে বাবা মায়ের সাথেও কথা বলে? অনেক শিক্ষকও এটাকে প্রশ্রয় দেয়–নিজের দেয়া ডাক নামে শিক্ষার্থীদের ডাকে কিংবা ক্লাসে ঘরোয়া আচরণ করে।

শিক্ষার্থীরা টিভিতেও এসব দেখে। টিভিতে জনপ্রিয় কিছু শো হয় যেখানে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের 'দোস্ত' ধরনের মানুষ। আমি নিশ্চিত তোমরা সবাই জানো এসব শো-এর কাহিনী কী হয়। একজন জনপ্রিয় শিক্ষকের ক্লাসে কিছু দুষ্টু ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। তারপর বড় কোন একটা অঘটন হয়, শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। শো-এ স্কুলের বাকি অংশ কিংবা অন্য কোন ক্লাসের কোন খবর নেই। যেন ওই শিক্ষক ওখানে খালি একদল সমস্যা সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীদের জন্যই বসে ছিল। এমনকি ক্লাসেও, টিভির শিক্ষক তার জীবনী ফেঁদে বসে আর তা শুনে শিক্ষার্থীরা গলে যায়। তোমরা কি এসব শুনতে চাও? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সবাই শুনতে চাই। তারপর যা হয়, কিছু সিরিয়াস ধরনের শিক্ষার্থী সাহস করে জীবনের অর্থ জানতে চায়...কাহিনী গড়াতে থাকে। শেষ দৃশ্যতে গিয়ে দেখা যায় ঝামেলাবাজ শিক্ষার্থীরা নিজের ভুল বুঝতে পেরে

BanglaBook.org

ক্ষমা চাইছে...হয়তো টিভির জন্য এমন কাহিনী ঠিকই আছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে কি এসব হয়? তোমাদের কখনো কি এমন সমস্যা হয়েছে যার জন্য ক্লাস থামিয়ে নিজের কথা বলেছো? এসব শো'তে ফালতু বিষয় নিয়ে এত পেঁচানো হয় যে, আসল সমস্যার চিহ্নও থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে সিরিয়াস শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। এরা কখনো প্রথমে সমস্যা তৈরি করে না। কিন্তু এরা তো আর শো'তে অভিনয় করে না। না টিভিতে, না জীবনে। ফলে সাধারণ ভদ্র শিক্ষার্থীদের মনে এদের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়।

শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেন বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রয়োজন তা নিয়ে লোকজন অনেক সময় কথাবার্তা বলে। আমার শিক্ষার্থীরা যখন মোবাইল ফোন পাওয়া শুরু করল তখন আমি এরকম মেসেজ পেতাম 'আমি মরতে চাই' কিংবা 'আমার বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই'– সেই সাথে সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি। এসব মেসেজ বেশিরভাগ সময়ই গভীর রাতে আসে। রাত দুটো-তিনটার দিকে। বলতে দ্বিধা নেই, আমার ইচ্ছে করতো মেসেজগুলো এড়িয়ে যেতে। কিন্তু কখনো তা পারিনি। করলে আমাদের মধ্যে যে বিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যেত।

অবশ্য অনেক শিক্ষক এরকম মেসেজ নিয়ে অনেক ঝামেলায়ও পড়ে। যেমন এক তরুণ শিক্ষক একবার এরকম সাহায্য চেয়ে মেসেজ পেয়েছিল। মেসেজে একজন লিখেছিল তার এক বান্ধবি একটা ঝামেলায় পড়েছে, পারলে এক জায়গায় একটু আসতে। জায়গাটা ছিল একটি সন্দেহজনক হোটেলের সামনে। কিন্তু শিক্ষকটি ছিল তরুণ, তাড়াহুড়ো করে সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিল সে। পরবর্তিতে যা হলো, কিছু ছবি পাওয়া গেল, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা খারাপ জায়গায় শিক্ষকটি তার এক ছাত্রির সাথে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির বাবা পরের দিন স্কুলে গিয়ে হাজির। পুলিশও এরমধ্যে জড়িয়ে পড়লো। সব মিলিয়ে খুব বাজে একটা ব্যাপার। সবাই জানতো শিক্ষককে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। আমরা জানতাম কারণ সে আমাদেরকে জানিয়েছিল সে একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ–পুরুষের দেহ কিন্তু ভেতরে নারীর সত্তা। যাই হোক, আমরা তার এই গোপন সত্য প্রকাশ করিনি। সে নিজেই নিজেকে নির্দোষ প্রমান করতে সত্যটা সবাইকে জানালো। এই যে ভয়াবহ জিনিসটা হলো, এর শুরু কিন্তু মামুলি একটা ব্যাপার ছিল। ক্লাসে একজন শিক্ষার্থীকে কথা বলতে নিষেধ করা থেকে পুরো ঘটনার সূত্রপাত।

কি? ছাত্রটিকে কোন শাস্তি দেয়া হয়েছিল কিনা? অবশ্যই না। বরং

BanglaBook.org

শিক্ষক এবং স্কুলকে পুরো ব্যাপারটির জন্য দায়ি করা হয়েছিল। তারা কিভাবে ছোট বাচ্চাদের কাছে এরকম স্পর্শকাতর বিষয় তুলে ধরতে পারলো? এই যে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যাপার, কিংবা সমকামি সংক্রান্ত বিষয়, অথবা ধরো আমার মত সিঙ্গেল মাদার। মেয়েটির বাবা-মা মেয়েটির দোষ খুঁজে পেলো না, সব দোষ দিলো স্কুলকে। আর শেষ পর্যন্ত তারাই জিতল। আমি জানি না এরকম এক পরিস্থিতিতে হার জিত নিয়ে কথা বলার কোন মানে আছে কিনা। আর সেই শিক্ষক? সে গত বছর অন্য স্কুলে বদলি হয়ে গেছে একজন নারী হিসেবে।

জানি এরকম উদাহরনের সংখ্যা কম। কিন্তু এরকম অভিযোগ প্রায়ই হয় আর পুরুষ শিক্ষকদের জন্য সেগুলোর বিপরীতে প্রমান দাঁড় করানো খুবই কঠিন। তাই ওই ঘটনার পর থেকে আমরা একটা নিয়ম করলাম এরকম কোন পরিস্থিতি যদি হয় যে, একজন পুরুষ শিক্ষককে একজন ছাত্রির সাথে একা দেখা করতে হবে, তাহলে তার বদলে একজন নারী শিক্ষক সেখানে যাবেন। ছাত্রের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকের বদলে একজন পুরুষ শিক্ষক যাবেন। একারণেই প্রত্যেক গ্রেডে দু-জন করে পুরুষ আর দু-জন করে নারী শিক্ষক রয়েছে। তোমরা ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে কোথাও দেখা করতে বলো, আমি সাথে সাথে এ ক্লাসের তকুরা সেন্সেইর সাথে যোগাযোগ করে আমার বদলে তাকে সেখানে পাঠাবো। এ ক্লাসের মেয়েদের ক্ষেত্রে যদি এমন কিছু ঘটে তাহলে তকুরা সেন্সেই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তোমরা টের পাওনি? কারণ এই নিয়মের কথা ঘোষণা করে জানানো হয়নি। অবশ্য আমরা ভেবেছিলাম তোমরা নিজেরাই হয়ত ধরতে পারবে এটা।

ছেলেরা হয়ত ভাবছো, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগের কোন মানে আছে কিনা? কারণ তোমরা যদি বিপদে পড়ে আমাকে ফোন করো, তকুরা সেন্সেই গিয়ে হাজির হবেন। কী বললে, মি. হাসেগাওয়া? হ্যাঁ, আমার মনে আছে তুমি জিমে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়েছিলে। তুমি বলেছিলে ব্যাপারটা অনেক সিরিয়াস। কিন্তু বড় প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে সেটা ছিল আসলে ছোটখাটো একটি সমস্যা। সত্যি বলতে, গত এক বছরে ঠিক কয়টি সমস্যায় তোমাদের আসলেই আমাকে প্রয়োজন ছিল তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি নিশ্চিত, তোমরা যখন মরতে চেয়ে মেসেজ পাঠাও, নিশ্চয়ই কিছুমাত্রা পর্যন্ত বিশ্বাস করো, তোমাদের জীবন মূল্যহীন। অন্তত তোমরা তা বলতে পছন্দ করো। আর আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত, তোমাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকলেরই মনে হয়, এই বিশাল

BanglaBook.org

দুনিয়ায় তোমরা একা, তোমাদের সমস্যাগুলোর মত বড় সমস্যা আর কিছু নেই। কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে চাই, এইসব বয়ঃসন্ধিকালীন ঝোঁকের তুলনায় তোমরা ভবিষ্যতে অন্যদের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল হবে কিনা সে ব্যাপারে আমি বেশি আগ্রহি। যেমন ধরো, যখন গভীর রাতে এরকম কাউকে বেখেয়ালি মেসেজ পাঠানো হয় তখন তার অনুভূতি কী হতে পারে। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, কেউ যদি সত্যি সত্যি এরকম মনে করে, এরকম অনুভব করে, তাহলে সেটা তার শিক্ষককে জানিয়ে করবে কিনা।

এতক্ষনে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি সেরকম শিক্ষক নই যে কিনা দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভাবে। এরচেয়ে আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার মেয়ে মানামি। তোমরা সবাই জানো আমি একজন সিঙ্গেল মাদার। মানামির বাবা আর আমি যখন বিয়ে নিয়ে ভাবছিলাম, তার কিছুদিন আগেই জানতে পারলাম আমি প্রেগন্যান্ট। একটু বিরক্ত লাগছিল এ কারণে যে, এখন ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করতে হবে। আবার খুশিও লাগছিল, একটা সন্তান পেতে যাচ্ছি। আমি মাতৃকালীন যত্ন নেয়া শুরু করলাম। ভাবলাম, আমার বাগদত্তারও উচিত নিজের শরীরের যত্ন নেয়া। মেডিকেল টেস্ট করতে গিয়ে জানা গেল তার একটা ভয়াবহ রোগ আছে। সেটা জানার পর বিয়ের সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল। রোগের জন্য? অবশ্যই রোগের জন্য। তার জন্য ব্যাপারটা কঠিন ছিল কিনা? আমি নিশ্চিত, মিস ইসাকা, তার জন্যও ব্যাপারটা কঠিন ছিল। হ্যাঁ, অসুস্থ থাকার পরেও অনেকে বিয়ে করে। তারা একসাথে সমস্যার মুখোমুখি হয়। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে তুমি কী করতে পারো যখন জানবে, তোমার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের 'এইচআইভি' রয়েছে? এইচআইভি–'হিউম্যান ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস'–অন্য নামে যাকে 'এইডস' বলা হয়। তোমাদের প্রায় সবাই এ সম্পর্কে জানো কারণ তোমাদের সামার প্রজেক্টে এর উপর একটি উপন্যাস পড়তে দেয়া হয়েছিল। অনেকে বুক রিপোর্টে বলেছো, কাহিনী শেষ করে তোমরা কেঁদেছো, তাই আমিও পড়ে দেখেছিলাম। যারা অন্য বই পড়েছিলে তাদের বলছি, কাহিনীটা ছিল এক মেয়েকে নিয়ে, যে পতিতা হিসেবে কাজ করার সময় এইচআইভি'র সংস্পর্শে এসেছিল তারপর এইডস হয়ে শেষে মারা যায়।

কী বললে? কাহিনী এত সহজ ছিল না? মেয়েটাকে তোমাদের অনেক ভালো লেগেছিল? ঠিক আছে, বুঝতে পারছি, মেয়েটাকে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তার প্রতি যদি তোমাদের করুণা হয়ে থাকে, তাহলে

BanglaBook.org

আমি যখন বললাম আমার বাগদত্তার এইডস ছিল, তখন চেয়ার পিছিয়ে নিলে কেন? এইডস রোগিদের প্রতি যদি তোমাদের সহানুভূতি থেকে থাকে তাহলে এখন যখন জানলে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষক একজন এইডস রোগির সাথে যৌন সম্পর্ক করেছে, তখন কেন পিছিয়ে গেলে?

বিশেষ করে তোমার মধ্যে বেশ অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে, মিস হামাজাকি। সামনের ডেস্কে বসে দম চেপে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এইচআইভি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। সত্যি বলতে, বেশিরভাগ শারীরিক স্পর্শেই এইডস ছড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই। হ্যান্ডশেইক থেকে না, হাঁচি-কাশি থেকেও না। এমন কী একসাথে গোসল বা একই সুইমিংপুলে সাঁতার কাটলেও না। এক প্লেটে খেলেও না, মশার কামড় বা পোষা পশুপাখি থেকেও ছড়ায় না। এমনকি চুমু থেকেও ছড়ায় না। একজন এইডস রোগির সাথে এক ঘরে বসবাস করলেও আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন পর্যন্ত শুধু একই ক্লাসে একসাথে বসার কারণে কারো এইডস হয়নি। তোমাদের বইতে এসব লেখা ছিল না যদিও। তোমাদেরকে টেনশনে রাখার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। না, আমি নিজেও আক্রান্ত নই। অবাক হওয়ার কিছু নেই। শারীরিক সম্পর্ক থেকে এইচআইভি ছড়ায় সত্যি কিন্তু যৌন সম্পর্ক হলেই আক্রান্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আমার প্রেগন্যান্সির সময় পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফল নেগেটিভ ছিল। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন তাই আমি কয়েকবার পরীক্ষা করিয়েছি, আর প্রতিবারই নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে। পরে আমি পরিসংখ্যান থেকে জানতে পেরেছি, যৌন সম্পর্ক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু। তোমরা যদি জানতে চাও নিজেরা খুঁজে নিতে পারো।

আমার বাগদত্তা যখন বিদেশে ছিল তখন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় সে। তার জীবনের সেই সময়ে সে যা খুশি করেছে, চিন্তা করেনি এর ফল কী ভয়াবহ হতে পারে। আমি তার জীবনের ওই অংশটা মেনে নিতে পারিনি। আমার জন্য এটা বিশাল আঘাত ছিল। যাকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম সে কিনা এইচআইভি'তে আক্রান্ত! যদিও পরীক্ষার ফলাফল অন্য কিছু বলছিল, তা-ও ভয় পাচ্ছিলাম, আমিও আক্রান্ত হতে পারি। পরে যখন নিশ্চিত হলাম, আমি নিরাপদ তখন আমার পেটের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। সারা রাত জেগে থাকতাম আর চিন্তা করতাম। যদিও আমি তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা বন্ধ করিনি কিন্তু এটা সত্যি, কয়েকবার তার প্রতি সত্যিকারের ঘৃণা জন্মেছিল আমার। আমার মনে হয় সে নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিল। সে বারবার ক্ষমা চেয়েছিল আর বলছিল বাচ্চা নিতে।

BanglaBook.org

বাচ্চা নষ্ট করার চিন্তা আমার মাথায় কখনোই আসেনি। কারণ সমাজ ও রাজনীতি যা-ই মনে করুক আমার কাছে একে হত্যা বলেই মনে হতো।

পরে আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। কারণ হয়ত ছিল, আমি মনে মনে চাইছিলাম আমার সন্তানের একজন বাবা থাকুক। তাকে বললাম, আমাদের বিয়ে করা উচিত। আমরা দু-জনেই যেহেতু সমস্যাটা বুঝতে পারছি, তাহলে আমরা দু-জনেই একসাথে সমস্যাটার মোকাবেলা করবো। কিন্তু সে প্রায় গোঁয়ারের মতই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সে ছিল এক কথার মানুষ। আর সন্তানের ভবিষ্যৎ তার কাছে সবকিছুর চেয়ে বড় ছিল। জাপানিদের মধ্যে এইচআইভি নিয়ে সংস্কার ভয়াবহ রকমের। যদি প্রমান চাও, মনে করে দেখো কিছুক্ষণ আগেও তোমরা তোমাদের দম বন্ধ করে বসে ছিলে এই ভেবে যে, আমি সংক্রমিত। যদি বাচ্চার এইচআইভি নাও থাকে, সমাজ যদি জানতে পারে তার বাবা একজন এইচআইভি পজিটিভ ছিলেন তাহলে কি তাকে মেনে নেবে? কোন বাবা মা কি তাদের সন্তানদের ওই বাচ্চার সাথে বন্ধুত্ব করতে দেবে? সে যখন বড় হবে, স্কুলে যাবে, তখন কি অন্য বাচ্চা কিংবা শিক্ষকেরা তার সাথে বাজে ব্যবহার করবেন না? কোন সমস্যা হতে পারে ভেবে ক্যাফেটেরিয়া বা জিম থেকে বের করে দেবে না? হ্যাঁ, বাবার পরিচয় ছাড়া কোন বাচ্চাকে নিয়েও সংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু তারপরেও সেক্ষেত্রে সমস্যা অনেক কম। আর একদিন সমাজ তাকে গ্রহণ করে নেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। যাই হোক, আমরা আমাদের বিয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে আমি একাই আমার মেয়েকে বড় করতে লাগলাম।

মানামির জন্মের পর তাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সে-ও এইচআইভি নেগেটিভ ছিল। তোমরা ভাবতেও পারবে না কতখানি স্বস্তিবোধ করেছিলাম এই খবর পেয়ে। বুক থেকে বিশাল এক বোঝা সরে গিয়েছিল। আমি ঠিক করলাম একজন মায়ের পক্ষে যতটুকু ভালোভাবে সন্তানের যত্ন নেয়া সম্ভব তার পুরোটাই করবো। তাকে রক্ষা করার জন্য নিজের সবটুকু ঢেলে দেবো। আমার মধ্যে সঞ্চিত ভালোবাসার প্রত্যেক বিন্দু তার জন্য বরাদ্দ করেছিলাম। তোমরা যদি প্রশ্ন করো আমার কাছে কোনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমার ছাত্রছাত্রিরা নাকি আমার মেয়ে? এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বলবো, মেয়ে আমার কাছে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই ব্যাপারটা একদম স্বাভাবিক।

মানামি আমাকে একবারই খালি তার বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। ওকে বলছিলাম, ওর বাবা অনেক ব্যস্ত মানুষ। সারাদিন কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাই দেখতে আসার সুযোগ পান না। কথাটা অন্যভাবে হলেও

BanglaBook.org

কিছুটা সত্য। মানামির বাবা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়ার বদলে তিনি তো নিজের জীবনের বাকি সময়টুকু কাজের মধ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার এই বিসর্জন কোন কাজেই লাগল না।

মানামি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেল।

মানামির বয়স যখন এক বছর, আমি তাকে ডে-কেয়ারে দিয়ে ক্লাসে আসতাম। শহরের ডে-কেয়ারগুলো সাধারণত রাত পর্যন্ত বাচ্চাদের দেখাশোনা করে কিন্তু এখানকারগুলো সর্বোচ্চ সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃদ্ধদের কাজের ব্যবস্থা করে এরকম এক অফিসে খোঁজ করতে গিয়ে মিসেস তাকেনাকার সাথে পরিচিত হলাম। তার বাসা স্কুলের সুইমিংপুলের সাথেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই বাসাটাই যেটায় একটা বড় কালো কুকুর আছে। কুকুরটার নাম মুকু। আমি জানি তোমরা মাঝে মাঝে তোমাদের বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে কুকুরটাকে খাইয়েছো।

চারটার সময় যখন ডে-কেয়ার বন্ধ হয়ে যায়, মিসেস তাকেনাকা গিয়ে মানামিকে এনে নিজের কাছে রাখতেন যতক্ষণ না আমার কাজ শেষ হয়। অল্প সময়েই তাদের মধ্যে ভালো খাতির হয়ে গিয়েছিল। মানামি মিসেস তাকেনাকাকে খুবই ভালোবাসত, নানু বলে ডাকতো ওকে। মুকুকেও ভালোবাসত। মুকুকে খাওয়ানোর কাজ পেলে খুব খুশি হতো সে। এরকম প্রায় তিন বছর চলল। কিন্তু এ বছরের শুরুর দিকে মিসেস তাকেনাকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উনি যেহেতু আমাদের অনেক কাছের মানুষ ছিলেন, তার জায়গায় কয়েক সপ্তাহের জন্য আরেকজন খুঁজতে আমার কেমন জানি খারাপ লেগেছিল। আমি ঠিক করলাম, এই কয়েক সপ্তাহ নিজেই মানামিকে ডে-কেয়ার থেকে আনতে যাবো। ডে-কেয়ার ছয়টা পর্যন্ত মানামিকে রাখতো, এর মধ্যে কাজ শেষ করে আমি ওকে আনতে যেতাম। সমস্যা হতো বুধবারগুলোতে। ঐদিন শিক্ষকদের মিটিং থাকে। শেষ হতে হতে অনেক সময়ই বেশ দেরি হয়ে যায়। তাই বুধবার আমি ৪টায় মানামিকে এনে স্কুলের নার্সের অফিসে রাখতাম। মিস নাইতো, মিস মাতসুকাওয়া, তোমরা তো প্রায়ই ওখানে গিয়ে ওর সাথে খেলতে, তাই না? সেজন্য আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ও আমাকে বলেছে, তোমরা ওকে বলেছো ও দেখতে নাকি ওর প্রিয় কার্টুন চরিত্র স্নাগ্লি বানির মত। ও শুনে খুব খুশি হয়েছিল।

কান্না কোরো না, মেয়েরা। এগুলো তো আমাদের আনন্দের স্মৃতি।

BanglaBook.org

মানামি খরগোশ খুব পছন্দ করতো। যে কোন কিছুই নরম আর তুলতুলে হলে সে পছন্দ করতো। আর অবশ্যই জাপানের সব স্কুলের বাচ্চাদের মত সে-ও স্নাগ্লি বানির জন্য পাগল ছিল। স্নাগ্লি বানির সব কিছুই তার ছিল–ব্যাগপ্যাক, হাঙ্কি, জুতো, এমনকি স্নাগ্লি বানির ছবি প্রিন্ট করা মোজা পর্যন্ত। প্রতিদিন সকালে সে স্নাগ্লি বানির হেয়ার ব্যান্ড নিয়ে আমার কোলে এসে উঠতো। বলতো তাকে বানি বা খরগোশের মত সাজিয়ে দিতে। ছুটির দিনে আমরা যখন শপিঙে যেতাম, স্নাগ্লি বানির নতুন কিছু দেখতে পেলে তার চোখ চকচক করতো।

মানামি মারা যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে আমরা শপিং সেন্টারে গিয়েছিলাম। ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে গিফট দেয়ার জন্য নানা রকম চকোলেট সাজানো ছিল। একটা সেকশন ছিল যেখানে কিউট মোড়কে মোড়ানো চকোলেট ছিল, যেগুলো মূলতঃ মেয়েদেরকে গিফট দেয়ার জন্য রাখা। মানামির চোখে পড়লো স্নাগ্লি বানির আকারের একটা হোয়াইট চকোলেটের উপর, যেটা আবার একটা একই আকারের আরেকটা পাউচের ভেতর রাখা। সে চাচ্ছিল আমি তাকে সেটা কিনে দেই। কিন্তু আমাদের একটা নিয়ম ছিল, শপিঙে গেলে সে একদিনে একটা জিনিস কিনতে পারবে। আর ঐদিন ইতিমধ্যে ওর জন্য স্নাগ্লি বানির সোয়েট শার্ট কেনা হয়ে গেছিল। সে মারা যাওয়ার দিন যে গোলাপি রঙের শার্টটা পরেছিল সেটা। এরপর আমরা যেদিন শপিঙে আসবো সেদিন কিনে দেবো বলে আমি ওকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

সাধারণত সে আমার কথা শোনে, কিন্তু কোন এক কারণে সেদিন ব্যাপারটা অন্যরকম হলো, ফ্লোরে বসে কাঁদতে লাগল সে। আমাকে বলল, সোয়েট শার্ট চায় না, তাকে চকোলেটটা কিনে দিতে হবে। কিন্তু নিয়ম মানে নিয়ম। আমি ওকে এরকম ব্যবহার করে পার পাওয়ার সুযোগ দিতে চাইনি। নিজেকে বললাম, ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে আমি ওকে চকোলেটটা গিফট করবো। মানামিকে তাই নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিলাম, আর বললাম ব্যবহার ঠিক করতে। একজন মা হিসেবে আমি জানতাম কোনটা ভালোবাসা আর কোনটা সন্তানকে নষ্ট করা। ঠিক সে সময়ই কোত্থেকে জানি মি. সিতামুরা সেখানে হাজির হলো। তুমি পুরো ব্যাপারটা দেখেছিলে, আর এসে নাক গলালে। তোমার কাছে মনে হয়েছিল মাত্র ৭০০ ইয়েনের জন্য আমার এরকম করাটা ঠিক হয়নি। সৌভাগ্য যে, তোমাকে দেখে মানামি লজ্জা পেয়েছিল। সাথে সাথে কান্না থামিয়ে চোখ মুছে ফেলল সে।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে, পরের বার কিনবো," বলে সে তোমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।

ভালেন্টাইন্‌স ডে আসার আগেই মানামি চলে গেল, আর সেদিন তাকে চকোলেটটা না কিনে দেয়ার জন্য এখন প্রতিটা দিন আমি আফসোস করি।

সেদিন ছয়টা বাজার একটু আগে স্কুল মিটিং শেষ হলো। নার্সরা সবাই মিটিঙে ছিল, তাই তাদের অফিসে কেউ ছিল না। তোমরা মেয়েরা অনেকে কষ্ট করে মানামিকে ছয়টা পর্যন্ত সময় দিয়েছো। সে কখনো একাকি বোধ করেনি, আমার মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অফিসে অপেক্ষা করতো। কিন্তু সেদিন সে অফিসে ছিল না। আমি রেস্ট রুমটা চেক করলাম, সেখানেও নেই। স্কুলের পরে তোমাদের কারো কারো ক্লাবের কাজ থাকে, আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে হয়ত কোন ক্লাব রুমে আছে। বিশেষ কিছু না ভেবেই সারা স্কুল ঘুরে দেখলাম, কোথাও নেই। মিস নাইতো আর মিস মাতসুকাওয়া আমাকে বলল তারা পাঁচটার দিকে নার্সের অফিসে গিয়েছিল মানামির সাথে খেলার জন্য কিন্তু সে নাকি তখনও সেখানে ছিল না। তোমরা ভেবেছিলে মানামি আজকে স্কুলেই আসেনি। তারপর তোমরা আমাকে সাহায্য করলে মানামিকে খুঁজতে।

ততক্ষনে বাইরে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বেশ কিছু লোকজন তখনও স্কুলে ছিল আর সবাই মিলে মানামিকে খুঁজতে শুরু করল। মি. হশিনো, তোমার বেজবল প্র্যাকটিস ছিল সেদিন। তুমিই ওকে খুঁজে পেলে। তুমি বলেছিলে সেদিন তুমি ওকে দেখোনি কিন্তু আগে কোন একদিন ওকে সুইমিংপুলের ওদিকে দেখেছিলে। তাই তুমি আমি একসাথে ওদিকে গেলাম মানামিকে খুঁজতে। শীতকালে পুলের গেটে শিকল দিয়ে তালা মারা থাকে। কিন্তু শিকল আলগা হওয়ার কারণে মানামির মত ছোট মানুষ ফাঁক দিয়ে ঢুকে যেতে পারে। আমরা বেড়া বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকলাম। সুইমিং ক্লাস বন্ধ থাকলেও পুলে পানি ভরা ছিল আগুন লাগলে যেন পুলের পানি ব্যবহার করা যায় সেজন্য। ঘোলা গাঢ় রঙের পানি।

আমরা মানামিকে পানিতে ভাসা অবস্থায় খুঁজে পেলাম। যত দ্রুত সম্ভব ওকে তুলে আনা হলো কিন্তু ততক্ষনে ওর শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হৃদস্পন্দন একেবারেই বন্ধ। তারপরেও আমি ওকে সিপিআর দিলাম আর নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। মি. হসিনো দৌড়ে গিয়ে অন্য শিক্ষকদের ডেকে আনলো। মানামিকে হাসপাতালে নেয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করলো তারা। কারণ হিসেবে বলা হলো, পানিতে ডুবে মৃত্যু। ওর শরীরে

BanglaBook.org

কোন আঘাত বা কোন কিছু ছিল না যেখান থেকে বোঝা যেতে পারে ওকে আক্রমণ করা হয়েছিল, তাই পুলিশ ধরে নিলো, সে দুর্ঘটনাক্রমে পানিতে পড়ে মারা গেছে।

তখন বাইরে প্রায় অন্ধকার, আর মানামিকে পাওয়ার পর আমিও বিপর্যস্ত ছিলাম। আমার খেয়াল করার কোন কারণ ছিল না কিন্তু তারপরও কিভাবে জানি চোখে পড়েছিল বেড়ার ওদিক থেকে মুকু নাক বের করে আছে। পুলিশের তদন্তে বেড়ার ওখানে রুটির গুঁড়ো পাওয়া গেল। একইরকম রুটি যা মানামির ডে-কেয়ার সেন্টারে দেয়া হতো। অনেক শিক্ষার্থী বলেছিল, তারা মানামিকে অনেকদিন পুলের পাশে দেখেছে। তারমানে সে প্রতি সপ্তাহে সেখানে যেত। মিসেস তাকেনাকা হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তার প্রতিবেশিরা মুকুর দেখাশোনা করতো। কিন্তু মানামি তা জানতো না। সে হয়তো ভেবেছিল মুকু না খেয়ে আছে, তাই সে প্রতি সপ্তাহে মুকুর জন্য রুটি নিয়ে আসতো। আমি জানলে ওকে বকা দিতে পারি সেই ভয়ে আমাকে কিছু বলেনি। একা একা এই কাজ করেছে। কিন্তু কেউ না কেউ তাকে দেখে ফেলেছিল।

আমার এসব কিছুই জানা ছিল না। আমি যখন ওর কাছে জানতে চাইতাম আমার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে সে কী কী করেছে সে আমাকে দুষ্টু হাসি দিয়ে বলতো, মেয়েদের সাথে খেলা করেছে। আমার বোঝা উচিত ছিল, সে কিছু লুকাচ্ছে। ওকে আরো জেরা করা উচিত ছিল। তাহলে সে হয়ত আর পুলের দিকে যাওয়ার সাহস পেতো না।

আমার অসাবধানতার কারণেই মানামিকে মরতে হলো। স্কুলের সবার কাছে আমি দুঃখিত। আমার জন্য সবাইকে এরকম মানসিক আঘাত পেতে হলো। এক মাসের বেশি পার হয়ে গেলেও আমি মানিয়ে উঠতে পারিনি। প্রতিদিন সকালে আমার মনে হয়, এই তো চোখ খুলে দেখবো মানামি আমার পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছে। আমরা যখন রাতে ঘুমাতে যেতাম, সে সব সময় শরীরের সাথে লেপ্টে থাকত। ঘুমের মধ্যে কোথাও না কোথাও আমাকে স্পর্শ করে থাকবেই। আমি যদি স্পর্শ সরিয়ে নিতাম, ও হাতড়ে হাতড়ে আমাকে খুঁজে বের করত। আমাকে স্পর্শ না করে ও ঘুমাতে পারত না। এখন প্রতি সকালে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। আর কখনো ওর তুলতুলে গাল আর নরম চুলের স্পর্শ পাবো না।

প্রিন্সিপ্যালকে যখন জানালাম, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, উনি জানতে চাইলেন মানামির ঘটনার কারণে কিনা। মিস কিতাহারা তুমিও একটু আগে

BanglaBook.org

এই প্রশ্ন করছিলে। হ্যাঁ, মানামির মৃত্যুর কারণেই চাকরি ছাড়ছি আমি। অন্য কোন সময় হলে হয়ত শিক্ষকতা চালিয়ে যেতাম মনকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য। তাহলে কেন চাকরি ছাড়ছি?

কারণ মানামির মৃত্যু কোন সাধারণ দুর্ঘটনা ছিল না। সে এই ক্লাসেরই কিছু শিক্ষার্থীদের হাতে খুন হয়েছে।

*

সমাজে কিছু কিছু ব্যাপারে বয়সের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমি জানি না তোমরা এ ব্যাপারে কতটুকু কী জানো। যেমন ধরো, অ্যালকোহল কিংবা সিগারেট কিনতে গেলে বয়স কত হওয়া লাগে? মি. নিশিও? হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, বিশ বছর। জেনে ভালো লাগল, তোমরা এসব জানো। বয়স বিশ হলে সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রতি বছর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া যুবক-যুবতিরা নববর্ষে মদ খেয়ে যে মাতলামি করে তার খবর টিভিতে নিশ্চয়ই দেখেছো।

একদম সময় মত টিভি ক্যামেরা তাদের সামনে হাজির থাকে। এটাও সত্যি এরকম বিচ্ছিরি ব্যাপার-স্যাপার হয়ত হতো না যদি না মদ খাওয়ার ব্যাপারে বয়সের বাধা থাকত। সমাজ বিশের পর মদ খাওয়ার অনুমতি দেয় মানে এই না যে, তোমাকে মদ খেতেই হবে, মাতাল হতেই হবে। লোকজন একটা ভুল ধারণা নিয়ে বড় হয়, তুমি যদি বিশের পরে মদ না খেয়ে থাকো তাহলে তুমি বড় হওনি। বয়সের নিষেধাজ্ঞার কিছু প্রয়োজন অবশ্যই আছে। নয়ত দেখা যেত তোমরা কেউ কেউ মাতাল হয়ে স্কুলে হাজির হতে। অবশ্যই তা ভালো হতো না। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আইনের প্রতি এমনিতেও শ্রদ্ধাশীল নও। কেউ কেউ হয়ত এখনই খারাপ কারোর পাল্লায় পড়ে অল্প-স্বল্প মদ খাওয়া শুরু করে দিয়েছো। কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা বোঝার মত জ্ঞান সবার এমনি এমনি হয় না।

যাই হোক, মনে হয় একটু বেশি দুর্বোধ্য কথা বলে ফেলছি আমি। অনেকেই হয়ত বুঝতে পারছো না কী বলতে চাইছি। কিংবা হয়ত তোমাদের মধ্যে কে খুনি তা নিয়ে চিন্তা করছো, সেজন্যে আমার কথায় মনোযোগ দিতে পারছো না। তোমাদের মধ্যে কেউ এরকম জঘন্য অপরাধ করতে সক্ষম জেনে হয়ত কেউ কেউ ভয়ও পাচ্ছো। কিন্তু আমার মনে হয় কৌতুহল হওয়া ভালো। তোমাদের কারো কারো মুখ দেখে আমি বুঝতে

BanglaBook.org

পারছি তোমরা অনুমান করতে পেরেছো কারা খুনি। কেউ কেউ হয়ত আসলেই জানো কারা খুনি। আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, খুনিরা আমার সামনে শান্তভাবে বসে আমার কথা শুনছে দেখে আমার নিজেরই অবাক লাগছে।

হয়ত 'অবাক' শব্দটি সঠিক নয়। হয়ত আমি আসলে অবাক নই। কারণ আমি জানি দু-জন খুনির একজন আসলে চেয়েছিল সবাই তার কুকর্মের কথাটা জানুক। একটু আগে আমি যে জানি তারা কী করেছে সেটা শুনে অন্যজনের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সে এখন অজ্ঞান না হয়ে যায়। চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি তোমাদের নাম সবার সামনে প্রকাশ করছি না।

তোমরা সবাই কিশোর সংশোধন আইন সম্পর্কে জানো, তাই না? এই আইনের বক্তব্য হলো অল্পবয়সিরা, বা অপ্রাপ্তবয়স্করা হয়ত অনেক সময় না বুঝে বড় অপরাধ করে ফেলে। তখন তাদের পরিবারের জায়গায় সরকার তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন ষোল বছরের নিচে কেউ অপরাধ করলে এই আইনের আওতায় পড়ত। এটা যদি খুনও হয় তারপরও। অপরাধিদের ফ্যামিলি কোর্টে নেয়া হতো। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যেত তাদের কোন কিশোর সংশোধন জেলে পাঠানো হতো না। কিন্তু তখন বাচ্চাদের যেরকম নিরীহ ভাবা হতো এখন সে অবস্থা আর নেই। ১৯৯০-এর দশকে কিছু ঘটনায় কিশোর সংশোধন আইনের সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেসময় একদম নিয়মিতভাবে চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেমেয়েরা জঘন্য সব অপরাধ করে বসতো। তোমরা তখন যদিও ছোট কিন্তু আমি নিশ্চিত, কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারবে কোবেতে একটা বাচ্চা ছেলে কিছু বাচ্চাকে খুন করেছিল। একজনকে তো জবাই-ই করে ফেলেছিল। নাম বললে অনেকেরই হয়ত মনে পড়বে ঘটনাটা। যাই হোক, ২০০১-এর এপ্রিলে আইনে সংশোধন করে বয়সের সীমা ষোল থেকে চৌদ্দতে নামিয়ে আনা হয়।

তোমাদের বেশিরভাগই বয়স তেরো, তাই না? তাহলে বয়স দিয়ে আসলে কী বোঝায়, বলো তো?

তোমরা মনে হয় আরেকটা ঘটনা ভালোভাবে মনে করতে পারবে–এক পরিবারের সবাইকে বিষ খাইয়ে মারার ঘটনা। মেয়েটার বয়স তোমাদের মতই ছিল। মিডল স্কুলের প্রথম বর্ষে পড়ত। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে তার ফ্যামিলি ডিনারে বিষ মেশাতে শুরু করল, আর শিকারদের প্রতিক্রিয়াগুলো

ব্লগে লিখে রাখত। বিষগুলো নাকি ঠিকমত কাজ করছিল না। তাই একদিন সে খাবারে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দিলো। বাবা-মা, দাদি, আর ফোরথ গ্রেডে পড়া ছোটভাই, সবাই মারা গেল। তোমাদের হয়ত ওর ব্লগের শেষ লাইনটা মনে আছে "জাদুর রহস্য সায়ানাইড!" কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খবরের কাগজ আর টিভি এই নিয়ে মেতে ছিল। মিস সনেজেকি ঠিক বলেছে, এর নাম দেয়া হয়েছিল 'লুনাসি ইন্সিডেন্ট'। আমি জানি তোমরা নামের অর্থ ধরতে পেরেছো। রোমান পুরাণে 'লুনা' দিয়ে চাঁদ কিংবা চাঁদের দেবিকে বোঝানো হয়। 'লুনাসি' শব্দটা দিয়ে 'পাগলামি,' 'মানসিক রোগ,' কিংবা 'বোকামি' বোঝানো হয়। টিভি-খবরের কাগজগুলো এই নাম ব্যবহার করেছিল কারণ সে তার ব্লগে এই নামটা ব্যবহার করেছে। ধরে নেয়া হয়েছিল তার হয়ত স্প্লিট পারসোনালিটি বা দ্বৈত সত্তা ছিল। না-হলে একজন চুপচাপ সিরিয়াস কিশোরি কী করে পাগল চন্দ্রদেবিতে পরিণত হলো?

পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা মিডিয়া সার্কাস ছিল। আমার ধারণা তোমরা কেউ কেউ জানো তার কী হয়েছিল, কী শাস্তি পেয়েছিল। মিডিয়ায় এরকম প্রচারের পরেও কেসের এরকম ধাঁধানো নাম দেয়ার পরেও শুধু একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দরুন তার আসল নাম কখনো জানানো হয়নি। তার ছবিও দেখানো হয়নি কোথাও। সবাই খালি তার অপরাধের রগরগে বর্ণনা দিয়েই খালাস। তার মনের অন্ধকার অংশ নিয়ে যার যার খুশিমত বানিয়ে বানিয়ে ব্যাখ্যা লিখে শেষ। আস্তে আস্তে সবাই ব্যাপারটা ভুলে যায়, সত্যিটা কী ছিল তা আসলে কেউ কখনো জানতে পারেনি।

এরকম করে রিপোর্ট করা বা সাধারণ জনগণের কাছে এভাবে খবর দেয়া কি যথেষ্ট মনে হয়? কাজের কাজ যা হয়েছে তা হলো, কিছু কিশোর-কিশোরির মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, এরকম অমানুষ অপরাধির অস্তিত্ব এ সমাজে রয়েছে। আর সেই সাথে এই ধরনের অপরাধিদের ভক্তি করে 'কুল' হওয়ার অসুস্থ শিক্ষাও কি তাদের দেয়া হচ্ছে না? আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো আমি বলবো, শুধু নাম আর ছবিই নয়, এরকম চটকদার ছদ্মনাম দেয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। মেয়েটা তার ব্লগে নিজের নাম দিয়েছিল 'লুনাসি'। পত্রিকায় তার নাম যেমন 'মিস এ' দেয়া হয়েছিল, ব্লগের নামও দেয়া উচিত ছিল 'ফালতু' অথবা 'বোকা মেয়ে' ধরনের কিছু। একইভাবে কোবের জবাইয়ের কেসে আমাদের উচিত ছিল ছেলেটার দাম্ভিকতা আর তার নোটে আঁকা ফালতু স্বাক্ষরগুলোর ডিজাইন নিয়ে তামাশা করা।

আমার মাঝেমাঝে অবাক লাগে ভাবতে যে, লোকজন যখন কল্পনা করে

BanglaBook.org

লুনাসি মেয়েটা কেমন দেখতে, তারা কী কল্পনা করে? তোমরা একটু চিন্তা করো তো? একটা সুন্দর বাচ্চা মেয়ে কি নিজেকে পাগলি বলবে? যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক কারোর ছবি ছাপা যাবে না বলে আইনে বাধা থাকে তাহলে লোকজনকে কেন সুন্দর কিছু কল্পনা করতে দিচ্ছে? এরচেয়ে নকল করে বানিয়ে শয়তানি চেহারা কোন পাগলির ছবি ছাপালে কী হয়? সে যেরকম মানুষ সেরকম দেখালে কী সমস্যা? আমরা যদি তাদের খারাপ দিকটাকে এরকম পাত্তাই দেই আর করুণা করি তাহলে কি আমরা তাদের অহঙ্কারকে আসলে নিজেদের মধ্যেই টেনে আনছি না? সেই সাথে আরও বোকা ছেলেমেয়েরা কি তাদেরকে শ্রদ্ধা করা শুরু করছে না? তারচেয়েও বড় কথা, যখন একটা বাচ্চা এরকম একটা বড় অপরাধ করছে, আর আমরা যারা প্রাপ্তবয়স্ক, আমাদের কি উচিত না এমন শাস্তি দেয়া যাতে অন্য বাচ্চারাও এই থেকে শিক্ষা পায়? এই লুনাসি মেয়েটা কয়েক বছর কোন এক কিশোর সংশোধনালয়ে কাটাবে, ক্ষমা চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখবে, তারপর একদিন ছাড়া পেয়ে আবার ফিরে আসবে এই সমাজে। সোজা ভাষায়, এতগুলো খুন করে পার পেয়ে যাবে সে।

তোমরা যা জানো না তা হলো এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি তোপের মুখে পড়েছিল মেয়েটার সায়েন্স-টিচার। আমি তাকে 'টি' বলে সম্বোধন করছি। সবাই জানে 'টি' আসলে খুবই বিবেকবান একজন শিক্ষক ছিলেন। তার পুরো মনোযোগ ছিল কী করে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট আরও ভালো করা যায়। তিনি অনেকবার অভিযোগ করেছিলেন, সায়েন্স কারিকুলামে নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। শুধু ছেলেখেলা ধরনের এক্সপেরিমেন্টগুলো ক্লাসরুমে করা যেত।

আমি তাকে চিনতাম কিনা? ওই ঘটনার কিছুদিন আগেই ন্যাশনাল মিডল স্কুল সায়েন্স ফেয়ারে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তো মেয়েটা 'টি'কে বলেছিল সে তার নোটবুক ক্লাসে ফেলে এসেছে, গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে কিনা। 'টি' তখন শিক্ষক-অভিভাবক মিটিঙের মধ্যে ছিলেন। যেহেতু মেয়েটা ভালো ছাত্রি ছিল, ব্যবহারও ভালো ছিল, তিনি বেশি কিছু চিন্তা না করে চাবিটা ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল মেয়েটা তার বিষের ককটেলের কেমিক্যালগুলো অনলাইনে আর লোকাল ফার্মেসি থেকে কিনলেও পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়েছিল স্কুল থেকে। 'টি'কে তার গাফিলতির জন্য তুলোধুনা করা হয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়। তার নামে আরও আজেবাজে মিথ্যা কথাও ছড়ানো হয়েছিল। যেমন, সে নাকি মেয়েটাকে উৎসাহ দিয়েছিল এসব কাজ করার

BanglaBook.org

জন্য। তাকে লাথি দিয়ে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়। এখন আর মিডিয়ার আগ্রহ না থাকলেও উনি কিন্তু এখনও ভুক্তভোগি একজন হিসেবেই রয়ে গেছেন। তার স্ত্রী এসব অপবাদ সহ্য না করতে পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এখন একটা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তার ছোট ছেলে বাবার বদলে মায়ের পদবি ব্যবহার করে। সে তার খালার সাথে অন্য জায়গায় থাকে এখন। এই ঘটনার কিছু পরেই স্কুল বোর্ড থেকে সব বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে চিঠি দেয়া হয়, বিপজ্জনক রাসায়নিক যা যা আছে তার একটা তালিকা পাঠানোর জন্য।

সত্যি বলতে কী, একটা মিডল স্কুলের সায়েন্স-ল্যাবে পটাশিয়াম সায়ানাইড রাখার কোন দরকার নেই। যে কারণেই হোক 'টি' সেটা রেখেছিলেন। আমি বুঝি তার চাবি দেয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণ আছে। তারপরও, আমাদের স্কুলে পটাশিয়াম সায়ানাইড রাখার অনুমতি না থাকলেও কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে যা দিয়ে খুন করা সম্ভব। যদিও আমরা সেসব রাসায়নিক দ্রব্য তালা মেরে রাখি, শিক্ষার্থীদের সেখানে হাত দেয়ার উপায় নেই। তবে কেউ তালা ভেঙে নিয়ে নিলে কি কিছু করার আছে? বিপজ্জনক রাসায়নিক বাদই দিলাম, ক্যাফেটেরিয়ার কিচেন থেকে যে কেউ ছুরি নিতে পারে, কিংবা মাঠের গুদামঘর থেকে জাম্প রোপ। সেগুলো দিয়েও তো খুন করা যায়। আমরা শিক্ষকেরা যদি জানিও তোমাদের কাছে ছুরি রয়েছে তারপরেও বাজেয়াপ্ত করতে পারি না। তুমি হয়তো ছুরি নিয়ে ঘুরছো ক্লাসের কাউকে আক্রমণ করার জন্য, আর আমাকে বললে স্কুলের বখাটেদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছুরি রেখেছো সাথে। আমার কিছু করার আছে? উপরের লোকজনদের যদি জানাই তারা আমাদের বলবে স্রেফ চোখ-কান খোলা রাখতে। যখন তুমি কাউকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করবে তখনই শুধুমাত্র আমরা ছুরি বাজেয়াপ্ত করতে পারবো, তার আগে নয়। ততক্ষনে যথেষ্ট দেরি হয়ে যাবে। কেউ না কেউ আমাদের দোষ দেবে কেন আমরা ছুরির কথা জেনেও কোন ব্যবস্থা নেইনি। আসলে দোষ কার? আমাদের শিক্ষকদের?

মানামির মৃত্যু কি আমার দোষে হয়েছে? আমার কি কিছু করার ছিল?

*

মানামির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যতটা সম্ভব চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে হয়েছে। জানি তোমরা অনেকেই আসতে চেয়েছিলে, কাউকে আমন্ত্রন করতে পারিনি বলে

BanglaBook.org

আমি দুঃখিত। আমার মনের একটা অংশ চাইছিল ওকে বিদায় জানানোর জন্য অনেক লোক জড়ো করতে। কিন্তু আবার মনে হয়েছিল এরচেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন ওর বাবার উপস্থিতি। তাদের স্রেফ একবার দেখা হয়েছিল, গত বছরের শেষের দিকে। তবে এটা আমার জানা ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় মানামি টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওই লোকটার সাথে কালকে আমার দেখা হয়েছে।" কথাটা শুনে ধুপ করে আমার হৃদস্পন্দন থেমে গেল। জানতে চাইলাম কিভাবে–ও বলল লোকটা ওর প্রি-স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল। তারপর ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে বেড়ার কাছে ডেকে নিয়ে যায়। মানামি অবাক হয়েছিল লোকটা ওর নাম জানে দেখে। লোকটা ওকে জিজ্ঞেস করেছিল ও সুখি কিনা। মানামি হেসে বলেছিল, "হ্যাঁ।" "জেনে খুশি হলাম।" বলে লোকটা হেঁটে চলে গিয়েছিল।

আমি প্রায় নিশ্চিত, লোকটা মানামির বাবাই ছিল। ইদানিং প্রি-স্কুলের সিকিউরিটি বাড়ানো হয়েছে। বাইরে কেউ বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কিনা সেটা আশেপাশের বাড়ির লোকজনও খেয়াল করে। তারপরেও মানামির বাবাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কেউ যদি তাকে প্রশ্নও করে, সে যেকোন অজুহাত দিতে পারবে। আর কেউ তাকে চিনে ফেললে তো কথাই নেই, জনপ্রিয় সুপার টিচার হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

মানামির কাহিনী শুনে অবাক হলাম এই ভেবে যে, ওর বাবার মনে কী চলছিল। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম, প্রায় পাঁচ বছর পর তাকে ফোন করলাম। তখন জানতে পারলাম, অবশেষে তার এইডসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তোমরা বইতে যার কাহিনী পড়েছো তার লক্ষণ সাথে সাথে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ভাইরাস সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ওর ক্ষেত্রে প্রায় চৌদ্দ বছর লেগেছে। অনেক সময়। যাই হোক, সে যখন আমাকে জানাল, উত্তরে আমার কিছু বলার ছিল না। আমি কিছু বলার আগেই সে প্রাণহীন সুরে বলল, সে আর কখনো মানামির সাথে দেখা করার চেষ্টা করবে না। তোমরা টিভিতে যেরকম প্রাণোচ্ছল মানুষটাকে দেখো, তার বিন্দুমাত্র রেশ তখন তার মধ্যে ছিল না। তার কাছে জানতে চাইলাম শীতের ছুটিতে সে আমার আর মানামির সাথে কোথাও ঘুরতে যেতে চায় কিনা। মানুষটা মারা যাচ্ছে, তার প্রতি দয়া করে আমি প্রস্তাবটা দেইনি। আমি আসলেই চাচ্ছিলাম একটা সত্যিকারের পরিবারের মত কিছু সময় কাটাতে। কিন্তু সে একই রকম প্রাণহীন সুরে মানা করে দিলো।

BanglaBook.org

প্রথম যখন সে মানামিকে কোলে নিলো তখন মানামি মৃত। যেদিন মারা গেল সে-রাতে এসেছিল আমাকে দেখতে। মানামিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল, আর পাপের শাস্তি বলে নিজেকে দোষ দিলো। লোকে বলে কান্না একসময় শুকিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা কখনো হয়ে ওঠেনি। আমাদের তিনজন কখনো একসাথে হতে পারলাম না, এই আফসোসে আমাদের কান্না চলতেই থাকল।

আজ বিকেলে নিজের অনেকগুলো কষ্টের কথা তোমাদের বলে ফেলেছি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর অনেকে আমাদের বাসায় এসেছিল শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। মানামির প্রি স্কুলের শিক্ষকেরা, ওর ক্লাসমেটসহ আরও অনেকে। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম সবার মত টাকা না আনতে। তারা স্নাগ্লি বানি পুতুল নিয়ে এসেছিল, আর দরজার সামনে মানামির ছবির পাশে রেখে দিয়েছিল সেগুলো। আমার মনে হয়েছিল, ওর প্রিয় পুতুলগুলো নিয়ে ঘুমাতে ওর ভালোই লাগবে।

গত সপ্তাহে মিসেস তাকেনাকা আমার সাথে এসে দেখা করলেন। মানামি মারা যাওয়ার কাটায় কাটায় একমাস পর তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে তিনি মানামির আত্মার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তিনি পত্রিকায় পড়েছিলেন, মানামি পুলের পাশে একটা কুকুরকে খাওয়াতে যেত। এটা যে তার কুকুর বুঝতে পেরে তিনিও মানামির মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ি করলেন। যেহেতু ঘটনাটা স্কুলের মধ্যে হয়েছে আর আমি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলাম, খবর ছাপার আগে সেটা আমি পড়িনি। আমার জায়গায় আমাদের প্রিন্সিপ্যাল পড়ে দিয়েছিলেন। মিসেস তাকেনাকার অবস্থা দেখার পর আফসোস হতে লাগল। আফসোসের পর আফসোস।

মিসেস তাকেনাকার বাসায় মানামির জিনিসপত্র যা ছিল সব একটা পেপার ব্যাগে করে আমাকে দিয়ে গেলেন। ওর জামা-কাপড়, আন্ডারওয়্যার, চপ্পলটিক, চামচ, পুতুল আর অন্যান্য খেলনা। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা থাকার কথা নয় স্নাগ্লি বানির মাথার মত দেখতে একটা পাউচ। যেটার জন্য মানামি সেদিন শপিংমলে কান্নাকাটি করলেও আমি তা কিনে দেইনি। তাহলে পাউচটা কী করে মিসেস তাকেনাকার ব্যাগে এলো? মিসেস তাকেনাকা বা কেউ যদি ওকে কিনে দিত সেটা একটা চকোলেট হলেও মানামি আমাকে বলত। মিসেস তাকেনাকা আমাকে বললেন, পাউচটা তিনি মুকুর ডগ হাউজে পেয়েছেন। মুকুর কামড়ে

BanglaBook.org

পাউচটার জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মনে হয়েছে এটা হয়ত মানামি মিস করবে তাই জিনিসটা ছিঁড়ে গেলেও নিয়ে এসেছেন।

মানামির জন্য তিনি যে এতদিন এতকিছু করেছেন আর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই যে আমাকে দেখতে এসেছেন সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। ড্রাইভ করে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসলাম তাকে। অনেকদিন না কাটার দরুন ইয়ার্ডের ঘাসগুলো বড় হয়ে গিয়েছিল। সেখানে একটা বেইজবল নিয়ে খেলছিল মুকু। মিসেস তাকেনাকা বললেন বলটা স্কুল থেকে এসে পড়েছে এখানে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়ের পক্ষেও নেট আর পুল পার করে এই ইয়ার্ডে এনে বল ফেলতে পারার কথা নয়। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, মাঝে মাঝে ছাত্ররা যখন পুল পরিস্কার করতে আসে তখন বল ছোঁড়াছুড়ি খেলে। তাদের বল হতে পারে এটা। স্কুলে ছোটখাট দোষের শাস্তি এরকম হয়, পুল পরিস্কার করা কিংবা স্পোর্টস শেড পরিস্কার করা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই ক্লাসেরই তোমাদের কেউ কেউ এই শাস্তি পেয়েছো গত কয়েক মাসের মধ্যে।

ঐদিন কি পুলের ওখানে মানামি একা ছিল? হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল। বাসায় ফিরে আমি স্লাগ্নি বানি পাউচটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম। এটা কি সত্যি মানামির ছিল? তাই যদি হয়, কে তার জন্য কিনেছিল? হঠাৎ খেয়াল করলাম পাউচটা অস্বাভাবিক ভারি। চেইন খুলে ভেতরে দেখলাম পাতলা কাপড়ের নিচে ধাতব কয়েল দেখা যাচ্ছে। ভয়াবহ এক সন্দেহ নিয়ে আমি পরদিন স্কুল এসে দু-জন ছাত্রকে আলাদা আলাদাভাবে ডেকে ইন্টারভিউ নিলাম....

হলের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে অন্যদের ক্লাস শেষ। তোমাদের যদি অন্য কাজ থাকে, ক্লাব বা ক্রাম-স্কুল, কিংবা স্রেফ যদি যেতে চাও যেতে পারো। আমি জানি পুরো ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, আর আমিও অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি। এখন বাকি যা বলার আছে তা আরও অস্বস্তিকর। সুতরাং কেউ যদি শুনতে না চাও, চলে যেতে পারো। কেউ নেই যাওয়ার? তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা সবাই নিজের ইচ্ছেয় থাকছো কথা শোনার জন্য।

খুনি দু-জনকে আমি এখন থেকে 'এ' আর 'বি' বলে সম্বোধন করবো।

স্কুলের প্রথম কয়েকমাস এমন কিছু হয়নি যাতে 'এ'-এর প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষিত হতে পারে। অবশ্য সে ক্লাসের কিছু ছেলেকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল, তা আমার জানা ছিল না। ফার্স্ট কোয়ার্টারের মিডটার্ম পরীক্ষা পর্যন্তও আমি ওকে খেয়াল করিনি। সে পরীক্ষায় একদম পারফেক্ট ১০০-তে ১০০ পেয়েছিল। আর পুরো ক্লাসে যেহেতু সে একাই ফুল মার্কস

BanglaBook.org

পেয়েছিল, তাই শুধু এই ক্লাস নয়, অন্য ক্লাসের সবাইও তাকে চিনে ফেলেছিল। তোমাদের কেউ কেউ হয়ত ওর জন্য গর্ব বোধ করতে, কিন্তু অন্য ক্লাসে দেখলাম ছেলেমেয়েরা গজগজ করছিল। তাদের একজন–ধরা যাক তার নাম 'সি'–আমাকে একদিন রিপোর্ট করল। 'সি' এলিমেন্টারি স্কুলে 'এ'-এর সাথে পড়েছে। সে বলল, 'এ' অন্যায্য সুবিধা পাচ্ছে কারণ সে নাকি 'জ্যান্ত প্রাণী'র উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। আমি খুবই হতবাক হয়েছিলাম কথাটা শোনার পর। তাই 'সি'কে বললাম আমার সাথে সায়েন্স রুমে এসে দেখা করতে। সে যা জানত সব খুলে বলার আগে আমাকে চাপ দিলো যেন অন্য কাউকে কিছু না বলি। তারপর সে এলিমেন্টারি স্কুলের শেষ বর্ষে 'এ'র কার্জকলাপের বিবরণ দিলো। কিভাবে 'এ' পাড়ার রাস্তার কুকুর-বিড়ালগুলোকে জড়ো করত আর নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্র দিয়ে সেগুলোকে অত্যাচার করে মেরে ফেলত। প্রথম দিকে 'সি' ডেস্কের দিকে তাকিয়ে দ্রুত কথা বলছিল। কিন্তু পরে সে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। "ও মৃত প্রাণীগুলোর ছবি তুলে ওর ওয়েবসাইটে দিয়েছে।" এমনভাবে বলল যেন নিজের দোষের কথা স্বীকার করছে সে। কিন্তু আমার মনে আছে 'এ'র প্রতি ওর কণ্ঠে শ্রদ্ধা টের পেয়ে আমার গায়ে কাঁপুনি দিচ্ছিল।

ওর থেকে 'এ'র ওয়েবসাইটের ঠিকানা নিয়ে সোজা শিক্ষকদের অফিসের কম্পিউটারে গিয়ে বসলাম কী আছে দেখার জন্য। সাইটে কিছুই ছিল না। শুধু নিষিদ্ধ লেখার ফন্টে একটা বাক্য ছিল–"নতুন যন্ত্রের কাজ চলছে।" এলিমেন্টারি স্কুল থেকে পাঠানো ফাইলে 'এ'র এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিচ্ছু বলা নেই। তারপরেও আমি সতর্কতাস্বরূপ ওর সিক্সথ গ্রেডের হোম টিচারকে ফোন করলাম। "না, আমি কখনো এরকম কিছু শুনিনি। ও সবসময় সিরিয়াস ছাত্র ছিল। ওর গ্রেডও চমৎকার ছিল," তিনি আমাকে ফোনে বললেন।

পরের সপ্তাহগুলোতে আমি 'এ'র উপর নজর রাখলাম। কিন্তু আমাকে যেরকম বলা হয়েছিল–সে একদম সিরিয়াস ছিল আর স্কুল আর বাকি সব কিছুর প্রতিও ওর ভালো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল–সহজ কথায়, সব মিলিয়ে একজন আদর্শ ছাত্র, ফলে আমি আস্তে আস্তে ওর দিকে মনোযোগ কমিয়ে দিলাম। তোমরা আমাকে বোকা ভাবতে পারো, কিন্তু আমি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

গত জুনের মাঝামাঝি এক সময়ে একদিন সায়েন্সল্যাবে নাইন্থ গ্রেডের জন্য একটা পরীক্ষা রেডি করছিলাম তখন হঠাৎ 'এ' এলো দেখা করতে।

BanglaBook.org

সে ল্যাবের যন্ত্রপাতি আগ্রহের সাথে দেখতে লাগল, তারপর আমাকে প্রশ্ন করল কলেজে কী নিয়ে পড়াশুনা করেছি। যখন তাকে বললাম, আমার মেজর ছিল কেমিস্ট্রি, সে জানতে চাইল ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসের ব্যাপারে আমি কতটুকু জানি। ফিজিক্সের উপরও কিছু কোর্স করেছি কিন্তু আমার মনে পড়ল 'এ'র বাবার একটা ইলেক্ট্রনিকসের দোকান আছে। তাই বললাম ওর চেয়ে খুব বেশি জানি বলে মনে হয় না।

তখন সে হঠাৎ একটা কয়েন রাখার ছোট, চেইন লাগানো কালো রঙের ইমিটেশান লেদারের পার্স বের করল। নিরীহ ধরনের পার্স, সব জায়গায় যেমন কিনতে পাওয়া যায়। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম সে আমার কাছে কী চাইছে, কী করবো এই পার্স নিয়ে। ওর দিকে তাকাতে সে বাঁকাহাসি দিয়ে বলল, "খুলে দেখুন, ভেতরে আপনার জন্য সারপ্রাইজ আছে।" আমি বুঝতে পারছিলাম কোন ধরনের চালাকি আছে, তাই সাবধানে ওর হাত থেকে নিলাম। পার্সের সাইজ অনুযায়ি বেশ ভারি ছিল। ভেতরে মনে হচ্ছিল কিছু একটা আছে। নিজেকে সাহস দিলাম, কোন ব্যাঙ বা মাকড়শা নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে না। চেইনে স্পর্শ করতেই জোরালো শক খেলাম আঙুলে। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল স্থির বিদ্যুতের কারণে এমন হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথেই বুঝলাম জুন মাসের এরকম বৃষ্টির সময়ে সেরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পার্স আর আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় সে কথা বলে উঠল।

"দারুণ জিনিস না? তিন মাসের কিছু বেশি সময় লেগেছে আমার এটা বানাতে।" গর্বের সুরে বলল সে। "তারপরেও ধাক্কাটা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়নি বলে আমার মনে হচ্ছে।"

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

"তুমি বলতে চাইছো, তুমি আমাকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করেছো?"

"তাতে কি হয়েছে?" তখনও সে শান্তভাবে দাঁত বের করে হাসছে। "লোকজন কি ড্রাগস টেস্ট নেয় না? কিংবা কেমিস্ট্রি-বায়োলজি পরীক্ষার সময় শক খায় না? যতক্ষণ সীমার মধ্যে আছে সমস্যা তো নেই।"

আমার মনে পড়ল 'সি' আমাকে কী কী বলেছিল, সেই সঙ্গে আরো মনে পড়লো, 'এ'র ওয়েবসাইটে নতুন যন্ত্রের কাজ চলছে লেখা ছিল।

"এরকম বিপজ্জনক একটা জিনিস তুমি কেন বানিয়েছো?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম। "এটা দিয়ে কী করতে চাও? ছোট ছোট জন্তু হত্যা করবে নাকি?" শকের ধাক্কায় আমার আঙুল তখনো শিরশির করছিল।

BanglaBook.org

'এ' এমন ভাব করল যেন খুবই অবাক হয়েছে, কোন শোতে কমেডিয়ান যেভাবে অবাক হওয়ার ভান করে। "এত রেগে যাচ্ছেন কেন?" সে বলল। "আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেন দেখতে পাচ্ছেন না ব্যাপারটা কত দারুণ। আচ্ছা, বাদ দিন। আমি অন্য কাউকে এটা দেখাবো, যে কিনা এটার সঠিক মূল্য বুঝবে।" সে আমার হাত থেকে পার্সটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ওই সপ্তাহের শিক্ষকদের মিটিঙে আমি রিপোর্ট করলাম 'এ' একটা কারেন্ট শক দেয়া পার্স বানিয়েছে, আর জিনিসটা কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে। সাথে 'সি' আমাকে 'এ'র এলিমেন্টারি স্কুলের সময়ের যে এক্সপেরিমেন্টগুলোর কথা বলেছে সেগুলোও বললাম। কিন্তু অন্যদের কথাবার্তায় মনে হলো তারা ভাবছে আমি সাধারণ স্ট্যাটিক শকের মত কিছু বলছি। প্রিন্সিপ্যাল শুধু বললেন 'এ'কে একটা ওয়ার্নিং দিতে আর চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করে যেতে। 'এ'র বাসায়ও ফোন করলাম ওর বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার জন্য। 'এ'র ব্যাপারে অভিযোগ করার জন্য না, শুধু ওর বাবা-মাকে জানিয়ে রাখার জন্য, যেন ওর কর্মকাণ্ডের উপর চোখ রাখে। কিন্তু ওর মা ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নিলেন না।

"আমি আসলে অবাক হচ্ছি এটা ভেবে, আপনার এত ফ্রি সময় কোথায় যে আমাকে এই ব্যাপারে ফোন করলেন।" তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেছিলেন। "বিশেষ করে যখন আপনার নিজের সন্তান আছে দেখাশোনা করার জন্য।"

'এ'র ওয়েবসাইট প্রতিদিন চেক করতে থাকলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে যখন বলেছে অন্য কাউকে দেখাবে, তাহলে হয়ত এখানেই পোস্ট করবে। কিন্তু সাইটে 'নতুন যন্ত্রের কাজ চলছে' লেখাই থাকল।

পরের সপ্তাহে 'এ' আবার দেখা করল। সাথে তার পার্স, একটা মোটা ফাইল, একটা কাগজ যেটায় সে আমার স্বাক্ষর চায়। ন্যাশনাল মিডল স্কুল সায়েন্স ফেয়ারের একটা পোস্টার লাগানো ছিল রুমের বাইরে, কাগজটা সেটার এন্ট্রি ফর্ম। আবেদনের সময় সীমা ছিল জুন পর্যন্ত। যেহেতু গ্রীষ্মের ছুটির আগেই প্রজেক্ট দেয়ার তারিখ ছিল, তাই ক্লাসে আমি সংক্ষেপে সায়েন্স ফেয়ারের প্রতিযোগিতার কথা বলেছিলাম। আমার মাথায়ই আসেনি কখনো 'এ' তার পার্স নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যেতে চাইতে পারে।

ফর্মের শিরোনামের জায়গায় সে লিখেছে, 'চুরি রোধে বিদ্যুৎ শক প্রদানকারি কয়েন পার্স'। 'উদ্দেশ্য'তে লিখেছে, 'চোরের হাত থেকে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করতে এই প্রজেক্ট'। পূর্ণ করার সব

BanglaBook.org

জায়গায় যা যা দরকার লেখা থাকলেও শুধু প্রজেক্ট উপদেষ্টার নাম ও স্বাক্ষরের জায়গাটা খালি ছিল। প্রজেক্টের ডিজাইনে আমি দেখলাম সে একটা বাড়তি চাবি লাগিয়েছে পার্স মালিকের নিরাপত্তার স্বার্থে। অন্য কেউ খুলতে গেলে শক খাবে। ডিজাইন আর বানানোর প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে ইলাস্ট্রেসনসহ।

শেষে ডিজাইনের বাকি সমস্যাগুলো নিয়ে লিখেছে, যেমন পার্সটা খালি একবারই শক দিতে সক্ষম। আরো লিখেছে, সে কলেজ লেভেলের জ্ঞান অর্জন করে ডিজাইনের কাজ চালিয়ে যাবে। তার শেষ বাক্যটা আমার মনে হয় সে ইচ্ছে করে শিশুসুলভ রেখেছিল : "আমি আমার আবিস্কার ততদিন পর্যন্ত উন্নত করার চেষ্টা করে যাবো, যতদিন পর্যন্ত না আমার দাদি নিশ্চিন্তে এটি ব্যবহার করতে পারে!" দরখাস্তটা হাতে লেখা ছিল, যদিও আমার জানা আছে ওর বাসায় কম্পিউটার রয়েছে। পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলাম মিডল স্কুলের একজন বুদ্ধিমান ছাত্র কিভাবে হিসেব কষে পা বাড়াচ্ছে।

"জানি, আপনি আমাকে এটা বানানোর ব্যাপারে কোন সাহায্য করেননি," আমাকে দরখাস্ত পড়তে দেখে 'এ' বলল। "কিন্তু আমার কাউকে লাগবে যে কিনা স্বাক্ষর দিতে পারবে, আর আপনি আমার হোমরুম টিচার, সেই সাথে সায়েন্স-টেক টিচার। প্লিজ, স্বাক্ষর দিয়ে দিন না?" আমি ফর্মের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছিলাম, সে বলে চলল, "আমি দরকারের জন্যই জিনিসটা বানিয়েছি। আমার মত ছেলেমেয়েদের জিনিসপত্র রক্ষা করতে চাই। আপনি বলছেন এটা বিপজ্জনক। আমাদের মধ্যে কে সঠিক তা প্রমান করার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞদেরও মতামত দেয়ার সুযোগ করে দিন?" আমার কাছে ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জের মত শোনাল, প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার কাছাকাছি। শেষে সে জিতল, আমি হার মানলাম। 'চুরি রোধে বিদ্যুৎ শক প্রদানকারি কয়েন পার্স' বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় গভর্নর্স অ্যাওয়ার্ড জিতে ন্যাশনাল কম্পিটিশনে গেল। সেখানে এটার উচ্চ প্রশংসা করা হলো আর বিশেষভাবে মিডল স্কুল বিভাগের থেকে উল্লেখ করা হলো, যার স্থান পুরো দেশে তৃতীয় স্থানের মত।

আমি মানামির মৃত্যুর পেছনে সত্য জানার জন্য 'এ'কে সায়েন্স-ল্যাবে ডেকে পাঠালাম। সে সময় মনে হয়েছিল কিছু একটা করতে পারবো। নিজের অপরাধবোধ থেকে এসব করছিলাম।

সে দুপুরের দিকে এল। স্কুলের অর্ধ দিবসের পর। নিরীহ মুখ করে। আমি স্নাগ্নি বানি পাউচ বের করে দিলাম।

BanglaBook.org

"খুলে দেখো, ভেতরে তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে," তারমত করেই তাকে বললাম। অবশ্যই সে সেটা ছুঁতে চাইল না। কাপুরুষ একটা। আমি ওটার শক্তি বাড়িয়েছিলাম, স্টান গানের কাছাকাছি। কঠিন কোন কাজ ছিল না। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই যে কেউ এরকম কিছু বানাতে পারবে–আসল প্রশ্ন হলো, কেন কেউ তা করতে চাইবে।

যখন সে বুঝতে পারল কেন তাকে ডাকা হয়েছে তখন পুরো গল্পটা টানা বলে গেল। যেন এর জন্যই সে অপেক্ষা করছিল সারাদিন ধরে। বলার সুর ছিল প্রায় জয়োল্লাসের মত। যে কয়েন পার্স সে সায়েন্স ফেয়ারে নিয়ে গিয়েছিল সেটা তার খুনি যন্ত্রের প্রোটোটাইপ ছিল বলে আমার সন্দেহ।

প্রথম মডেল বানানোর পর সে সেটা তার ভিডিও গেমের বন্ধুদের উপর পরীক্ষা করে। তারা মুগ্ধ হলেও 'এ' এত অল্পে সন্তুষ্ট ছিল না। সে তো তাদেরকে কোন জাদু দেখাচ্ছে না। তারা বোঝেনি 'এ'র ক্ষমতা কতদূর, 'এ' কী কী করতে পারে। তাই সে ঠিক করল এমন কাউকে দেখাবে যে, এর মূল্য বুঝবে। তখন সে যন্ত্রটা আমার কাছে নিয়ে আসল। আমার প্রতিক্রিয়াতে সে সন্তুষ্ট হলেও একটা ব্যাপারে ভুল বুঝল সে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম 'এ'কে নিয়ে, তার পার্সকে নিয়ে নয়। 'এ'র পৃথিবী দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে ভীত করেছিল। কিন্তু সে ভেবেছিল পার্স আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তাই যাওয়ার আগে আমাকে ইচ্ছে করে খুঁচিয়েছে এই ভেবে যে, আমি ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে তার বিপজ্জনক আবিস্কারের কথা বলে বেড়াবো। সে আরেকটা ভুল করল। আমি রিপোর্ট করেছি ঠিকই, যেমন একটু আগে বললাম, কিন্তু কেউ কোন আগ্রহ দেখায়নি। 'এ' ভাবল, সে যদি তার ওয়েবসাইটে যন্ত্রের কথা বলে সবাই না-ও বুঝতে পারে, তাই ঠিক করল এমন লোকজনের কাছে নিয়ে যেতে হবে যে এর প্রকৃত মূল্য দেবে।

তখন এলো সায়েন্স ফেয়ারের ব্যাপারটা। বিচারকরা প্রায় সবাই ছিলেন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা প্রফেসর। সুতরাং 'এ' আশা করল এই বিশেষজ্ঞরা তার ও তার যন্ত্রের মূল্য বুঝবে। তাকে ও তার খুনি যন্ত্রকে ভয় পাবে। সে সবার থেকে যে মনোযোগ চাইছিল তা একমাত্র এভাবেই পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সে চাইছিল না বিপজ্জনক হওয়ার কারণে তার যন্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যাক। তাই কিছুটা অদল বদল করে খেলনা ধরনের একটা নমুনা তৈরি করেছিল–তার বয়সের জন্য ওটাই ঠিক ছিল মনে হয়। স্রেফ একটা বুবি ট্র্যাপ্‌ড পার্স। কিন্তু তার কাজ একটু বেশি

BanglaBook.org

ভালো হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে আর তার যন্ত্র দুটোই ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় যাওয়ার সুযোগ পায়।

ন্যাশনাল লেভেলের বিচারকদের একজন, যিনি কিনা বিখ্যাত এক প্রফেসর, টিভির কুইজ শো'তে থাকেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তিনি 'এ'র কাজে কতখানি মুগ্ধ হয়েছেন। "আমি নিজে এরকম কোন কিছু করতে পারতাম না," তাকে বলেছিলেন ভদ্রলোক। প্রতিযোগিতার বেশিরভাগ প্রজেক্ট ছিল বিভিন্ন রোবট, তাই ভিন্ন রকমের বিদ্যুৎ শক প্রদানকারি এই কয়েন পার্স ভালোই মনোযোগ পেলো।

কিন্তু 'এ' আবারো ভুল বুঝল। সে ভাবল তাকে তার টেকনিক্যাল দক্ষতার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে, তার বয়সি একজনের জন্য এরকম ভুল ভাবা স্বাভাবিক। সে যে ভয়ংকর ভিলেন হতে চায় তা লোকজন ধরতে পারছে না। তারপরেও স্থানিয় পত্র-পত্রিকার সাক্ষাৎকার ছাপা হওয়ায় সে কিছুটা খুশি ছিল। আমি যখন ওর ছবি দেখলাম আর ওর সাফল্যের খবর পড়লাম, আমার নিজেরও কিছুটা হালকা লাগছিল। মনে হয়েছিল, ও যে মনোযোগ চাইছিল তা পেয়ে গেছে, এবার হয়ত পজিটিভ দিকে এগুবে। আমি হয়ত শুধু শুধু এনিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম, শেষে সবকিছু ভালোই হলো।

গত গ্রীষ্মের একদিন একটা লোকাল খবরের কাগজ 'এ'র প্রজেক্ট আর সায়েন্স ফেয়ার নিয়ে লম্বা একটি আর্টিকেল ছাপাল। কিন্তু সেইদিনই লুনাসির ঘটনা হলো আর সব পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা ভর্তি ছিল সে খবরে। পরবর্তি কয়েকটা দিন টিভি আর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো স্রেফ এই নিয়েই কথা বলল। সেকেন্ড কোয়ার্টারের প্রথম দিনে স্কুলে সবার সামনে 'এ'র সাফল্যের কথা বলা হলো। কিন্তু একজন বিখ্যাত প্রফেসর যে তার প্রশংসা করেছেন আর পত্রিকাগুলো যে তাকে নিয়ে লেখালেখি করেছে সে বিষয়ে তেমন কিছু বলা হলো না। সেদিন সবার আলোচনার বিষয় ছিল লুনাসি ইন্সিডেন্ট। 'এ'কে নিয়ে কী বলা হলো না হলো কেউ খেয়ালও করছিল না। লুনাসি ব্যাপারটা কি এমন ছিল? পটাশিয়াম সায়ানাইড? সে তো আর সেটা আবিস্কার করেনি, পটাশিয়াম সায়ানাইড থাকলে কে না খুন করতে পারবে? অথচ 'এ' নিজের খুনেযন্ত্র নিজেই আবিস্কার করেছে। তার কি বেশি মনোযোগ পাওয়ার কথা না? অথচ মিডিয়া হুদাই লুনাসি নিয়ে নাচানাচি করছে। 'এ'র ঈর্ষা যত বাড়তে লাগল সে ততই তার খুনিযন্ত্রের পেছনে সময় দিতে থাকল।

BanglaBook.org

প্রথম যখন স্কুলে ঢুকল 'বি' ছিল একদম বন্ধুত্বপূর্ণ, সামাজিক ধরনের একটা বাচ্চা ছেলে। মোটামুটি ভদ্র, শান্ত। ওর বাবা-মা, দুই বোন যেভাবে যত্ন করে ওকে লালন পালন করেছে তা থেকে এমনটাই আশা করা যায়। বোনেরা ওর থেকে বয়সে বেশ বড়। 'এ'র সাথে ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর, 'বি'কে বললাম পুলের কাছে আমার সাথে দেখা করতে। দেখা করার জায়গা শোনার সাথে সাথেই সে বুঝে গিয়েছিল আমার উদ্দেশ্য কী হতে পারে। সে বলল, বরং তার বাসায় যেতে। আমি ওর বাসায় গেলাম। সে বলল তার মা-ও আমাদের সাথে মিটিঙে থাকবে। আমার হঠাৎ আগমনে ভদ্রমহিলা অবাক হলেন। বুঝলাম উনি তার ছেলের কুকীর্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। আমি বললাম উনি থাকতে পারেন সমস্যা নেই। 'বি' যেহেতু সবেমাত্র মিডল স্কুল শুরু করেছে সুতরাং তার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা কথা শুরু করলাম।

সে তার প্রথম কোয়ার্টারে টেনিস ক্লাবে জয়েন করেছিল। কোন একটা স্পোর্টসে থাকার জন্য সে আগ্রহি ছিল। টেনিস তার কাছে মনে হয়েছিল 'কুল' একটা ব্যাপার। কিন্তু ক্লাব যখন শুরু হলো সে দেখতে পেলো ক্লাবে নানা ধরনের বৈষম্য রয়েছে। যেসব ছেলেমেয়েরা এলিমেন্টারি স্কুলে টেনিস খেলত তাদেরকে এখানে ঢোকার সাথে সাথে কোর্টে খেলতে দেয়া হতো। আর যারা আগে কখনো খেলেনি, তাদেরকে প্রথমে ফিটনেস ট্রেনিং কোর্স করতে হতো। অনেক সপ্তাহ এভাবে পার হয়ে গেলেও তারা র‍্যাকেট ধরে দেখার সুযোগ পায়নি। 'বি' ছিল পরের ভাগের একজন। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে পরের ভাগে থাকায় 'বি' খুব একটা আপসেট ছিল না। কয়েক মাস প্র্যাকটিসের পর তাকে খেলার সুযোগ দেয়া হলো। র‍্যাকেট কাঁধে নিয়ে স্কুলে ঘুরতে তার বেশ অহংকার বোধ হতো।

গ্রীষ্মের ছুটির শুরুতে ওদের কোচ, মি. তকুরা দক্ষতার ভিত্তিতে তাদেরকে আবার কয়েকটা দলে ভাগ করে প্র্যাকটিসের লিস্ট করে দিলেন। দলগুলো ছিল 'অফেন্সিভ বা আক্রমণাত্মক দক্ষতা,' 'ডিফেন্সিভ বা প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতা'। 'বি' দেখতে পেলো সে আগের মতই যাদের ফিটনেস দরকার সেই দলে পড়েছে। আরও খারাপ হলো যখন প্রথম দুই দলে ছয় জন করে সদস্য ছিল আর 'বি'র দলে ছিল মাত্র দু-জন 'ডি' আর 'ই'। দলের লিস্ট পোস্ট হওয়ার পর 'ডি' আসা বন্ধ করে দিলো। 'ই' ছিল ছোটখাট, শুকনো, ফ্যাকাসে চেহারার একটা ছেলে, যাকে সবাই 'ক্যাথি' নামে ডাকত।

BanglaBook.org

দিনের পর দিন 'বি' আর ক্যাথি স্কুলের চারপাশের ল্যাপে দৌড়াতে থাকল। অন্য দলের ছেলেমেয়েদের চেয়ে নিজের ফিটনেস খারাপ এটা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। দিনে দিনে 'বি' আরও হতাশ হয়ে পড়ছিল। একদিন অন্য ক্লাবের এক মেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করল টেনিস ক্লাবে থেকে সে কেন সারাক্ষণ দৌড়ায়। অপমানিত বোধ করে 'বি' কোচ তকুরাকে গিয়ে অনুরোধ করে তাকে অন্য দলে নেয়ার জন্য। কোচ তাকে জিজ্ঞেস করে, তার কি দৌড়ানো নিয়ে সমস্যা, নাকি ক্যাথির সাথে দৌড়াচ্ছে এটা সবাই দেখছে বলে তা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। অবশ্যই পরেরটা, কিন্তু 'বি' কোচকে বোঝাতে পারল না তার মনের অবস্থা কী। "অন্যরা কী ভাবছে তা নিয়ে যদি তুমি সবসময় চিন্তা করো তাহলে কখনো শক্ত হতে পারবে না। লেগে থাকো," কোচ তাকে বলল। "আমরা আর এক সপ্তাহ পর দলগুলোর প্র্যাকটিস শেষ করবো।" কিন্তু পরেরদিন 'বি'র মা স্কুলে ফোন করে জানাল 'বি' টেনিস ছেড়ে দিচ্ছে। এর কিছুদিন পর 'বি' শহরের একটা প্রতিযোগিতামূলক ক্রাম-স্কুলে যাওয়া শুরু করল।

'বি'র গ্রেড কখনোই মাঝারি মানের চেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু স্কুলের সেকেন্ড কোয়ার্টার শুরু হলে দেখা গেল সে ক্লাস র‍্যাঙ্কিয়ে একটু উপরে উঠেছে। ফার্স্ট কোয়ার্টারের চেয়ে সেকেন্ড কোয়ার্টারে তার পয়েন্ট অন্তত ১৫ বেশি ছিল। ক্রাম-স্কুলেও একই অবস্থা। ওখানে ক্লাসে অবস্থানের উপর লেভেলগুলো ভাগ করা হয়। দু-মাসে সে একদম নিচের স্তরে, ক্লাস ৫ থেকে দ্বিতীয় স্তর-ক্লাস ২-তে চলে এলো। 'এফ,' যার গ্রেডও 'বি'র মত ছিল, সে-ও নভেম্বর থেকে একই ক্রাম-স্কুলে যাওয়া শুরু করল। 'এফ' শুরু করেছিল ক্লাস ৪ থেকে।

বয়ঃসন্ধি হলো এমন একটা সময় যখন কিশোর-কিশোরিদের ক্ষমতা হঠাৎ করে দ্রুত বাড়তে থাকে, সেটা হোক পড়াশোনায়, হোক খেলাধুলায়। সবকিছুতে সাফল্য পেতে শুরু করলে তাদের মনোবলও বাড়ে। তারা তখন আরও ভালো করার চেষ্টা করে, ফলে আরও সাফল্য পায়। কিন্তু এমনও হয়, কেউ কেউ নিজের ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করে ফেলে। কিংবা বলা যায়, একজন অ্যাথলেটের যেমন খারাপ সময় আসে, তেমনি একজন কিশোর কিংবা কিশোরির সাফল্যের দৌড় হঠাৎ করে নিচে পড়ে যায়।

এরপর যা ঘটে তা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ছেলেমেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়তেই থাকে। বাকিরা ফল যাই হোক না কেন মাথা ঠাণ্ডা করে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কষ্ট করে বাধা অতিক্রম করে পরের ধাপে পা

BanglaBook.org

রাখে। আমাদের মত যারা হোম টিচারের কাজ করেন, তারা ছাত্রছাত্রিদের হাইস্কুল ভর্তি পরীক্ষার জন্য তৈরি করেন। তাদের প্রায়ই অভিভাবকদের কাছ থেকে একটা কথা শুনতে হয়। সেটা হলো, ছেলেমেয়েরা নাকি 'আরেকটু চেষ্টা করলেই' সাফল্য পেত। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই যেসব ছেলেমেয়ের কথা বলা হয় তারা ইতিমধ্যে তাদের ক্ষমতা অতিক্রম করে নিচে পড়তে শুরু করেছে। এমন নয় যে, সে চেষ্টা করেনি, সে স্রেফ আর প্রতিযোগিতায় নেই।

'বি'র ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই।

শীতের ছুটির আগে গিয়ে তার গ্রেড আর ভালো হচ্ছিল না। বরং কিছুটা খারাপ হয়েছিল। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে ওর ক্রাম-টিচার ওকে সমস্ত ক্লাসের সামনে ঝাড়লেন। একদম টিভি বিজ্ঞাপনের ডায়ালগের মত ঝাড়ি। "তুমি একটু বেশি তাড়াতাড়ি সবকিছু উদযাপন করে ফেলো! কয়েকটা কোর্সে এ পেয়েছো আর আরাম করা শুরু করে দিয়েছো। সেকারণে রেজাল্ট আবার বি-সি'তে চলে গিয়েছে!" 'বি' খুবই অপমানিত বোধ করল। রেজাল্ট একটু খারাপ হয়েছে বলেই কি তাকে পুরো ক্লাসের সামনে এভাবে ছোট করা ঠিক হয়েছে? কিন্তু এখানেই শেষ না। শিক্ষক যখন নতুন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন, 'বি' তখনও সেকেন্ড লেভেলে। অথচ 'এফ' পৌছে গেল টপ লেভেলে। 'বি' খুবই ক্ষেপে গেল এতে। রাগ কমাতে সেদিন ক্লাসের পর সে সোজা গেইম সেন্টারে গেল, নিউ ইয়ার্সে যে টাকা পেয়েছিল তা দিয়ে গেইম খেলতে।

গেইম খেলতে গিয়ে ও গেইমে একদম ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ টের পেলো হাইস্কুল পড়ুয়া একদল ছাত্ররা তাকে ঘিরে ফেলেছে। তারা তার ওয়ালেট কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে ও বাধা দিলো। কপাল ভালো, একজন পুলিশ অফিসার ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল, ফলে তাকে উদ্ধার করে কাস্টডিতে নিয়ে যায়। আমার যতটুকু মনে পড়ে, পুলিশ আমাকে রাত এগারোটার দিকে ফোন করেছিল। আমি সাথে সাথে 'বি'র টেনিস কোচ মি. তকুরাকে ফোন করলাম। কোন সন্দেহ নেই আমার বদলে মি. তকুরাকে দেখে 'বি' ধাক্কা খেয়েছিল। সে জানতে চাইল আমি কেন যাইনি। তাকে বলা হলো, "কারণ তিনি একজন মহিলা।" 'বি' ধরে নিলো আমার বাসার সমস্যার কারণে বোধহয় আমি না গিয়ে মি. তকুরাকে পাঠিয়েছি। সে ভাবল যেহেতু আমি একজন সিঙ্গেল মাদার, তাই আমার কাছে ছাত্রছাত্রিদের চেয়ে আমার সন্তানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'বি'কে গাড়িতে করে বাসায় নামিয়ে দেয়ার সময় মি. তকুরা সেই

BanglaBook.org

টেনিস প্র্যাকটিসের সময়ের মত আবারো ঝাড়লেন। "তারমানে তোমার ক্রাম-টিচার ক্লাসে সবার সামনে তোমাকে কী না কী বললেন আর তুমি সোজা গেইম সেন্টারে চলে গেলে? অন্যরা কী ভাবে তা নিয়ে তুমি অতিরিক্ত চিন্তা করো। যখন পড়াশুনা শেষ হবে দেখবে এইসব ছোটখাট বকাঝকার চেয়ে মানুষের জীবনে আরও অনেক অনেক বাজে ব্যাপার আছে।" 'বি'র বক্তব্য হলো, মি. তকুরা তাকে মানসিকভাবে আঘাত করেছেন। একদম ছেলেমানুষি কথাবার্তা। বরং মি. তকুরা যেভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তাতে আমি নিজেও চমৎকৃত হয়েছিলাম।

লিভিং রুমে বসে সে যখন তার কাহিনী বলছিল, 'বি'র মা দুঃখের সাথে 'আহারে আমার ছোট বাচ্চাটা' ধরনের উহ্-আহ্ করে যাচ্ছিলেন। তার নির্বুদ্ধিতার নমুনা দেখে আমি অসুস্থ বোধ করছিলাম। আবার ঈর্ষাও বোধ হচ্ছিল আমার। ভুল পাত্রে ভালোবাসা ঢাললেও তো তার একটি সন্তান অন্তত রয়েছে।

যাই হোক, আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রিদের যেকোন পরিস্থিতিতে গেইম সেন্টারে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। যদিও 'বি' সেদিন ঘটনার শিকার ছিল, তারপরেও শাস্তি হিসেবে তাকে এক সপ্তাহের জন্য স্কুলশেষে পুল ডেক আর চেঞ্জিং রুম পরিস্কারের কাজ দেয়া হলো।

ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে 'এ' পার্সের চেইনের মধ্যে দিয়ে তিনগুন ভোল্টেজ পার করতে সক্ষম হলো। কারো উপর জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ওর আর তর সইছিল না। একই সময়ে সে খেয়াল করল, ক্লাসে তার পাশে বসে 'বি' নিজের নোটবুকে 'মর তুই! মর তুই!' লিখে চলেছে। সে স্কুলের পর 'বি'কে থামিয়ে বলল ওর কাছে একটা সেক্স টেপ আছে, 'বি' দেখতে চায় কিনা। 'বি' আগেই 'এ'র টেপের কাহিনী শুনেছে, সুতরাং সে রাজি হয়ে গেল। 'এ' সুযোগ পেয়ে একসময় জানতে চাইল, এমন কেউ আছে কিনা যাকে 'বি' শাস্তি দিতে চায়। 'বি' একটু থতমত খেয়ে গেল প্রশ্নটা শুনে। 'এ' তখন তাকে পার্সের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। কিভাবে সে পার্সের ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। "আমি এই জিনিসটা তৈরি করেছি খারাপ মানুষদের শাস্তি দেয়ার জন্য। তাই পরীক্ষা করে দেখতে হলে আমাদের এখন একজন খারাপ মানুষ দরকার।"

'বি' অবশ্যই 'এ'র পার্সের কথা, সায়েন্স ফেয়ারে তার সাফল্যের কথা জানত। ক্লাসের বাকি সবার মত সে-ও ব্যাপারটায় মুগ্ধ ছিল। কিন্তু এখন যখন তাকে সুযোগ দেয়া হলো কিভাবে জিনিসটা কাজ করে তা পরীক্ষা

BanglaBook.org

করে দেখার, যার নাম প্রথম তার মাথায় আসল তিনি হলেন মি. তকুরা। 'এ' সাথে সাথে না করে দিলো। মি. তকুরার মত শক্তিশালী কারো উপর সে পরীক্ষা করতে চাইছিল না। নিজের যন্ত্রের আড়ালে ও যে আস্ত একটা কাপুরুষ ছিল, এটাও তার প্রমান। 'বি' এরপর আমার নাম প্রস্তাব করল। সে ডাকার পরও আমি নিজে না গিয়ে টেনিস কোচকে পাঠিয়েছি বলে রেগে ছিল খুব। 'এ' এটাও বাদ করে দিলো। এক যন্ত্র দিয়ে আমাকে দু-বার বোকা বানানো যাবে না। তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো, আমি যদি আবার বোকা হইও, কাউকে কিছু বলবো না। কিন্তু সে চায় সবাই জানুক।

ওই মুহূর্তে 'বি'র মনে পড়ল, পুল ডেক পরিস্কার করার সময় কয়েকবার মানামিকে আশেপাশে দেখেছে। "মরিগুচির মেয়েটা হলে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করল সে। অবশেষে 'এ' রাজি হলো। 'এ' জানত আমি বুধবার বিকেলে মানামিকে স্কুলে নিয়ে আসি। 'বি' আরও তথ্য দিলো তাকে মানামি পুলের আশেপাশে যায় কুকুরটাকে খাওয়াতে। আর মানামি স্নাগ্লি বানি পাউচের জন্য কান্নাকাটি করেছিল অথচ আমি কিনে দেইনি। পাউচের কথা শুনে 'এ'র কান খাড়া হয়ে গেল।

পরবর্তি বুধবার স্কুল ছুটির পর 'এ' আর 'বি' পুলের পাশের লকার রুমে লুকিয়ে থেকে মানামির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা দেখল মানামি পুল ডেকে আসছে, জ্যাকেটের নিচ থেকে রুটি বের করে বেড়ার ভেতর দিয়ে মুকুকে খাওয়াচ্ছে। তারা বের হয়ে পেছন দিক থেকে আসল তখন। 'বি'-ই প্রথম কথা বলল।

"হ্যালো," সে বলল। "তুমি মানামি, তাই না? আমরা তোমার আম্মুর ক্লাসে পড়ি। হ্যাপি টাউনে একবার দেখা হয়েছিল তোমার সাথে।" মানামি প্রথমে একটু সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। 'এ' বুঝতে পারল সে ভয় পাচ্ছে, তারা হয়ত আমাকে বলে দেবে মানামিকে পুলের পাশে দেখেছে। তাই সে নরম সুরে মানামির সাথে কথা বলল।

"তোমার কুকুর পছন্দ? আমাদেরও কুকুর পছন্দ। তাই আমরা মাঝে মাঝে এখানে আসি ওকে খাওয়াতে।" মানামি যখন শুনল এরা মুকুকে খাওয়াতে আসে তখন একটু সহজ হলো। সেসময় 'এ' তার পেছনে লুকানো স্নাগ্লি বানি পাউচ বের করে আনল। "তোমার আম্মু তো তোমাকে এটা কিনে দেয়নি, তাই না? নাকি পরে কিনে দিয়েছিল?" মানামি মাথা নাড়ল। "আসলে তোমার আম্মু আমাদেরকে বলেছিল তোমার জন্য এটা কিনে দেয়ার জন্য। এই নাও, ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আগেই তোমার জন্য

BanglaBook.org

উপহার...তোমার আম্মুর তরফ থেকে।" 'এ' এগিয়ে গিয়ে পাউচের স্ট্র্যাপ মানামির গলায় ঝুলিয়ে দিলো। মানামি গিফট পেয়ে খুশি। "ভেতরে খুলে দেখো?" 'এ' বলল তাকে। "চকোলেটও আছে ভেতরে।" যেই মুহূর্তে মানামি চেইনে স্পর্শ করল সাথে সাথে নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। 'এ'র মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল তখন। 'বি' ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গিয়েছিল, কী হলো তার চোখের সামনে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে শুনতে পারল 'এ' বলছে, "একদম ভরে দিয়েছি।"

"এটা কী হলো?" 'বি' জিজ্ঞেস করল, ওর স্বর ভেঙে যাচ্ছিল কথা বলার সময়। "কী করেছো তুমি? ও তো নড়াচড়া করছে না!"

"তাহলে গিয়ে কাউকে জানাও? সবাইকে গিয়ে জানাও!" 'এ' বলল। 'বি'কে ধাক্কা দিয়ে হেঁটে চলে গেল সে মুখে সন্তুষ্টির ছাপ নিয়ে।

'বি' সেখানে একা দাঁড়িয়ে থাকল। ও নিশ্চিত ছিল মানামি মারা গেছে। ভয়ে কাঁপছিল, মানামির দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছিল না ওর। তারপর টের পেলো ও স্নাগ্লি বানির দিকে তাকিয়ে আছে, যেটার চেইন ছোঁয়ার পর এই ভয়াবহ ব্যাপারটা ঘটেছে। কেউ যদি জানতে পারে, এই জিনিসটা দিয়ে খুন হয়েছে তাহলে একটু খোঁজ নিলেই জেনে যাবে খুনের সময় সে-ও সাথে ছিল। তাই মানামির গলা থেকে পাউচটা খুলে বেড়ার ওপারে ছুঁড়ে মারে যতদূর সম্ভব। তারপর একটা পরিকল্পনা করল—পুরো ব্যাপারটাকে সে এমনভাবে দেখাতে পারে, যাতে করে মনে হবে মানামি পুলে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। তারপর মানামিকে তুলে পুলের অন্ধকার ঠান্ডা পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে গেল। যত দ্রুত তার পা চালানো সম্ভব ছিল আরকি।

কাহিনীর শেষে 'বি' বলল, ঘটনার শকে যা যা ঘটেছিল তার সব ঠিকমত মনে নেই। কিন্তু সে নাকি আমাকে যতটুকু বলেছে সবটুকুই সত্য বলেছে।

যাই হোক, এই হলো মানামির মৃত্যুর আসল রহস্য।

'এ', 'বি' দু-জনেই জানে আমি পুরো কাহিনীটা জানি। তারা স্কুলে আসতে থাকল। কিন্তু কোন পুলিশের দেখা পেলো না স্কুলে। 'এ' অবাক হয়ে ভাবলো কী হচ্ছে। সে যখন আমার কাছে সবকিছু স্বীকার করল, হাসিহাসি চেহারা করে আমাকে জিজ্ঞেসও করে ফেলল কেন আমি আমার সন্দেহ কর্তৃপক্ষকে জানাইনি। আমি তাকে বললাম, এতে কিছু বদলে যাবে না। সবাই জানলেও একে দুর্ঘটনাই বলা হবে। আমার কোন ইচ্ছে নেই

BanglaBook.org

এটাকে নতুন করে কোন উত্তেজনাপূর্ণ খুনের কাহিনীতে বদলে দেবার। তারপর আবার 'বি'র মা আছেন একজন। যে মহিলা বোকা বোকা চেহারা করে তার ছেলের স্বীকারোক্তি শুনে গেছেন। আমি তাকে বললাম, "একজন মা হিসেবে আমি চাই 'এ' এবং 'বি' দু-জনকেই খুন করতে।" আমি যোগ করলাম, "কিন্তু আমি একজন শিক্ষকও বটে। আমার উচিত এদের অপরাধের কথা জায়গামত রিপোর্ট করা যাতে এরা উপযুক্ত শাস্তি পায়। একজন শিক্ষকের উচিত তার ছাত্রছাত্রিদের রক্ষা করা। যেহেতু পুলিশ বলে ফেলেছে, মানামির মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা, আমার কোন ইচ্ছে নেই এই কেস আবার শুরু করে ঝামেলা বাড়ানোর।" তোমরা বুঝতে পারছো, আমি বেশ মহত্তপূর্ণ ছোটখাট একটি লেকচার দিয়েছিলাম তাকে।

বাসায় ফিরে আসার একটু পর 'বি'র বাবা ফোন করলেন আমাকে। অফিস থেকে ফিরে তিনি পুরো ঘটনা শুনেছেন। তিনি আমার সাথে টাকা-পয়সা নিয়ে একটু আলাপ করতে চান। তার ভাষায় "সান্ত্বনা।" আমি তার প্রস্তাব মেনে নিইনি। এই পরিবার থেকে যদি টাকা নিই, 'বি' ধরে নেবে সবকিছুর সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমি চাই সে বুঝুক সে কী করেছে, আর নিজের অপরাধের কথা ভুলে না গিয়ে বরং এখন থেকে ভালোভাবে জীবন গড়ার চেষ্টা করুক। আর ওর বাবা যদি মনে করেন ওর উপর বোঝা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ওকে আগের চেয়ে বেশি নজরে রাখা দরকার, তাহলে আরো ভালো।

এখন আসল প্রশ্ন হলো, আমি যখন জানি 'এ' আবারো কাউকে খুন করতে পারে তাহলে আমি কেন ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি?

তোমরা নিশ্চয়ই কাহিনীতে ভালোভাবে মনোযোগ দিচ্ছো। আমার মনে হয় ভিডিও গেইম খেলা থেকে তোমরা এই মনোযোগ দেয়া শিখেছো। যদিও আমার জন্য ব্যাপারটা বোঝা কঠিন, আমি যখন এইচআইভি নিয়ে কথা বলছিলাম তখন তোমরা আৎকে উঠেছিলে অথচ একটা খুনের ঘটনা শোনার পরেও তোমাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখছি না এখন। তোমরা কিন্তু 'এ'র ব্যাপারে ভুল বুঝেছো যদি ভেবে থাকো 'এ' 'আবার' খুন করবে। খেয়াল করো, সে কিন্তু মানামিকে খুন করেনি, খুনটা করেছে 'বি'। সে রাতে মিসেস তাকেনাকা চলে যাওয়ার পর আমি স্কুলে ফিরে গিয়ে পাউচের ভোল্টেজ পরীক্ষা করেছি। বিস্তারিত না বলি, যা জেনেছি সেটা বলি। এই ভোল্টেজে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ যার কিনা করোনারি ডিজিজ আছে তার হার্টও বন্ধ হবে না। চার বছরের কোন বাচ্চারও না। আমি নিজে পরীক্ষা করেছি, আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি আমার ওয়াশিং

BanglaBook.org

মেশিনের খোলা তার থেকে যে শক খেয়েছিলাম তার চেয়ে এর শক কম কষ্টদায়ক। আমি নিশ্চিত, মানামি শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আগেই বলেছি, মানামি মারা গেছে পানিতে ডুবে। পরেরদিন যখন জানা গেল মানামিকে পুলে পাওয়া গেছে, 'এ' গিয়ে 'বি'কে জিজ্ঞেস করল সে কেন আলগা মাতব্বরি করতে গেল। আমিও 'বি'কে একই প্রশ্ন করেছিলাম, পুরোপুরি অন্য কারণে। সে হয়ত দৌড়ে গিয়ে মানামির সাহায্যের জন্য কাউকে ডেকে আনতে পারেনি, কিন্তু অন্তত পালিয়ে কেন গেল না?

পালিয়ে গেলে অন্তত মানামি এখনো বেঁচে থাকতো!

*

আমার একজন সেইন্ট বা সাধু-দরবেশ হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

'এ' আর 'বি'র পরিচয় গোপন রেখে আমি মহৎ কিছু করে ফেলিনি। পুলিশকে কিছু বলিনি কারণ আমার মনে হয় না আইন এদের কোন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। 'এ' চেয়েছিল মানামিকে খুন করতে কিন্তু আসলে খুন করতে পারেনি। অন্যদিকে 'বি'র কোন ইচ্ছে ছিল না খুন করার কিন্তু খুনটা সে-ই করল। আমি যদি ওদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেই, মনে হয় না কোন কিশোর সংশোধনালয় পর্যন্তও ওদেরকে পাঠানো হবে। কিছুদিন পর ওরা প্রবেশনে বেরিয়ে আসবে আর পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাবে সবাই। ভালো হতো যদি 'এ'কে ইলেকট্রিক শক দিয়ে আর 'বি'কে পানিতে চুবিয়ে মারতে পারতাম। কিন্তু এসব শাস্তি মানামিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে না। আর ওরা এখনই মরে গেলে অপরাধের মূল্য চুকাবে কিভাবে? আমি চাই ওরা বুঝুক একজন মানুষের জীবনের মূল্য কী, এর ওজন কতটুকু। আর যখন সেটা বুঝতে পারবে আমি চাই ওরা সেই উপলব্ধি নিয়ে বাকি জীবন পার করুক। কিভাবে তা করা সম্ভব?

আমি একজনকে চিনি যে এরকম বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেঁচে আছে। আমাকে কিছু অনুপ্রেরণা দিয়েছে সে।

তোমাদের হয়ত মনে আছে, আজকের সমস্ত কথাবার্তা শুরু হয়েছিল ক্যালসিয়ামের ঘাটতি নিয়ে। কিন্তু ক্যালসিয়ামই একমাত্র ঘাটতি নয়। অতীতে জাপানিজদের সূক্ষ্ম স্বাদবোধ ছিল। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা ঝাল আর মাঝারি ঝালের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে না। জিঙ্কের ঘাটতির জন্য এমনটা হয়। আমি ভাবছিলাম তোমাদের জিহ্বা কতখানি সংবেদনশীল? বিশেষ করে 'এ' আর 'বি', তোমাদের জিহ্বা? দেখা যাচ্ছে

BanglaBook.org

তোমরা তোমাদের দুধ শেষ করেছো, স্বাদে কোন গরমিল টের পাওনি? একটু ধাতব স্বাদ? কারণ আমি আজকে সকালে 'এ' আর 'বি'র কার্টনে কিছু রক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলাম। আমার রক্ত নয়। আমার দেখা সবচেয়ে মহৎ মানুষের রক্ত–মানামির বাবার। সাধু সাকুরানোমির রক্ত।

তোমাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমরা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছো।

আমি জানি না আমার এক্সপেরিমেন্ট কত দ্রুত ফল দেবে, কিন্তু 'এ' আর 'বি'র প্রতি উপদেশ রইল, আগামি কয়েক মাসের মধ্যে রক্ত পরীক্ষা করানোর জন্য। এইচআইভি ভাইরাস সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জীবনের মূল্য বোঝার জন্য তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট সময়। আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে কতখানি ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটিয়েছো। মানামির আত্মার কাছে তোমরা ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে। ক্লাসের বাকিদের জন্য কিছু বলি। আগামি বছর থেকে তোমরা আবার একসাথে ক্লাস শুরু করবে, আমি চাই তোমরা এই দু-জনের বিশেষ দেখভাল করবে তখন। আমার অবশ্য সন্দেহ আছে আমার বদলে নতুন শিক্ষক যিনি আসবেন তাকে তোমরা আর রাত-বিরাতে জীবনের সমস্যা সংক্রান্ত কোন মেসেজ পাঠাবে কিনা।

আমি এখনো ঠিক করিনি এরপর কী করবো। সত্যি কথা হলো, আজকের পর আমার হয়ত আর কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা না-ও থাকতে পারে। আশা করছি যদি কিছু হয়ও তারপরও ততদিনে আমার কাজের ফলাফল দেখে যেতে পারবো।

কী বললে? যদি কোন ফল না পাওয়া যায়?

সেক্ষেত্রে আমি বলবো 'এ' আর 'বি'কে রাস্তায় গাড়ি দেখে চলতে।

আশা করছি বসন্তের ছুটি মানামির বাবার সাথে কাটাবো। 'দুর্ঘটনা'র পর থেকে আমরা একসাথেই আছি। ওর হাতে যেহেতু আর বেশি সময় নেই, তাই আমরা একসাথে বাকিটা সময় শান্তিতে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি তোমাদের ছুটিও ভালোভাবে কাটবে, গত বছরের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

ক্লাস এখানেই শেষ।

BanglaBook.org

২. শহীদ

ইয়ুকো সেন্সেই, মাত্র কয়েকমাস আগেও আপনাকে প্রতিদিন দেখতাম। জানি না কোথায় আপনাকে খুঁজে পাবো, কিংবা কোথায় এই চিঠি পাঠাবো। আপনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না কোন আইন আপনার মেয়ের খুনিদের শাস্তি দিতে পারে। আপনি নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। তারপর আপনার আর কোন খোঁজ নেই। আমার মনে হয়, এর কোন মানে নেই। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাহলে আপনার উচিত ছিল সামনে থেকে মুখোমুখি হওয়া। তাদের কী অবস্থা এখন তা আপনার এখানে থেকে দেখার দরকার ছিল।

আমার মনে হয় কাহিনীর বাকি অংশ আপনার জানা প্রয়োজন। আপনি চলে যাওয়ার পর কী কী হলো সেসব। তাই সবকিছু নিয়ে একটা বিশাল চিঠি লিখছি। তারপর খেয়াল হলো, চিঠি কোথায় পাঠাবো, কী করবো কিছুই জানি না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনি টিচার্স লাউঞ্জে বসে সবসময় একটা ম্যাগাজিন পড়তেন। ওই ম্যাগাজিনে নতুন লেখকদের পুরস্কার নিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। টিনেজ ছেলেমেয়েরা প্রায়ই এইসব পুরস্কার পেত। তাই ভাবলাম এখানেই চিঠিটা পাঠাই। একটু বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কী হয় কে জানে?

একটা ব্যাপার অবশ্য আমাকে ভাবাচ্ছে। ম্যাগাজিনে সাকুরানোমি সেন্সেইর একটা কলাম চলত। গত এপ্রিল থেকে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আমি যদি প্রতিযোগিতায় জিতেও যাই আর তারা আমার চিঠি ছাপায়ও, আপনি হয়ত না-ও পড়তে পারেন। একটু আগে যেমন বললাম, আন্দাজে ঢিল ছুড়ছি, বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, আপনাকে বুঝতে হবে, আপনার সাহায্য চাইতে আমি এই চিঠি লিখছি না। আপনার কাছে আমার অন্য কিছু জানতে চাওয়ার আছে।

প্রশ্ন হলো, আপনি কি ব্যাপারটা বাতাসে টের পাচ্ছেন? চারপাশের আবহাওয়ায়? কেমন? সতেজ নাকি বাসি? গুমোট নাকি হাল্কা? আমি নিশ্চিত যেকোন এক জায়গায় অনেকগুলো মানুষ একসাথে থাকলে একটা পরিবেশ, একটা মুড সৃষ্টি হয়। হয়ত এ ব্যাপারে আমি একটু বেশি স্পর্শকাতর– কারণটা হয়ত আমি নিজেই। কখনো কখনো আমার মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, আমার মাথায় খালি আশেপাশের আবহাওয়া ঘুরপাক খায়।

BanglaBook.org

যাই হোক, আপনি চলে যাওয়ার পর যে নতুন শিক্ষক এসেছেন, তাকে যদি এক শব্দে বর্ণনা করতে বলেন তাহলে শব্দটা হবে...'উদ্ভট'।

আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা আর নাওকিকে দেখিনি। আপনি বলেছিলেন, আপনি ওর আর সুয়ার সাথে কী করেছেন। কিন্তু নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে ক্লাস বি'তে একমাত্র সে বাদে আর সবাই অনুপস্থিত ছিল, এমনকি সুয়াও। আমার মনে হয় ওর উপস্থিতি বরং আমাদের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। কেউ তাকে কিছু বলেনি। আমরা শুধু ওকে নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিলাম। ওকে দেখে মনেও হয়নি ও পাত্তা দিচ্ছে। ও স্রেফ ওর ডেস্কে বসে বই-টই পড়ছিল। বইয়ের কাভার ঢাকা ছিল, তাই নাম দেখতে পারিনি। এমন না যে, সে নিজেকে শক্ত প্রমান করার চেষ্টা করছিল বা এরকম কিছু। আমাদের মিডল স্কুল শুরুর প্রথম থেকেই সে প্রতিদিনই এরকম করত। কিন্তু তারপরেও ব্যাপারটা বেশ আজব ছিল, যেন কিছুই বদলায়নি।

দিনটা ভালো ছিল, জানালাও সব খোলা ছিল। কিন্তু তারপরেও ক্লাসরুমের ভেতরের বাতাস মনে হচ্ছিল কেমন গুমোট, ভারি হয়ে আছে। তারপর বেল বাজলে আমাদের নতুন হোমরুম টিচার ঢুকলেন। তিনি তরুণ, একটু গাট্টা-গোট্টা ধরনের মানুষ। ঢুকেই সোজা বোর্ডে গিয়ে নিজের নাম লিখে দিলেন।

"আমি যখন থেকে স্কুলে পড়ি তখন থেকে সবাই আমাকে ওয়ের্থের নামে ডাকে। আমি চাই তোমরাও আমাকে এই নামেই ডাকো।" আমাদের এখনও আজব লাগে তবে আমি তাকে এখানে এই নামেই সম্বোধন করছি। "চিন্তা কোরো না," তিনি আমাদের বললেন, "নাম এইটাই কিন্তু এর অর্থ এই না যে, আমার সাথে দুঃখও জড়িত।" তার এমন কৌতুকে কেউ হাসল না।

"বোঝোনি? তোমরা কেউ বইটা পড়োনি?" এমন একটা ভাব করলেন যেন বিরক্তির অভিনয় করছেন বা কিছু। আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলাম তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন–জাপানি অক্ষরে তার নামের অর্থ 'মূল্যবান,' কেউ কেউ বের করে ফেলেছিল যে, জার্মান ভাষায় সেটা 'ওয়ের্থের' আর তিনি ভাবলেন নিজেকে *দ্য সরোস অব ইয়াং ওয়ের্থের*-এর ওয়ের্থেরের সাথে মেলালে কিউট লাগবে। বুঝতে পেরেছি সেটা। খুবই হাস্যকর। কিন্তু তিনি কি বুঝতে পারছিলেন না রুমের মধ্যে কী চলছিল? তিনি কি বাতাসে কিছু টের পাননি?

BanglaBook.org

"উপস্, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। রোল কল করতে হবে। আমি জানি নাওকি অনুপস্থিত–ওর মা ফোন করেছিলেন, ওর নাকি ঠান্ডা লেগেছে। আর বাকি সবাই তো উপস্থিত, নাকি?" আরেকটা বাজে চাল। আমাদের ডাক নাম ধরে ডেকে খাতির জমানোর চেষ্টা। আপনি কখনো এমনটা করেননি। আপনি সব সময় আমাদেরকে সম্মান দিয়ে সম্বোধন করেছেন। তারপর তিনি নিজেকে নিয়ে বকবক শুরু করলেন।

"আমি যখন মিডল স্কুলে পড়তাম তখন খুব একটা ভালো ছাত্র ছিলাম না," বললেন তিনি। "সিগারেট খেতাম, আমার টিচার যদি ঝামেলা করতেন, তার গাড়ির চাকার হাওয়া ছেড়ে দিতাম বা অন্য কোন অপকর্ম করতাম। কিন্তু এইটথ গ্রেডের হোম টিচার আমাকে একদম সাইজ করে দিয়েছিলেন। দরকার মনে করলে তিনি ক্লাস বাদ দিয়ে ছাত্রদের সাথে কথা বলতেন, এমন ধরনের লোক ছিলেন তিনি। আমার ফালতু সমস্যার জন্য কমপক্ষে পাঁচটি ইংলিশ ক্লাসে কোন পড়াশোনা হয়নি!" এইটুকু বলে তিনি হাসলেন। আমার সন্দেহ হচ্ছিল কেউ আসলে তার কথা শুনছিল কিনা। সবাই সম্ভবত আমার মত নাওকির 'ঠাণ্ডা লাগা' নিয়ে ভাবছিল।

আমরা সবাই নিশ্চিত ছিলাম, সে মোটেও অসুস্থ ছিল না–অন্তত ওয়ের্থের যেরকম অসুস্থ ভেবেছিলেন। কিন্তু আমি কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিলাম এটা শুনে যে, সে এখনও স্কুলে ফেরার কথা ভাবছে, অন্য কোথাও বদলি হয়ে যায়নি। সুয়ার আশেপাশে বসা ছেলেপেলেরা আড়চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ও একদম সোজা হয়ে বসে টিচারের দিকে তাকিয়ে ছিল। যদিও যে কেউ দেখলে বুঝবে টিচারের কোন কথা ওর কানে ঢুকছিল না। ওয়ের্থের এসবের কিছুই টের পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না, নিজের মত বকবক করে যাচ্ছিলেন তিনি।

"আজকে আমার শিক্ষক জীবনের প্রথম দিন, তারমানে হলো তোমরা, ক্লাস বি'র ছেলেমেয়েরা আমার প্রথম স্টুডেন্ট! আর যেহেতু আমিও নতুন তাই সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চাই। সেজন্য ফার্স্ট ইয়ার হোম টিচারের রেখে যাওয়া তোমাদের ফাইলগুলো আমি পড়বো না। আমি চাই তোমরা ধরে নাও, এখন থেকে সব নতুন করে শুরু করতে হবে। আমি চাই তোমরা আমাকে একজন বড় ভাইয়ের মত দেখো, এমন একজন যার সাথে তোমরা সবকিছু নিয়ে কথা বলতে পারো।"

শুরুর প্রথম দিন সবসময়ই দীর্ঘ হয়, কিন্তু ওয়ের্থের মনে হচ্ছিল অনন্তকাল ধরে কথা বলে যাচ্ছিলেন। একসময় অবশেষে থামলেন তিনি আর নতুন এক টুকরো হলুদ চক নিয়ে বোর্ডে গিয়ে বড় বড় করে লিখলেন

BanglaBook.org

আমার কোন ধারণা নেই আপনি ফাইলগুলোতে আমাদেরকে নিয়ে কী কী লিখেছেন। বিশেষ করে নাওকি আর সুয়াকে নিয়ে। কিন্তু ওয়ের্থের যদি সেগুলো পড়তেন তাহলে এসবের কিছুই হয়তো ঘটত না।

নাওকি দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকতে লাগল। আমরা কেউ সুয়ার সাথে একটা কথাও বলিনি। মে মাসের মাঝামাঝি গিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলো। এমন নয় যে, আমরা সবাই সুয়াকে ঘৃণা করতাম, সেরকম কিছু না। আমরা স্রেফ ওর উপস্থিতি উপেক্ষা করতাম। ওকে উপেক্ষা করার ক্ষেত্রে আমরা ভালোই পটু ছিলাম। ক্লাসরুমের দমবন্ধ করা পরিস্থিতিও উপেক্ষা করতে করতে আমাদের অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় এক টিভি প্রোগ্রামে দেখাল যে, একটা মিডল স্কুলে কোন এক ক্লাসে তারা হোমরুম পিরিয়ডকে রিডিং টাইম হিসেবে ব্যবহার করছে। সেখানে বলল, দিনে মাত্র দশ মিনিট রিডিং টাইমের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অ্যাকাডেমিক রেজাল্টেও এর প্রতিফলন দেখা গেছে। প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে আমার সুযোগ কথা মনে হলো।

পরের দিন ক্লাসে গিয়ে দেখা গেল হোমরুম ক্লাসের পেছনে নতুন এক লাইব্রেরি উপস্থিত। ওয়ের্থের এই ছোট বুক শেল্ফ জোগাড় করে, বাসা থেকে নিয়ে এসেছেন একগাদা বই।

"জানি বইগুলোর অবস্থা বিশেষ সুবিধার না, কিন্তু আমি চাই সবাই প্রতিদিন সকালে একটু করে হলেও যতটুকু সম্ভব পড়া শুরু করুক।" ওয়ের্থের আমাদের বললেন। আঁতেলমার্কা শোনালেও আইডিয়াটা খারাপ না। অন্তত যতক্ষণ না আমরা গিয়ে বইগুলোর নাম দেখলাম। এখানে বলে রাখা ভালো, আমরা প্রায় সবাই ইতিমধ্যে ওয়ের্থেরের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। হয়ত তাকে কিছুটা পছন্দ করতেও শুরু করেছি। আর যাই হোক, তিনি দেখতে সুদর্শন। কিন্তু এরপর আর তাকে আমরা সিরিয়াসলি নিতে পারিনি। বুক কেসের একটা পুরো তাক আপনার বন্ধু, মানামির বাবা, সাকুরানোমি সেন্সেইর লেখা বইয়ে ভর্তি ছিল।

ওয়ের্থের সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা তার ছোট লাইব্রেরির কালেকশন দেখে হতাশ। সেজন্যই হয়ত সেদিন যখন আমরা অঙ্ক করছিলাম, তিনি শেল্ফ থেকে একটা বই নিয়ে আমাদের পড়ে শোনাতে লাগলেন।

BanglaBook.org

"...ধর্মের প্রতি আমার কখনো কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু যখন আমি সারা দুনিয়া চষে বেড়াতে লাগলাম, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে গেলাম, কিভাবে কেন যেন আমার সাথে একটা বাইবেল রাখতে লাগলাম। ম্যাথিউ ১৮'তে একটা শ্লোক আছে, যেখানে একজন লোকের কথা বলা হয়েছে যার একশ ভেড়া ছিল। একদিন একটা ভেড়া নিখোঁজ। লোকটা বাকি নিরানব্বইটা ভেড়া পাহাড়ের গুহায় রেখে নিখোঁজ ভেড়াটিকে খুঁজতে বের হলো। যদি সে তাকে খুঁজে পায় তাহলে যে আনন্দ পাবে তা বাকি ভেড়াগুলো না হারানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে একজন সত্যিকারের শিক্ষকের পরিচয় একই..." এই পর্যন্ত বলে, তিনি বই বন্ধ করলেন। "আজকে অঙ্ক বাদ দিলে কেমন হয়, এরচেয়ে বরং ক্লাস মিটিং করা যাক।" তার গলার স্বর মিহি শোনাল, অনেকটা চার্চের মত। "আমার মনে হয় আমরা আমাদের ব্রেনগুলো একসাথে করে নাওকির ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করি।" আমার মনে হয় উনি হঠাৎ উপলব্ধি করেছেন নাওকি হলো সেই নিখোঁজ ভেড়া। যাই হোক, আমরা আমাদের অঙ্কের বই সরিয়ে রাখলাম।

স্কুল শুরুর প্রথম সপ্তাহে নাওকির 'ঠাণ্ডা' লেগেছিল। এরপর ওয়ের্থের বলেছিলেন ওর নাকি 'শরীর ভালো না'।

"আমি স্বীকার করছি, নাওকি কেন স্কুলে আসছে না তা নিয়ে আমি তোমাদের মিথ্যে বলেছি। নাওকি ইচ্ছে করে অনুপস্থিত থাকছে না। সে স্কুলে আসতে চায়, কিন্তু কোন এক কারণে সে স্কুলে আসার শক্তি পাচ্ছে না–মানসিক সমস্যা ধরনের কিছু একটা হবে।"

'আসতে চায়' আর 'আসার শক্তি পাচ্ছে না'র মধ্যে কোন পার্থক্য আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ওয়ের্থের এভাবেই বলেছিলেন। জানি না এটা তার নিজের ব্যাখ্যা ছিল নাকি নাওকির মায়ের বলা কথাই আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন তিনি।

"আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি সত্যিটা না বলার কারণে," ওয়ের্থের বললেন। আমার তখন তার জন্য একটু খারাপ লাগল। নাওকির মানসিক সমস্যা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ক্লাসে একমাত্র ওয়ের্থেরেরই কোন ধারণা নেই কিভাবে সমস্যাটার সৃষ্টি হয়েছে।

আমার মনে হয় না আপনি যাওয়ার আগে আমাদের যা যা বলেছিলেন, ক্লাসের কেউ তা বাইরের কাউকে বলেছে। সেদিন স্কুলের পরে আমরা সবাই একই টেক্সট মেসেজ পেয়েছিলাম তুমি যদি কাউকে বলো 'এ' আর 'বি' কী করেছে, তাহলে তুমি 'সি'।

BanglaBook.org

আমরা জানতে পারিনি কে পাঠিয়েছিল মেসেজটা।

এরপর ওয়ের্থেরের মাথা থেকে বড় আইডিয়াটা বের হলো "আমি চাই আমরা সবাই মিলে ভেবে বের করি কিভাবে নাওকিকে স্কুলে ফেরত আনার ব্যাপারটা সহজ করা যায়," বললেন তিনি।

বলাবাহুল্য, কেউ কোন কথা বলল না। এমন কি কেন্টাও না, যে কিনা ওয়ের্থেরের সব ফালতু রসিকতার সাথে তাল মেলায়। চুপচাপ ডেস্কে বসে তাকিয়ে থাকল সে। কিন্তু ওয়ের্থের খেয়াল করলেন না। অথবা হয়ত ভাবলেন, আমরা সবাই চিন্তা করছি। তিনি আমাদেরকে তার নিজের আইডিয়াগুলো বললেন। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমরা কী চিন্তা করি তা নিয়ে তিনি আদৌ পরোয়া করেন কিনা।

"একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমরা যদি আমাদের ক্লাসওয়ার্কগুলো কপি করে নাওকির বাসায় গিয়ে দিয়ে আসি?" এই আইডিয়া শোনার পর ক্লাসে গোঙানির মত আওয়াজ তৈরি হলো। "কি সমস্যা?" রিউজিকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ের্থের, ওর গোঙানি সবচেয়ে জোরে শোনা গিয়েছিল।

"কারণ হলো," রিউজি না তাকিয়ে ইতস্তত করে বলল, "আমার বাসা থেকে ওর বাসা শহরের উল্টো দিকে।" তড়িঘড়ি করে বানানো হলেও অজুহাতটা খারাপ হলো না কিন্তু।

"চিন্তার কিছু নেই," ওয়ের্থের বললেন। "এমন করলে কেমন হয়? তোমরা প্রতি শিফটের নোট নিলে, তারপর সপ্তাহে একদিন আমি আর মিজুকি গিয়ে নাওকির বাসায় দিয়ে আসলাম সেগুলো?"

আমি কেন? কারণ আমি আবারো এই বছর ক্লাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছি (আর ইয়ুসুকি ভাইস প্রেসিডেন্ট), আমি নাওকির পাশের পাড়াতেই থাকি। আমার অনুভূতি আমি প্রকাশ পেতে দেইনি, কিন্তু তিনি যেভাবেই হোক বুঝতে পেরেছিলেন আমার কোন আগ্রহ নেই এ ব্যাপারে। একদিন তিনি আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলেন, কেন আমি তার সাথে শীতল ব্যবহার করছি–আমি জানি না তিনি কেন এরকম বললেন। হতে পারে কারণ ক্লাসে একমাত্র আমিই তাকে নাম ধরে ডাকতে সরাসরি অস্বীকার করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমার কোন ডাকনাম আছে কিনা। আমি বললাম নেই। সবাই আমাকে মিজুকি বলেই ডাকে। ওদিকে আয়াকো দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, "মিজুহো!" ওর কথা ঠিক, এলিমেন্টারি স্কুলের প্রথম কয়েক বছর সবাই আমাকে ওই নামে ডাকত। 'মি-জু-হো,' হো-এর উপর জোর দিয়ে।

BanglaBook.org

"নামটা পছন্দ হয়েছে!" ওয়ের্থের বললেন। "এই নামেই তাহলে আমি তোমাকে ডাকবো এখন থেকে। বাকিরা কি বলো? ভাগ্য আমাদের সবাইকে এক জায়গায় করেছে। আসো আমরা সবাই একজন আরেকজনকে ভালো করে জানি। আমাদের ভেতর যে দেয়ালগুলো রয়েছে তা ভেঙে ফেলা যাক!"

ধন্যবাদ ওয়ের্থেরকে। এরপর থেকে আমার নাম আবার 'মিজুহো'তে ফিরে গেল।

*

মে মাসের দ্বিতীয় শুক্রবারে আমরা নাওকির বাসায় নোটগুলো নিয়ে গেলাম। আমি ওর বাসা চিনতাম, অনেকবার গিয়েছিও। কারণ আমার বয়স যখন ছয়-সাত ছিল ওর বড় বোনদের একজন মাঝে মাঝে আমার দেখাশোনা করতেন।

নাওকির মা আমাদের সাথে দেখা করতে দরজায় এলেন। অনেকদিন পর তাকে দেখলাম কিন্তু একটুও পরিবর্তন হয়নি উনার। একদম একই– নিখুঁত মেকআপ, চমৎকার পোশাক। আমি যখন ওর বোনদের সাথে খেলতাম, আমার মনে আছে, তিনি অনর্গল নাওকিকে নিয়ে কথা বলে যেতেন। এমনকি নাওকি ঘরে না থাকলেও। নাওকির পছন্দ বলে কিভাবে তিনি প্যানকেক বানালেন। কিভাবে নাওকি ছোট থাকতে তাকে রুমাল এনে দিয়েছিল কারণ তিনি পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে কাঁদছিলেন। কিভাবে হাতের লেখার প্রতিযোগিতায় সে তৃতীয় হয়েছিল, ইত্যাদি।

আমি ভেবেছিলাম, আমরা স্রেফ তার হাতে নোটগুলো ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নেবো। কিন্তু দেখা গেল আমরা লিভিং রুমে বসে আছি। নাওকির মায়ের কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু ওয়ের্থের সম্ভবত আগে থেকেই এসব প্ল্যান করে রেখেছিলেন।

লিভিং রুমটাও আমার পরিচিত ছিল। আমি এখানে ওর বোনের সাথে ওথেলো খেলতাম। নাওকির রুম ঠিক আমাদের উপরে ছিল। ওর মা সিলিঙের দিকে মুখ করে ওকে কার্ড নিয়ে নিচে আসতে বলতেন। ওর যে বোন আমার দেখাশোনা করতেন, তিনি এখন টোকিওতে কলেজে পড়েন। আর নাওকিও উপরে আছে কিনা বলা মুশকিল। ওর মা আমাদেরকে চা এনে দিলেন আর ওয়ের্থেরের সাথে কথা বলতে লাগলেন।

BanglaBook.org

"নাওকির মানসিক সমস্যার জন্য আপনার আগের শিক্ষক দায়ি।" তিনি বললেন, "আপনার মত সব শিক্ষক যদি উদ্যমি আর নিবেদিত প্রাণ হতেন তাহলে এই সমস্যা কখনো হতো না।"

তার কথা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারলাম, আপনি আমাদের শেষ ক্লাসে যা বলেছেন, নাওকির সাথে যা করেছেন, তার কিছুই ওর মা জানেন না। বলে থাকলে মহিলা এত তেজ দেখাতে পারতেন না, এভাবে বসে বসে আপনার নামে বাজে কথা বলতে পারতেন না। যেহেতু সে কিছুই বলেনি, তারমানে সে নিজে নিজে একা সব দুর্ভোগ বহন করছে। যাই হোক, ওই মহিলা আপনার নামে একটার পর একটা অভিযোগ করে গেলেন–মরিগুচি এই মরিগুচি সেই–আপনার মেয়ের কী হয়েছিল সে নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, নাওকি যে খুনের সাথে জড়িত ছিল তা তিনি আদৌ জানেন কিনা।

নাওকি নিচে আসেনি। আমরা স্রেফ বসে বসে ওই মহিলার কুটনামি শুনছিলাম। ওয়ের্থের বোকা বোকা চেহারা করে মহিলার কথা শুনে যেতে লাগলেন আর এমনভাবে মাথা দোলাতে থাকলেন যেন এত সুন্দর কথা তিনি জীবনেও শোনেননি। আমি অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম না তিনি আসলেই উনার কথা শুনছিলেন কিনা।

"ম্যাম," মহিলা একবার থামলে তিনি বললেন। "নাওকির সমস্যা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন।" উপর থেকে তখন একটা শব্দ পাওয়া গেল, আমি সিলিঙের দিকে তাকালাম। তারমানে নাওকি সব শুনছে।

তারপরও সে পরেরদিন স্কুলে আসল না। তার পরের পরের দিনও না। অন্যদিকে ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল। যেমন স্বাভাবিক ছিল সুয়ার উপস্থিতি অস্বীকার করা, যদিও সে ক্লাসে বসে থাকত চুপচাপ। ওই সময় এটাই সবচেয়ে ভালো সমাধান মনে হচ্ছিল আমাদের কাছে।

জুন মাসের প্রথম সোমবার থেকে আবার দুধ খাওয়ানো কর্মসূচি শুরু হলো। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের পাইলট প্রোগ্রাম 'সেকেন্ডারি লেভেলের শিক্ষার্থীদের প্রতি দুগ্ধজাত পণ্য প্রচার'-এর পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করল আর ঠিক করল দুধ খাওয়ানোর এই প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে।

ক্লাস অফিসার হিসেবে আমার আর ইয়ুসুকের উপর দায়িত্ব ছিল কার্টনগুলো নিয়ে সবাইকে বিলি করার। কিন্তু বিলি করতে গিয়ে আমরা টের পেলাম ক্লাসের বাতাস আবারো ভারি হয়ে উঠছে, পুরনো স্মৃতি আবারো ফিরে আসছে। সৌভাগ্য যে, কাউকে দুধ খেতে হয়নি। মন্ত্রণালয়ের

BanglaBook.org

ঘোষণায় দুধ খাওয়ার উপকারিতা বলা ছিল। কিন্তু অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেছিলেন তাদের সন্তানরা দুধ পছন্দ করে না, কিংবা দুধে তাদের অ্যালার্জি আছে। আমার ভাবতে অবাক লাগে, বাচ্চা-কাচ্চাকে আদর দিয়ে নষ্ট করার মত বাবা-মায়ের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। যাই হোক, এখন কার্টনে কোন নাম লেখা ছিল না, আর দুধ খাওয়া না খাওয়ার ইচ্ছে পুরোপুরি আমাদের উপর ছেড়ে দেয়া ছিল। ফলে সারা রুমে চোখ বুলিয়ে দেখা গেল একমাত্র যে মানুষটি স্ট্র দিয়ে টেনে টেনে দুধ খেয়ে যাচ্ছে সে আর কেউ নয়, ওয়ের্থের।

"সমস্যা কী তোমাদের? তোমরা কি জানো না দুধ তোমাদের শরীরের জন্য কতোটা উপকারি?" তিনি শেষবিন্দু পর্যন্ত খেয়ে কার্টনটাকে পিষে ফেললেন।

ইয়ুমি উপরে তাকাতে গিয়ে ভুল করে তার চোখে চোখ পড়ে গেল। "আমি আমারটা বাসায় নিয়ে যাবো," ইতস্তত করে বলল সে।

"ভালো আইডিয়া!" ওয়ের্থের হেসে বললেন। "যখন মনে চাইবে তখন খেতে পারবে তাহলে।" আমরাও আমাদের কার্টনগুলো যার যার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম।

সেদিন বিকেলে সুয়ার দায়িত্ব ছিল ক্লাসরুম পরিষ্কার করার। ঠিক যেই মুহূর্তে সে ক্লজিট থেকে ঝাড়ু বের করছিল, তখন ঝাপ্টা লাগার মত কিছু একটার শব্দ শোনা গেল তখন। ইয়ুসুকে ওর দুধের কার্টন সুয়ার দিকে ছুঁড়ে মেরেছে। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। সুয়ার পিঠের দিকটা পুরোপুরি ভিজে গেল। আমি আমার ডেস্কে বসে ক্লাস লগ নিয়ে কাজ করছিলাম, প্রথমে বুঝতে পারিনি কী হলো। ক্লাসে অল্প কয়েকজন ছিল তখন, আর সবাই তাকিয়ে ছিল ইয়ুসুকের দিকে।

আমি জানি না ওরা সুয়াকে নিয়ে কী ভাবছিল। তারা যদি ওকে ঘৃণাও করে, কারোরই এত সাহস ছিল না এরকম কিছু করার। সাহস? আমি ঠিক নিশ্চিত নই 'সাহস' শব্দটি সঠিক কিনা। হতে পারে সাহস। ইয়ুসুকের মত মিশুক, খেলোয়াড়ি মনোভাবের একজন ছেলের থেকে 'সাহস' আশা করা যায়। ও কথা বলে উঠলেও সুয়া ঘুরে তাকাল না।

"তোমার কোন অনুশোচনা নেই, তাই না?"

তারপরেও সুয়া ফিরে তাকাল না। সে স্রেফ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল, ওর প্যান্ট বেয়ে দুধ পড়ছিল। নিজের ব্যাগ নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখলাম।

সেদিন থেকে সুয়ার শাস্তি শুরু হলো।

BanglaBook.org

*

আমার ধারণা ইয়ুসুকে আপনাকে অনেক ভক্তি করত।

এখন বুঝতে পারি আপনি ছাত্রছাত্রিদের উপর হম্বিতম্বি করা ধরনের শিক্ষক ছিলেন না। আপনার চেষ্টা ছিল প্রত্যেকের ভেতর থেকে ভালো গুণগুলো আলাদা আলাদা করে খুঁজে বের করে আনা। আবার কখনো খুব বড় করে তুলেও ধরেননি। যখন প্রয়োজন তখন ঠিকই খেয়াল করেছেন কে পরীক্ষায় বেশি স্কোর পেয়েছে, কে ক্লাবের জন্য ভালো কাজ করেছে কিংবা কে স্কুল অফিসের জন্য নির্বাচিত হয়েছে...হোম রুম কিংবা সায়েন্স ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আপনি সে-সব খবর আমাদের জানাতে ভোলেননি, আর খেয়াল রেখেছিলেন যেন তাদের কৃতিত্বর জন্য হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

হোমরুমে আমার জন্য আপনি অন্যদেরকে হাততালি দিয়েছেন কয়েকবার। একজন 'ক্লাস প্রেসিডেন্ট' আসলে স্রেফ একজন কাজের বুয়ার মত, যার কাজ কখনো স্বীকৃতি পায় না বা এরজন্যে ধন্যবাদ জানানো হয় না। কিন্তু আপনি ঠিকই খেয়াল রেখেছেন, সবাইকে বলেছেন, আমি কত ভালো কাজ করেছি। আমাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন। দাঁড়িয়ে সবার হাততালি পাওয়া আমার জন্য একটু অস্বস্তিকর ছিল ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভালোও লেগেছিল আমার।

ওয়ের্থের অন্যদিকে কখনো এরকম কোন কিছু করেন না। উনি সারাক্ষণ 'অনলি ওয়ান' নাকি 'নাম্বার ওয়ান' (কোন একটা গান যেটার জন্য উনি পাগল!) নিয়ে কথা বলেন। স্কুলের প্রথম দিনে অ্যাসেম্বেলিতে যখন নতুন টিচারদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছিল, তার কথা বলার সময় তিনি ওই গানটার কিছু অংশ গেয়েছিলেন।

"আমি শুধু সেরা শিক্ষার্থী কিংবা সেরা অ্যাথলেটদের উপর ফোকাস করতে চাই না। আমি চাই প্রত্যেকের চেষ্টার প্রতি গুরুত্ব দিতে। আমি চাই এমন একজন শিক্ষক হতে যে কিনা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমানভাবে দেখে।"

মে'র শুরুতে আমাদের বেইজবল টিম এমন একটা প্রাইভেট স্কুলকে হারাল, যেটা কিনা সাধারণত পুরো লিগের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়। সেমি ফাইনাল পর্যন্ত চলে গেল আমাদের টিম। স্কুলের ইতিহাসে এরকম প্রথমবার হলো। টিমের ছবিসহ আর্টিকেল ছাপালো স্থানিয় পত্রিকাগুলো। তারচেয়ে বড় কথা, খেলার আসল নায়ক, তুরুপের তাস, পিচার ছিল আর কেউ না আমাদের ইয়ুসুকে। টুর্নামেন্টের পর অল-স্টার-টিমে ওর নাম

BanglaBook.org

গেল, ওকে নিয়ে আরও আর্টিকেল লেখা হলো পত্রপত্রিকায়। সবাই খুব খুশি ছিল (সম্ভবত একমাত্র সুয়া ছাড়া)। নতুন বছর শুরুর পর ঐদিনই বোধহয় প্রথম ক্লাসরুমকে মরা বাড়ি মনে হয়নি। কিন্তু ওয়ের্থের আছেন না? আনন্দের বারোটা বাজাতে আর কাউকে কি লাগে?

খুব বড় গলা করে যতই বলুন সবাইকে তিনি সমানভাবে দেখতে চান, আসলে মনে হয় না 'নাম্বার ওয়ান' ছাড়া আর কারো প্রতি তার কোন আগ্রহ আছে। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু ইয়ুসুকের প্রশংসা করে তিনি মাথায় তুলে ফেললেন। একই জায়গায় আপনি হলে ইয়ুসুকের প্রশংসা অবশ্যই করতেন, কিন্তু সেই সাথে ঠিকই উল্লেখ করতেন যে, সে একা একা খেলে খেলা জেতেনি। বেইজবল একটা টিম গেম, পিচার যত ভালোই হোক না কেন সে একাকি পুরো খেলা খেলতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই পুরো টিমের জন্য হাততালি দিতেন? ওয়ের্থের কেন সেরকম কিছু করলেন না?

হয়তো তখন সবাই টের পায়নি কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি ইয়ুসুকে আর ক্লাসের অন্য প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিল ওয়ের্থের ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিছু একটা অনুপস্থিত। আপনি থাকলে ঠিকই রুমের মধ্যে জমে থাকা হতাশা আর ক্ষোভ টের পেতেন। বুঝতে পারতেন সবাই এই বোঝা ঝাড়ার একটা রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু কেউ সেটা সুয়ার উপর দিয়ে করেনি–অন্তত তখনও নয়।

*

প্রতি শুক্রবার আমি আর ওয়ের্থের নাওকির বাসায় যেতে লাগলাম। প্রথম দিন ওর মা আমাদের লিভিং রুমে নিয়ে বসিয়ে আপনার নামে কুটনামি করেছিলেন। কিন্তু এরপর আমরা যত দিন যেতে থাকলাম, তিনি তত কম সময় দিতে লাগলেন। আমাদেরকে ঢোকার এন্ট্রান্স হলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত এমন হলো, আমাদেরকে দরজার ভেতরেও ঢুকতে দেয়া হলো না। চেইন না সরিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের হাত থেকে খাম নিলেন তিনি। দু-এক ঝলকের জন্য তার চেহারা দেখে আমার মনে হলো তার ঠোঁট একটু ফোলা। যদিও তিনি তখনও মেকাপের পেছনে ভালো সময় দিচ্ছিলেন।

নাওকির সবচেয়ে বড় বোন বিয়ে করে টোকিওতে বসবাস শুরু করলেন। নাওকির বাবা সাধারণত রাতে দেরি করে বাসায় আসেন, অধিকাংশ সময় নাওকি আর ওর মা একা থাকে। আর ওর সাথে থাকে ওর সেই ভয়াবহ গোপন ব্যাপার।

BanglaBook.org

আমি ওয়ের্থেরকে বললাম, আমরা যতবারই আসি না কেন, মনে হয় না কখনো নাওকির দেখা পাওয়া যাবে। বরং মনে হচ্ছে, আমরা যেন ওকে গোপনে ফলো করছি। এক সেকেন্ডের জন্য উনার মুখে ধূর্ত একটা হাসি দেখা গেল, এরপর জোর করে অন্য হাসি নিয়ে এলেন।

"না, মিজোহো," বললেন তিনি, "আমরা মাত্র আমাদের আসল অবস্থানে প্রবেশ করছি। আমার মনে হয় আমরা যদি আর কিছুদিন ধৈর্য ধরি তাহলে তারা ঠিকই বুঝতে পারবে আমরা কী চাইছি।" এটা পরিস্কার, ওই বাসায় হাজিরা দেয়া বাদ দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু আমার কোন ধারণা নেই 'আমরা' আর 'আসল অবস্থান' দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি এমনকি নিশ্চিত নই, ওয়ের্থের আর নাওকির কখনো দেখা হয়েছে কিনা। সে তো এই বছর একবারও স্কুলে আসেনি। কিন্তু প্রশ্নটা করার জন্য তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে মনে হলো।

এরপরের সোমবার অঙ্ক ক্লাসে ওয়ের্থের এর হাতে একটা সাদা কার্ড বোর্ড দেখা গেল। তিনি বললেন তিনি চান আমরা সবাই যেন নাওকিকে কিছু লিখি যাতে সে সাহস পেয়ে স্কুলে ফিরে আসতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য আমি ক্লাসের অবস্থা টের পেলাম, কিন্তু যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম কিছু হলো না। নাওকির জন্য 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হও' কার্ড করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি করছিল। আমার কোন ধারণা ছিল না হাসাহাসি হচ্ছিল কেন। কিন্তু কার্ডটা যখন হাতে আসল তখন খেয়াল করলাম লেখাগুলোতে সমস্যা আছে।

খুব ভালো থেকো! নিজের খেয়াল রেখো! তুমিও কোনদিন নিশ্চয়ই জিতবে? যদি আমাদের ভুলে গিয়ে থাক, মনে কোরো! আহা, কী দিন ছিল! রাতারাতি কী হলো? আমরা সবাই মিস্ করি তোমাকে!

লিখতে গিয়ে এখন বুঝতে পারলাম ওরা কী করেছিল। এত বোকা আমি কবে থেকে হলাম? ওরা নিশ্চয়ই তখন কাজটা করে অনেক মজা পেয়েছে।

আপনার কি মনে আছে কিশোর সংশোধন আইন নিয়ে ঐদিন আপনি আমাদের কী বলেছিলেন? যদিও এর সৃষ্টি কিশোরদের রক্ষার্থে, কিন্তু আপনি বলার আগেই আমার এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ ছিল।

এইচ সিটির কেসটার কথা ধরুন, ঐ যে একটা ছেলে এক মহিলা আর তার বাচ্চাকে খুন করেছিল? আমার মনে আছে মহিলার আত্মীয়রা অনেকদিন টিভিতে ইন্টারভিউ দিয়েছিল–কত নির্মম ছিল ব্যাপারটা, তারা

BanglaBook.org

আগে কত সুখি ছিল, খুনি ছেলেটা কত নিষ্ঠুর, ইত্যাদি। আমার মনে আছে আমি ভাবছিলাম এরকম কেসে বিচার-টিচারের আসলে কোন প্রয়োজন নেই। অপরাধিকে স্রেফ ভিক্টিমের পরিবারের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। তারা যা করতে চায় করবে। এইরকম ঘটনায় যারা সবচেয়ে কষ্ট পায় তাদেরকেই বিচারের দায়িত্ব দেয়া উচিত। নাওকি আর সুয়ার প্রতি আপনি যেমন করেছেন। কিন্তু ওই দানব ছেলেটাই শুধু আমার সমস্যা নয়। আমি আইনজীবীদেরকেও সহ্য করতে পারি না। তারা যেভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেটার পক্ষে কথা বলছিল, যে কেউ বুঝতে পারবে তারা মিথ্যে বলছে। আমি জানি এইসব আইন থাকার পেছনে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত কোন কারণ রয়েছে, এইটাও বুঝি, এই সব লোকজনের ওখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু টিভিতে তাদেরকে দেখলে মনে হয় তাদের আসলে ওই সময় ভিক্টিমের সাথে ওই রুমে থাকা দরকার ছিল, তাহলে মজা বুঝত। কিংবা তাদের বাসা খুঁজে বের করে জানালায় দুটো ইট মেরে ভেঙে দিয়ে আসা উচিত। আমার অন্তত এরকম মনে হয়।

অথচ ওই কেসের কাউকেই আমি চিনি না, ভিক্টিম বা তার পরিবারের কাউকে না। শুধু টিভিতে দেখেছি–যা ঘটেছে আমার থেকে অনেক অনেক দূরে ঘটেছে। তারপরেও যখন আমার এরকম অনুভূতি হয়, আমি নিশ্চিত আরও মানুষ আছে যাদের একইরকম অনুভূতি হয়...

কিন্তু এখন যখন আপনাকে লিখছি, তখন আমি আমার মত বদল করে ফেলেছি। আমার মনে হচ্ছে বিচারের প্রয়োজন আছে, অপরাধ যত ভয়াবহই হোক না কেন। অপরাধিদের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষদের জন্য। যাতে তারা বুঝতে পারে কী ঘটেছে আর যাতে তারা আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়।

আমার ধারণা সবাই যার যার কাজের জন্য পরিচিতি পেতে চায়। সবাই প্রশংসা চায়। কিন্তু অসাধারন কিছু করা সহজ কোন ব্যাপার না। নিজের জন্য সঠিক কিছু করার চেয়ে কোন খারাপ লোকের পক্ষে অন্যের সাথে খারাপ কিছু করা অনেক সহজ। কিন্তু তারপরেও সামনে এগিয়ে এসে সবার আগে কারো দোষ ধরার জন্য কিছু পরিমান হলেও সাহস লাগে। যদি কেউ তোমার পাশে না দাঁড়ায়? আর কেউ যদি খারাপের বিপক্ষে কথা না বলে? কিংবা বলা যায়, একবার কেউ খারাপের বিপক্ষে কথা বললে অন্যদের যোগ দিতে সহজ হয়। আপনার নিজেকে টেনে সেখানে নেয়ার দরকার পড়ে না, খালি বললেই হলো : "আমিও সাথে আছি!"

এখানেই শেষ নয়, খারাপ কারো বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আরেকটা

BanglaBook.org

উপকারিতা হলো নিজের কাছে মনে হওয়া যে, আমি কোন ভালো কাজ করছি। মনের উপর চাপ কমে। অবশ্য একবার করলে আপনার মন চাইবে একই কাজ আবারো করতে। আপনার ইচ্ছে করবে এরপর অন্য আরেকজনকে অভিযুক্ত করতে। প্রথমে হয়ত আপনি সত্যিকারের খারাপ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে ফুড চেইনের নিচের দিকে নামতে থাকবেন, নিত্য-নতুন উপায়ে অভিযোগ করা চালিয়ে যাবেন।

এক পর্যায়ে আপনার অবস্থা হবে মধ্যযুগে ডাইনি শিকার অভিযান চালানোর মত। আমার মনে হয় আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা সবসময় একটা সাধারণ সত্য ভুলে যাই–কাউকে বিচার করার ক্ষমতা আসলে আমাদের নেই।

ঐদিন যখন সুয়াকে দুধের কার্টন ছুঁড়ে মারল ইয়ুসুকে, তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন সুয়ার ডেস্কে দুধের কার্টন ঠেসে ঢুকিয়ে রাখা থাকত। আরও খারাপ হতো যখন কেউ এক সপ্তাহ ধরে রেখে দুধ পচিয়ে ফেলত। বিচ্ছিরি টক গন্ধ বের হতো সেটা থেকে। কিংবা একসাথে অনেকগুলো কার্টন নিয়ে ঢালত। এমনকি ওর জুতোর ভেতর আর লকারেও ভরে রাখত। কিন্তু সুয়া কখনো টুঁ শব্দও না পরিস্কার করে রাখত সব। যেন এগুলো ওর প্রতিদিনের ডিউটি। প্রায়ই ওর নোটবুক আর জিমের জামা-কাপড় উধাও হয়ে যেত। কেউ ওর টেক্সট বইয়ের প্রত্যেক পাতায় 'খুনি' লিখে রেখেছিল। আমরা বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা ওকে এড়িয়ে যেতাম। অল্প কিছু ছেলেমেয়ে মিলে ওকে অনবরত হয়রানি করত।

এরপর একদিন আমরা সবাই আমাদের ফোনে একই মেসেজ পেলাম :

তুমিই হতে পারো বিচারক! খুনি সুয়াকে আক্রমন করে প্রতি আক্রমনে পেতে পারো পয়েন্ট!

আপনি আমাদের সাথে কথা বলার পর যেই নাম্বার থেকে মেসেজ এসেছিল, সেই একই নাম্বার ছিল এটা। নিয়ম খুবই সাধারণ ছিল–সুয়াকে হয়রানি করার জন্য কিছু করতে হবে আর সেটা ওই নাম্বারে জানালে সে আপনাকে পয়েন্ট দেবে। প্রতি শনিবার সে স্কোরের যোগফল প্রকাশ করবে। সবচেয়ে কম পয়েন্ট যার হবে তাকে 'খুনির দোস্ত' সিল লাগানো হবে, আর পরের সোমবার থেকে তাকেও সুয়ার মত একইভাবে হয়রানি করা হবে।

আপনি জানেন সুয়ার প্রতি কোন সহানুভূতি আমার ছিল না, কিন্তু এই

BanglaBook.org

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে নির্বোধ কাজকারবার মনে হচ্ছিল। আমি ঠিক করলাম আগে যেরকম এড়িয়ে যাচ্ছিলাম সেরকমই এড়িয়ে যেতে থাকবো। আর এও নিশ্চিত ছিলাম, অনেকেই আমার মত একই কাজ করবে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখলাম ক্লাসের সবচেয়ে চুপচাপ দু-জন মেয়ে, ইয়ুকারি আর সাতসুকি (আপনি চেনেন তাদেরকে...ওদের যাবতিয় আগ্রহ ছিল আর্ট ক্লাব মিটিং নিয়ে), জুতার বাক্সর সামনে দাঁড়িয়ে মোবাইল টিপে মেসেজ পাঠাচ্ছে–আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম ওরা ওদের দুধের কার্টন সুয়ার জুতায় ভরে এখন মেসেজ পাঠিয়ে রিপোর্ট করছে।

এই দু-জন যদি এই কাজ করতে পারে তাহলে সম্ভবত পুরো ক্লাসে আমি একমাত্র ব্যক্তি যার কোন পয়েন্ট থাকবে না। সুতরাং সোমবার স্কুলে যাওয়ার সময় আমি একটু নার্ভাস ছিলাম, কিন্তু সেদিন বলার মত কোন কিছুই হলো না। বরং আরো কিছু ছেলেমেয়ে পাওয়া গেল যারা এই পয়েন্টের খেলায় যোগ দেয়নি। হয়ত এই দুনিয়ার এখনো সবাই পাগল হয়ে যায়নি, এখনো কিছু আশা অবশিষ্ট আছে।

*

জুন মাস শেষ হওয়ার একদিন আগে ওয়ের্থের অঙ্কের ক্লাস বাদ দিয়ে মিটিং ডাকলেন। যদিও পরীক্ষা শুরু হতে আর কয়েকদিন বাকি। তিনি বললেন কিছু জরুরি ব্যাপার নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে চান। তারপর একটা কাগজ বের করে আমাদের সামনে দোলাতে লাগলেন।

"তোমাদের একজনের হোমওয়ার্কের নোটবুকে আমি এই কাগজটা পেয়েছি," তিনি বললেন। প্রথম সারির ছেলেমেয়েদের ঢোক গেলার শব্দ আমরা সবাই শুনতে পেলেও আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

"এই ক্লাসে কিছু মাস্তানি করা গুন্ডা আছে!" কাগজ থেকে শব্দগুলো নাটকিয় ভঙ্গিতে পড়লেন তিনি। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে-ই লিখে থাকুক তার সাহস আছে। এর অর্থ হলো, আরও কেউ একজন আছে যে কিনা এই বাজে অবস্থার পরিবর্তন চায়। কিন্তু এও বুঝতে পারলাম সে নিশ্চয় আশা করেনি চিঠিটা পুরো ক্লাসের সামনে এভাবে পড়ে শোনানো হবে। সে নিশ্চয়ই এখন বসে বসে ঘামছে।

"কার নোটবুকে পেয়েছি সেটা বলছি না," ওয়ের্থের পুরো ক্লাসে চোখ বুলিয়ে বলে চললেন। "কিন্তু এই সমস্যাটা নিয়ে এখনই কিছু কথা বলতে

BanglaBook.org

চাই। তোমরা জানো কিনা জানি না, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম এই ক্লাসে কিছু একটা ঠিক নেই। যেমন ঠিক নেই সুয়ার মত ভালো ছাত্র যখন এক মাসে তিনবার তার নোটবুক হারায়। শুধু নোটবুক না, ওর জিমের কাপড় আর জুতোও উধাও। সুয়াকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ঘটনা কি? কিন্তু তার আগেই কেউ একজন সাহস করে সাহায্য চেয়ে আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে। আর আমি যে কী খুশি হয়েছি তা তোমাদের বোঝাতে পারবো না। কিন্তু এখানে যেসব হেনস্তা করা হচ্ছে তাকে 'বুলি' করা বলা যাবে না, এইগুলা স্রেফ ঈর্ষা। প্রমান হলো, কারো সাহস নেই সুয়াকে সরাসরি আক্রমণ করার। তাই ওর জিনিসপত্র নিয়ে ঝামেলা করছে। সুয়া এই গ্রেডের সবচেয়ে ভাল শিক্ষার্থীদের একজন। আমাকে বলা হয়েছে ও গতবছর জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিযোগিতাতেও পুরস্কার পেয়েছে। খুবই স্বাভাবিক যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওকে হিংসা করছো, তাই কেউ কেউ ওকে নানাভাবে হয়রানিও করছো। কে এই ঝামেলাটা করছে সেটা বের করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। তোমাদের পুরো ক্লাসের সমস্যা এটা। কিন্তু একটা জিনিস বলার আছে–তোমরা জড়িত থাকো আর নাই থাকো, এটা পরিস্কার যে, সুয়া খুবই মেধাবি একজন ছাত্র, এর মানে এই নয় যে, সে তোমাদের সবার থেকে সবকিছুতে ভালো। একজন ভালো ছাত্র হওয়া, ভালো গ্রেড পাওয়া সুয়ার নিজস্ব কৃতিত্ব। কিন্তু তোমাদের সবার নিজের নিজের আলাদা কৃতিত্ব আছে, সুয়াকে নিয়ে হিংসা করার কিছু নেই। আমি চাই তোমরা তোমাদের নিজস্ব কৃতিত্বের জায়গা খুঁজে বের কোরো আর এর পেছনে শ্রম দাও। তোমাদের মধ্যে যারা জানো না, কীসে তোমাদের মেধা রয়েছে, তারা আমার সাথে দেখা করতে পারো। মাত্র কয়েকমাস হয়েছে আমি তোমাদের চিনি, কিন্তু আমি ভালো করে তোমাদের খেয়াল করেছি, আমার ধারণা আমি জানি তোমাদের কে কী করতে পারে..."

ঠিক সেই মুহূর্তে কারো ফোনে মেসেজ আসার শব্দ পাওয়া গেল। ডেস্কের নিচে হাত নিয়ে ফোন বন্ধ করতে করতে বিড়বিড় করল তাকাহিরো

"বাল!" ফোন থাকা সমস্যা না, কিন্তু ক্লাসে ফোন বন্ধ থাকার কথা। ওয়ের্থের তার ফোনটা কেড়ে নিয়ে নিজের ভাষণ চালিয়ে গেলেন।

"আমি একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বলছি," বলতে লাগলেন তিনি, "কিন্তু একজন জোকারের কারণে আমার কথায় বাধা পড়ল। সবাই ফোন বন্ধ করো...ক্লাসে যে ফোন বন্ধ রাখতে হয় সেটা ফার্স্ট গ্রেডের একটা বাচ্চাও জানে!"

ভাষণ আরও অনেকক্ষণ চলল। কথা শুনে মনে হচ্ছিল হেনস্তা করার

BanglaBook.org

ঘটনার চেয়ে তাকাহিরোর ফোনের বিষয়টিই বড় ব্যাপার। সুতরাং ওই চিঠির লেখক বা লেখিকা যদি সত্যি আশা করে থাকে, ওয়ের্থেরের থেকে কোন সাহায্য পাবে, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন তখনও শুরু হয়নি। ডাইনি শিকার মাত্র শুরু হতে যাচ্ছে।

*

বেশি সময় লাগেনি শুরু হতে, ওই দিনই স্কুলের পরের ঘটনা। আমি এই বছর কোন ক্লাবে ঢুকিনি, কিন্তু ক্লাসরুম পরিস্কার করতে রয়ে গিয়েছিলাম। কাপ বোর্ড থেকে মাত্র জুতো জোড়া বের করতে যাবো এমন সময় মাকি আমাকে থামাল। আপনি যাওয়ার পর থেকে মাকির কোন পরিবর্তন হয়নি। সে এখনো আয়াকোর ডান হাত আর চামচা।

"আয়াকো তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চায়, আবার একটু রুমে আসবে?" সে বলল।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম 'একটা জিনিস' সুখকর কোন কিছু হবে না। কিন্তু এখন না গেলে পরেও আমাকে ঝামেলায় পড়তেই হবে, তাই আমি ওর পেছন পেছন গেলাম। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই মাকি আমাকে পেছন থেকে গুঁতো মারলে আমি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম। যখন তাকালাম দেখি আয়াকো দাঁড়িয়ে আছে। তারপর খেয়াল করলাম আমাকে চক্রাকারে ঘিরে রয়েছে আরও পাঁচ-ছয়জন ছেলেমেয়ে।

"তুমিই ওয়ের্থেরের কাছে ফাঁস করেছো, তাই না, মিজুহো?" আয়াকো বলল। ও ভুল করছে, কিন্তু এরকম কিছুই ঘটবে আমি সন্দেহ করছিলাম।

"না," ওর দিকে তাকিয়ে বললাম। "আমি না, অন্য কেউ করেছে।"

"মিথ্যুক!" সে চেঁচিয়ে বলল, "অন্য কেউ হতেই পারে না। কিন্তু তুমি ভুল করেছো। 'হেনস্তা' না? গোবর কোথাকার! আমরা এখানে একজন খুনিকে শাস্তি দিচ্ছি। মরিগুচি-সেন্সেইর প্রতি তোমার কোন সহানুভূতি নেই? একজন খুনির প্রতি তোমার এত দরদ কেন?"

ওকে কিছু বোঝাতে যাওয়ার মানে হয় না, আমি শুধু মাথা নাড়িয়ে ওর কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করলাম।

"তারমানে বলতে চাও, ওর প্রতি তোমার কোন দরদ নেই? তাহলে প্রমান দাও?" সে বলল, তার হাতে একটা দুধের কার্টন। "এইটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারলে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো।"

BanglaBook.org

আয়াকোর হাত থেকে কার্টন নেয়ার সময় আমি হঠাৎ খেয়াল করলাম রুমের অন্যদিকে সুয়া মাটিতে পড়ে আছে। ওর হাত-পা টেপ দিয়ে বাঁধা। আয়াকো আর অন্য সবাই মুখে নোংরা হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি যদি ওর দিকে কার্টনটা ছুঁড়ে না মারি তাহলে কালকে আমার সাথেও একই কাজ করা হবে। কিংবা হয়তো আরো খারাপ কিছু করা হবে, যা হয়ত ওরা সুয়ার সাথে করারও সাহস পায়নি।

ঠিক তখন আমাদের চোখাচোখি হলো। আমি জানি না সুয়া কী ভাবছিল, কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছিলাম ওর চোখ আমার কাছে কোন অনুরোধ করছে না বা আমার মধ্যে কোন ক্রোধ সৃষ্টি করছে না–ওগুলো একদম শান্তভাবে তাকিয়ে ছিল। আমি যখন ওর চোখে তাকালাম তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে আসলে কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করছে না, কোন কিছু অনুভব করছে না। একজন ঠান্ডা হৃদয়ের খুনির আসল রূপ ও। আমি জানি আপনি বলেছিলেন নাওকি আসলে মানামিকে খুন করেছিল, কিন্তু সুয়া যদি ওখানে না থাকত তাহলে এসবের কিছুই হতো না!

খুনি! খুনি! খুনি! ওই মুহূর্তে আমার সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ওর দিকে তাক করে যত জোরে সম্ভব কার্টনটা ছুঁড়ে মারলাম। ফেঁটে যাওয়ার শব্দ আমার কানে আসল, একই সাথে নিজের ভেতর কোথাও এক বিচিত্র আনন্দ টের পেলাম।

আমি এই হারামিকে আঘাত করতে চাই! ওর কৃতকর্মের জন্য ওকে মূল্য দিতে হবে! ওর নিজের দাওয়াই ওর নিজেরই গিলতে হবে! এরকম কিছু ব্যাপার ইলেকট্রিক শকের মত আমার মাথার ভেতর বয়ে গেল, যতক্ষণ না অন্যদের হাসির শব্দ আমার কানে আসল। হাসার মত কী হলো? আমি চোখ খুলেই সেটা বুঝতে পারলাম। সুয়ার মুখ বেয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ছে, গালের কাছে এক জায়গা ফুলে লাল হয়ে গিয়েছে। আমি বুকের দিকে তাক করলেও কার্টন লেগেছে গিয়ে মুখে।

"দারুণ হয়েছে, মিজুহো!" আয়াকো বলল, অন্যরা আরো জোরে হাসতে লাগল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না তাদের এত হাসার মত কী হলো। সুয়া তখনও ওই চোখগুলো দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আর এখন আমি বুঝতে পারছি সেগুলো কী বলছিল।

তোমার কি আমাকে বিচার করার কোন অধিকার আছে?

BanglaBook.org

আমার কাছে ওকে হঠাৎ কোন সাধুর মত মনে হলো, যে কিনা একদল নির্বোধের হাতে নির্যাতিত।

"সরি," আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, সাথে সাথে আয়াকো শুনে ফেলল সেটা।

"দাঁড়াও দাঁড়াও!" চিৎকার করে উঠল সে। "আমি কি ভুল শুনলাম, নাকি তুমি মাত্র এই খুনির কাছে মাফ চাইলে? মিজুহো আর এই খুনির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই! ওরও একই শাস্তি পাওনা!" আয়াকো অনেক ঢং করে কথা বলতে পারে, যেন সে কোন জোয়ান অব আর্ক বা কেউ...যদি সে নিজের কথা নিজে শুনতে পেত কখনো!

সাথে সাথে তারা আমার হাত মুচড়ে পিঠের উপর নিয়ে গেল। আমি জানি আমাদের ক্লাসের ছেলেদের কেউ একজন হবে কিন্তু কে সেটা দেখিনি। ব্যথা পাচ্ছিলাম, ভয়ও লাগছিল অনেক। কেউ একজন এসে আমাকে তখন উদ্ধার করুক–এসব আমার মাথায় ঘুরছিল তখন।

"আজকের দিন থেকে..." আয়াকো হারামজাদি তখনো ওর ঢং চালিয়ে যাচ্ছিল, "তুমি আর সুয়া স্বামী-স্ত্রী!" তারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিলো, সুয়ার মুখ থেকে আমার মুখ মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

"চুমু খা ওকে! চুমু খা!" তারা সুর করে বলতে বলতে তালি দিতে লাগল। আমি চিৎকার করে ওদের থামতে বলতে চাইছিলাম কিন্তু ভয়ে জমে গিয়েছিলাম। যে ছেলেটা আমার হাত মুচড়ে ধরেছিল, সে আমার মাথায় চাপ দিয়ে সুয়ার মুখের সাথে আমার মুখ লাগিয়ে দিলো। সাথে সাথে আমি ক্লিক হওয়ার শব্দ শুনলাম।

"আয়াকো দেখো, ছবিটা দারুণ উঠেছে!" মাকির গলা শোনা গেল, তারপরই ছেড়ে দেয়া হলো আমাকে। ঘুরে দেখলাম সবাই একসাথে জড়ো হয়ে মাকির মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"এটা তোমার প্রথম চুমু ছিল নাকি, মিজুহো?" আয়াকো মাকির ফোন আমার মুখের সামনে ধরে বলল। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে আমার আর সুয়ার ঠোঁট একসাথে লাগানো। "এখন এই ছবিটা নিয়ে কী করা যায় তা তোমার উপর নির্ভর করেছে, মিজুহো।" সে বলল।

মরিগুচি-সেন্সেই, আমি জানি নাওকি আর সুয়া দু-জনে খুনি। কিন্তু তারমানে এই নয় যে, যেসব ছেলেমেয়ে এরকম কাজ করতে পারে তাদেরকে আমি ক্ষমা করতে পারবো।

BanglaBook.org

আমি নিজেও জানি না সেদিন বিকেলে কিভাবে বাসায় পৌছেছিলাম। কাপড় থেকে দুধের গন্ধ আসছিল, তাই গোসল করে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম আমি, ডিনারের সময়ও বের হলাম না।

খালি মনে হচ্ছিল, কেউ আমার হাত তখনও মুচড়ে ধরে রেখেছে, অনেক মানুষের হাসির শব্দ তখনও কানে বাজছিল আমার। সারা শরীর কাঁপছিল তখন। আমি চাইছিলাম রাতটা যেন শেষ না হয়, কিংবা কোন নিউক্লিয়ার মিসাইল এসে সব ধংস করে দিক। ঘুমাতেও পারছিলাম না, চোখ বুজলেই ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা বারেবারে আমার চোখে ভেসে উঠছিল।

মাঝরাতের দিকে ফোনে একটা টেক্সট মেসেজ আসার শব্দ পেলাম। ভয় হচ্ছিল কেউ বোধহয় ছবিটা পাঠিয়েছে, কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম একটা প্রায় অচেনা নাম্বার, বোঝা গেল নাম্বারটা সুয়ার। সে জানতে চায় আমি তার সাথে বাসার কাছের এক দোকানের সামনে দেখা করতে পারবো কিনা। এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম, তারপর ঠিক করলাম দেখা করতে যাবো।

সুয়া ওর সাইকেল নিয়ে পার্কিংলটের কোনায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বুঝছিলাম না কী বলবো, কিংবা কিভাবে ওর দিকে তাকাবো, তাই ওর দিকে মুখ করে সাইকেলের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ও কোন কথা না বলে জিন্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। রাস্তার আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল কিন্তু তা-ও আমি পড়তে পারলাম না কী লেখা আছে তাতে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে অবশেষে বুঝতে পারলাম কিছু সংখ্যা লেখা, ব্লাড টেস্ট রিপোর্ট, উপরে ওর নাম লেখা আর গত সপ্তাহের তারিখ দেয়া।

"বাসায় ফিরে দেখি মেইল বক্সে রাখা," সে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

"আমি জানতাম," বললাম তাকে।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল–একজন খুনির দৃষ্টি নয়, অনুভূতিপূর্ণ একজন মানুষের মত দৃষ্টি, অনেকদিন এরকম দৃষ্টি দেখিনি আমি।

"তোমাকে আমার কিছু বলার আছে," আমি বললাম। সে একটা ভেন্ডিং মেশিনের কাছে গিয়ে দুই ক্যান জুস কিনে আনল। তারপর সাইকেলের বাস্কেটে সেগুলো রেখে আমাকে বলল পিছনে চড়তে। আমাদের যেসব কথাবার্তা তারজন্য মাঝরাতে একটা নির্জন পার্কিংলটও নিরাপদ নয়।

BanglaBook.org

আমার ভাবতে অবাক লাগছিল–অন্ধকার শহরের মধ্যে দিয়ে এক সাইকেলে চড়ে দু-জন যাচ্ছিলাম, দেখতে কেমন লাগছিল। এমন না যে, কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের দেখার জন্য। বলতে গেলে কোন মানুষ কিংবা গাড়ি দেখিনি। যদিও আমাদের মধ্যে কিছু ছিল না, তারপরেও আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম।

ওর কাঁধ আমার ধারণার চেয়েও চওড়া ছিল, মনে হয় ও কিছুটা ওজন হারিয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমার মনে হচ্ছিল ঠিক যখন দুনিয়া ধংস হতে যাচ্ছে, তখনই সে উড়ে এসেছে আমাকে উদ্ধার করতে।

মিনিট পনেরো সাইকেলে চলার পর বিল্ডিঙের সংখ্যা কমতে লাগল। নদীর কাছে একটা গুদাম ঘরের সামনে গিয়ে থামল সুয়া। জায়গাটা খালি খালি লাগছিল, আমি নিশ্চিত ও সেখানে থাকে না। কিন্তু ও সাইকেল থেকে নেমে চাবি বের করে দরজা খুলল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল, আমি ইতস্তত করছি। ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই গুদাম ঘর ওর নানির সম্পত্তি ছিল, নানি মারা যাওয়ার পর ওর বাবা-মা এখানে দোকানের জিনিসপত্র রাখে।

আমরা ভেতরে গেলে ও লাইট জালাল। ভেতরে বাক্সের পর বাক্স সারি করে রাখা। ওগুলোর জন্য সম্ভবত বাইরের বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারে না কারণ ভেতরটা যথেষ্ট গুমোট। আমরা দরজার কাছেই, সিঁড়িতে বসলাম। সে আমাকে আঙ্গুরের জুসের একটা ক্যান দিলো। সেটা হাতে নিয়ে ওকে বলতে শুরু করলাম ঐদিন আমি কী করেছিলাম।

যেদিন আপনি আমাদের নাওকি আর সুয়ার কাহিনী বললেন ঐদিন শুধু একটা ব্যাপার আমি বিশ্বাস করতে পারিনি–শেষের অংশটা। যদিও সবচেয়ে ভয়ের অংশ ছিল সেটা। আর আপনাকে নিয়েও আমি ভয় পেয়েছিলাম।

আপনি চলে যাওয়ার পর দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল নাওকি। বাকি সবাই ওর পিছু পিছু বের হয়ে গেল। আমিও চলে যাচ্ছিলাম। তখন খেয়াল করলাম ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে আমাদের নাম দেয়া খালি দুধের কার্টনগুলো সারি করে রাখা। একজন ক্লাস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার প্রথম চিন্তা ছিল ঐদিন এসব পরিস্কার করার দায়িত্ব কার উপরে ছিল। তারপর বুঝতে পারলাম কেউ ওগুলো এখন ছুঁতে চাইবে না। আবিস্কার করলাম অবচেতন মনে নাওকি আর সুয়ার কার্টন দুটো খুঁজছে।

আপনি সেদিন যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, সেজন্যই হয়ত আমি

BanglaBook.org

আপনার যুক্তিগুলো নিয়ে ভাবছিলাম। আপনার দুঃখ-কষ্টের খানিকটা আমিও অনুভব করতে পারছিলাম, পুরোপুরি অনুভব করা হয়ত কখনো সম্ভব নয়। আমি যাদেরকে ভালোবাসি তারা সবাই জীবিত। তারা মারা গেলে আমার কেমন লাগবে তা যদি কল্পনা করিও তারপরেও তা স্রেফ কল্পনা। কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম আপনি নাওকি আর সুয়াকে যত ঘৃণাই করেন না কেন, অযৌক্তিক কোন কিছু করতে পারবেন না।

সেদিন কাপ বোর্ড পরিস্কার করতে গিয়ে আমি একটা প্লাস্টিক ব্যাগ পেলে কার্টন দুটো পেঁচিয়ে বাসায় নিয়ে গেলাম। আমার মনে হলো খালি ওই দুটো নিয়ে বাকিগুলো ফেলে যেতে পারি না। তাই বাকি কার্টনগুলো জিমের পেছনের ময়লার বাক্সে ফেলে দিলাম। কয়েকজন টিচারের সাথে দেখা হলেও কেউ কিছু বলেননি। একজন ক্লাস প্রেসিডেন্টকে আবর্জনা ফেলতে দেখলে কার কী বলার আছে? বাসায় ফিরে আমি কার্টনগুলো থেকে দুধ নিয়ে একটা কেমিক্যাল দিয়ে (অদ্ভুত শোনালেও আমার কাছে এরকম কিছু কেমিক্যাল আছে!) কিছু পরীক্ষা চালালাম।

যেরকমটা আশা করছিলাম সেরকম ফলাফলই পেলাম।

"কাউকে না বলার জন্য ধন্যবাদ।" আমার গল্প শেষ হলে সুয়া বলল।

আমি জানি না কী বলবো। ওর জন্য ব্যাপারটা আমাকে গোপন রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া আমার কোন কাছের বন্ধু নেই যাকে বলা যেত। তবে ওর কথা সত্যি, আমি যদি ক্লাসের কাউকে বলতাম তাহলে ওর উপর আক্রমণ আরো বেড়ে যেত।

"কিন্তু মরিগুচি অন্য যা যা বলেছেন সেসব কি তুমি বিশ্বাস করেছো?" জানতে চাইল সে। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। "তারপরেও তুমি আমার সাথে এখানে একা থাকতে ভয় পাচ্ছো না?" আমি মাথা নাড়লাম। "একটা শিশুর খুনির সাথে কথা বলতে তোমার কোন সমস্যা নেই?"

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ও যদি একটা বাচ্চার খুনি হয়, তাহলে ক্লাসের অন্যান্য যারা ওর সাথে পশুর মত ব্যবহার করল তারা কী? সুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যতটা না ভীত ছিলাম, তারচেয়ে ভীত ছিলাম নিজেকে নিয়ে যখন ওর দিকে দুধের কার্টন ছুঁড়ে মারছিলাম। ওর গাল তখনও একটু ফুলে ছিল। "আমি সরি।" লাল হয়ে থাকা জায়গাটা আলতো স্পর্শ করে বললাম তাকে। আমার কিছু অংশ বুঝতে চাইছিল আমি কী করেছি তা অনুভব করতে। ওর চামড়ার উষ্ণতা আমার শরীরের ভেতর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল।

আমার মনে হয় না আমি ঠান্ডা ক্যান ধরে ছিলাম আর ওর গাল ফুলে

BanglaBook.org

গরম হয়েছিল বলে শকটা খেয়েছিলাম। হয়ত আগে ভেবেছিলাম ও একজন রক্তহীন দৈত্য ধরনের কিছু, কিন্তু যে মুহূর্তে ওকে স্পর্শ করলাম, বুঝলাম আর দশটা ছেলের সাথে ওর কোন পার্থক্য নেই।

"ব্লাড টেস্টের রেজাল্ট কেন আমাকে দেখালে?" এই প্রশ্নটা আমি ওকে করতে চাইছিলাম।

"কারণ আমার মনে হয়েছে আমরা অনেকটাই একরকম," সে বলল।

আমি ক্যানে আঙুল বোলাতে বোলাতে ওর দিকে তাকালাম, কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। তারমানে সে এই রাতে আমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসেনি।

"দাঁড়াও," সে বলল, "তুমি কি পুরোটাই খাবে?"

ক্যানের দিকে তাকালাম। পুরোটা হয়ত খেতে পারতাম কিন্তু মনে হচ্ছে ধরতে পেরেছি সে কী বলতে চায়। আর আমার ভালো লাগল ব্যাপারটা। "না, আমার মনে হয় না পুরোটা খেতে পারবো।" ওকে বললাম। আমি আমার ক্যান নামিয়ে রাখলাম, ও ওরটা আমাকে দিলো। ক্যানটা অর্ধেক মত ভর্তি। আমি কয়েক চুমুক দিয়ে ওকে ফেরত দিলে ও বার কয়েক চুমুক দিয়ে আমার হাতে দিলো। ক্যান শেষ হয়ে গেলে আমরা চুমু খেলাম। সেসেই আমি আপনাকে বলিনি, আমি অন্য একজনকে পছন্দ করি কিন্তু এই ব্যাপারটা অন্যরকম কিছু ছিল। তখন মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়াতে একমাত্র সুয়া আমার পক্ষে আছে, বাকি সবাই বিপক্ষে।

সে আমাকে বাড়ির কাছে দোকানের সামনে দিয়ে আসল। আমরা একজন আরেকজনকে বিদায় জানালাম। সে বলল আমাকে অবশ্যই কালকে স্কুলে যেতে হবে। আমার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু এই ভয়ও পাচ্ছিলাম, না গেলে হয়ত সারাজীবনের জন্য নিজেকে ঘরে আটকে ফেলতে পারি। আর এখন সুয়া যেহেতু পাশে আছে, মনে হচ্ছিল আমি ওই নিষ্ঠুর পৃথিবীর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবো।

"আমি আসবো," কথা দিলাম ওকে।

পরের দিন সকালে যেই মুহূর্তে আমি দরজা দিয়ে ঢুকলাম, ছেলেদের কেউ কেউ শিষ দেয়া শুরু করল তখন। মেয়েদের থেকেও খিলখিল আওয়াজ পাওয়া গেল। কেউ একজন ব্ল্যাকবোর্ডে হার্ট এঁকে আমার আর সুয়ার নাম লিখে রেখেছে।

আমি মাথা নিচু করে গিয়ে ডেস্কে বসলাম, সুয়া যেরকমটা করে। ডেস্কেও একই রকমভাবে হার্ট আঁকা, কিন্তু পারমানেন্ট মার্কার দিয়ে।

BanglaBook.org

"মিজুহো! গুড মর্নিং!" আয়াকো ওর ডেস্ক থেকে মোবাইল ফোন দুলিয়ে ডাকল, আমি না তাকিয়ে একটা বই বের করে পড়া শুরু করলাম।

সুয়াও বরাবরের মত একইভাবে আসল। একইভাবে তাকে স্বাগতম জানানো হলো। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখলো ও। চোখের দৃষ্টিতে কোন অনুভূতি নেই। তার ডেস্কেও একইভাবে পারমানেন্ট মার্কার দিয়ে হার্ট আঁকা। সে ব্যাগ রেখে তাকাহিরোর ডেস্কে গেল, যে কিনা তখনো শিষ দিয়ে যাচ্ছে।

"তোমার মনে হচ্ছে কিছু বলার আছে, শিশু হত্যাকারীসাহেব?" তাকাহিরো হাসি মুখে সুয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। সুয়া উত্তর দিলো না। ও শুধু ওর শূন্য দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থেকে নিজের কড়ে আঙুলের মাথায় কামড় দিয়ে রক্ত বের করে তাকাহিরোর গালের উপর ধরল। রক্ত সোজা লাইন হয়ে তাকাহিরোর মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, যেন কোন একটা সংকেত। এবার পাল্টা আক্রমনের শুরু। কাছাকাছি যারা বসে ছিল তারা চিৎকার করে উঠলেও পুরো রুম একেবারে নিরব হয়ে গেল।

"তুমিই তো মিজুকির হাত মুচড়ে ধরেছিলে, তাই না? কী বীরপুরুষ তুমিই না?" সুয়া তাকাহিরোর কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল। "তুমি কি ওর ওইটা চোষা চাকর?" আয়াকোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল। তারপর গিয়ে আয়াকোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। আঙুল থেকে অনেকখানি রক্ত কব্জি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল। আয়াকো দু-হাত দিয়ে ওর মুখ ঢাকল। কিন্তু সুয়া ওর রক্তাক্ত হাত দিয়ে তুলে নিলো আয়াকোর মোবাইলটা। ভয়ে চিৎকার করে উঠল আয়াকো।

"নিজেকে খুব বড় কিছু মনে করো, না?" সুয়া বলল। "অন্যদের দিয়ে নিজের নোংরা কাজ করাতে চাও। তুমি আসলে একটা নির্বোধ গাধি, অন্য কেউ যে তোমাকে নিয়ে একইভাবে খেলছে বুঝতেও পারোনি।"

এরপর ইয়ুসুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। ইয়ুসুকে ক্লাসের পেছনে বসে এমন ভাব করছিল যেন ও কোন কিছুর সাথে জড়িত নয়।

"আর সে একজন কুত্তার বাচ্চা হলে তুমি হলে সেইজন যে ওকে সুতো ধরে খেলাচ্ছিলে। আমার পেছনে তুমিই ওকে লেলিয়ে দিয়েছো, তাই না?" তারপর ও মাথা নামিয়ে ইয়ুসুকের ঠোঁটে চুমু খেলো। রুমের সবাই জমে শক্ত হয়ে গেল এটা দেখে। ইয়ুসুকেকে দেখে মনে হলো অসুস্থ বোধ করছে। "কি, ভালো লেগেছে?" হাসিমুখে প্রশ্ন করল সুয়া। "তুমি এমন ভাব করো যেন ভালো কাজ করে উল্টিয়ে ফেলছো। মরিগুচির মেয়ে পুলের কাছে যায় তুমি জানতে। তখন যদি তুমি সবাইকে বলতে তাহলে সে হয়ত

BanglaBook.org

এখনো বেঁচে থাকত। তোমার মধ্যে অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে, তাই না? আমার সাথে ঝামেলা করে সেটা ঢাকার খুব চেষ্টা করছিলে নাকি? তোমার মত লোকজনদেরকে সবাই কী বলে জানো? ভন্ড বলে। ধরে নাও এটা তোমার প্রথম আর শেষ ওয়ার্নিং। আরও ঝামেলা করতে দেখলে পরেরদিনের চুমুতে জিহবার স্বাদ পাবে।"

এরপর আর সুয়ার সাথে কেউ ঝামেলা করতে যায়নি।

জুলাই মাসে, ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরও আমি আর সুয়া নিয়মিত ওই গুদাম ঘরে দেখা করতে থাকলাম। বাসায় বলতাম এক ফ্রেন্ডের বাসায় যাচ্ছি একসাথে পড়তে। যেহেতু কখনো তাদের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করিনি, দেরি করে বাসায় ফিরলে তারা কিছু বলত না। সুয়া বলল ও যখন ফিফথ গ্রেডে ছিল তখন ওর বাবা আবার বিয়ে করেছেন আর তাদের একটা নতুন সন্তান হয়েছে। তাই ও ওর নানির বাসায় পড়াশোনা করে। এক সপ্তাহ বাসায় না ফিরলেও কেউ খেয়াল করতো না।

গুদাম ঘরের পেছন দিকে একটা রুম ছিল যেটাকে সুয়া ওর 'ল্যাবরেটরি' বলত। পরীক্ষার জন্য ওকে খুব একটা পড়াশুনা করতে দেখা যেত না, এর বদলে ও হাতঘড়ির মত দেখতে কিছু একটা নিয়ে কাজ করছিল, জানতে চাইলে উত্তর দিলো না। তারপরেও ওখানে চুপচাপ বসে থেকে ওকে কাজ করতে দেখতে আমার ভালো লাগত। জুলাইয়ের মাঝামাঝি গিয়ে ওর কাজ শেষ হলো। তখন সে আমাকে জানাল জিনিসটা একটা লাই ডিটেক্টর, কেউ মিথ্যে বললে ধরা যায়। ঘড়ির স্ট্র্যাপে বিভিন্ন সেন্সর বসানো আছে, কেউ মিথ্যে বলছে কিনা সেটা পাল্‌সের রিডিং থেকে বের করা যায়। ডায়ালের আলো জ্বলে উঠবে আর অ্যালার্ম বাজবে।

"ট্রাই করে দেখো," সে আমাকে বলল।

আমি নিয়ে হাতে পড়লাম, একটু ভয় পাচ্ছিলাম যদি শক-টক দেয়?

"তুমি কি শখ খাবার ভয় পাচ্ছো?"

"নাহ, মোটেই না।" আমি তাকে।

বিপ্ বিপ্ বিপ্...লাই ডিটেক্টরের ডায়াল জ্বলে উঠে সস্তা ঘড়ির অ্যালার্মের মত শব্দ করল।

"কাজ করছে!" খুশি হয়ে বলল সুয়া। "চমৎকার!"

"চমৎকার!" আমিও ওর সাথে তাল মিলিয়ে বললাম। কাজ দেখে মুগ্ধ আমি। সুয়া মনে হলো একটু বিব্রত হলেও হেসে ফেলল। আমার হাত ধরে কাছে টানল ও।

BanglaBook.org

"এইটাই আমি চাইছিলাম এতদিন ধরে," বলল সে। "কেউ একজন আমাকে খেয়াল করুক।"

আমি খেয়াল করলাম ও মানামির প্রসঙ্গে কথা বলছে। এই প্রথম ও এ নিয়ে কথা বলল। আমার ধরে রাখা ওর হাতের উপর অন্য হাত রাখলাম।

"ছোট বাচ্চারা কিছু পাওয়ার জন্য কিভাবে তোষামোদ করে, কখনো খেয়াল করেছো?" সুয়া বলল। "আমার হয়ত একই কাজ করা দরকার ছিল। কেউ হয়ত বলতে পারে, আমি একটা মরা বিড়াল খুঁজে পেয়েছি। তাই নাকি?....আসলে আমি ওটাকে খুন করেছি। না! এ হতে পারে না...কিন্তু এটা সত্যি! আমি মাঝে মাঝে কুকুর-বিড়াল ধরে এনে খুন করি। না! সত্যি সত্যি তুমি এমন করো? না, আমি এমনি এমনি খুন করি না। কী বলতে চাও? আমি আমার খুনি যন্ত্র ওদের উপর ব্যবহার করি। বলো কী! দারুণ ব্যাপার তো!...খুলে দেখো, ভেতরে একটা সারপ্রাইজ আছে...মিজুকি, তুমি কি আমাকে খুনি ভাবো? মিজুকি? আমি এখন কী করবো?.."

সুয়া কাঁদছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম না ওকে কী বলবো। আমি শুধু ওকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। আমি জানি না কেন লাই ডিটেক্টর আবার বেজে উঠল।

পরদিন ভোরের দিকে আমি বাসায় গেলাম।

*

BanglaBook.org

হেনস্তা করা বন্ধ হয়েছে টের পেয়ে ওয়ের্থের খুশি ছিল। সুয়াও ক্লাসে আবার হাসছিল। পরীক্ষায় বরাবরের মত পুরো গ্রেডে ও সবচেয়ে বেশি স্কোর করেছে। সবাই ধরে নিয়েছিল ইয়ুসুকে এবার ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচিত হবে, কিন্তু কেউ কেউ বলছিল ওরা সুয়াকে ভোট দিতে চায়। ওয়ের্থেরকে গর্বিত দেখাচ্ছিল। আমি এমনকি একদিন উনাকে হলওয়েতে দেখলাম সুয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতে। একজন ইংলিশ টিচার তখন সেখানে সুয়ার প্রশংসা করছিলেন। আমার বমি এসে যাচ্ছিল।

কিন্তু ওয়ের্থেরের সামনে তখনও একটা সমস্যা ছিল—নাওকি। এরমধ্যে স্কুলে না ফিরলে সে পাস করতে পারবে না, হাই স্কুল-কলেজেও যেতে পারবে না।

আমি জানি না আপনি কী ভাববেন, কিন্তু আমার মনে হয় যা করার সামর্থ্য আপনার নেই তা স্বীকার করার মধ্যে সমস্যা কোথায়। আমি জানি আপনি চাইতেন না ছেলেমেয়েরা না চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিক। আমি জানি এরকম কিছু করা অবশ্যই ভুল। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার যদি কিছু করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তা স্বীকার করার মত সৎসাহস থাকা উচিত। আমার মনে হয় ওয়ের্থেরের এই সাহস থাকা উচিত ছিল, নাওকিকে তিনি স্কুলে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কিংবা তিনি অন্য কোন শিক্ষকের সাথে এই নিয়ে কথা বলতে পারতেন। তারা হয়তো অন্য কোন স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা বা কোন একটা সমাধান দিতে পারতেন।

স্কুলে আসতে না পারার একমাত্র কারণ তো আর কিছু ছিল না এই ক্লাসটা ছাড়া।

ফার্স্ট কোয়ার্টার শেষ হওয়ার আগেরদিন স্কুলের পর আমি আর ওয়ের্থের গেলাম নাওকির বাসায়। তখন সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা বাজে। কিন্তু সূর্য তখনও আকাশে, আর দরজার বাইরে আমি পুরো ঘেমে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

সেদিন নাওকির জন্য আমি একটা চিঠি এনেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল সুয়াকে দুধের কার্টনের পরীক্ষার কথা বলা আর নাওকিকে না বলাটা ঠিক হচ্ছে না। অবশ্য আমি আশা করছিলাম না, তাকে সব খুলে বললেই সে স্কুলে ফেরত আসবে। তার আসা না আসাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি শুধু তার দুশ্চিন্তার ভার খানিকটা কমাতে চাইছিলাম। তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তাটাই।

নাওকির মা দরজা যেটুকু খুললেন তা না খোলার মতই। ওয়ের্থের যাবতিয় ক্লাস নোট আর আমাদের সাইন করা সেই কার্ড (উপহারের মত করে র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো) দরজার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দিলেন। এই কার্ড উনি আগে কেন দিলেন না আমি অবাক হয়ে ভাবলাম। দিতে ভুলে গেলেই সবচেয়ে ভালো হতো হয়ত।

দরজার ফাঁক দিয়ে নাওকির মায়ের হাত বেরিয়ে আসলে দেখলাম তিনি ভারি একটা লংস্লিভ শার্ট পরে আছেন। হয়ত বাসায় এয়ার কন্ডিশনার চালানো, কিন্তু তারপরেও এরকম গরমে ফুল হাতা শার্ট পরা খুবই আজব। উনার মুখ ভালো করে দেখতে পাইনি। দরজা লাগানোর আগে আমি আমার চিঠি উনার হাতে দিতে গেলাম। কিন্তু তখনই ওয়ের্থের দরজার ফাঁকে পা আটকে দিয়ে জোরে জোরে নাওকিকে ডাকতে লাগলেন।

BanglaBook.org

"নাওকি! তুমি যদি ভেতরে থেকে থাকো তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোন! এই টার্মে তুমিই একমাত্র শিক্ষার্থী নও যার দিনকাল খারাপ যাচ্ছে! তোমার কিছু ক্লাসমেট সুয়াকে হেনস্তা করছিল! খুবই বাজে অবস্থা ছিল! আমি নিজে ওদেরকে বোঝাতে পেরেছি এসব ঠিক নয়, ওরা ভুল করছে। ব্যাপারটা মোটেও সোজা কিছু ছিল না, কিন্তু আমি সম্ভব করেছি! তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে! আমি জানি তুমি কোন কিছু একটা নিয়ে কষ্টে আছো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই! আমি জানি আমি পারবো! আমি চাই তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি চাই তুমি কালকে স্কুলে আসো। কালকে আমাদের ক্লোজিং সেরেমনি। আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করবো!"

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনার কথা শুনছিলাম আর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল। উনার সব কাজই ভুল, একদম সবকিছু। তখন কিন্তু ক্লাসে তিনি বলেছিলেন সুয়াকে হেনস্তা করা হচ্ছে না, সবাই আসলে তাকে ঈর্ষা করছে। এখন সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি একে হেনস্তাই বলছেন। নাওকির জানালার দিকে তাকাতে আমার মনে হলো পর্দাগুলো একটু নড়ে উঠল।

ওয়ের্থের হাপাচ্ছিলেন, তাকে পাগলের মত দেখাচ্ছিল। বড় আর ঘোলাটে দেখাচ্ছিল তার দুচোখ। নাওকির মাকে মাথা ঝুকিয়ে বো করলেন তিনি। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিবেশি কেউ কেউ জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছিল আমাদের দিকে। ওয়ের্থের তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তারপর আমার দিকে ঘুরলেন।

"মিজুহো," বললেন তিনি। "এতদিন ধরে আমার সাথে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" আমাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেও তার স্বর অনেক চড়া শোনাল। আশেপাশের সবাই শুনতে পারার মত যথেষ্ট চড়া। পুরো ব্যাপারটা এমন যেন তিনি স্টেজে নাটক করছেন, আর আমি তার একমাত্র দর্শক। আমাকে উনি যেন সাক্ষি হিসেবে এনেছেন, সবাইকে যেন বলতে পারি উনি কী কী করেছেন, কত কষ্ট করেছেন, উনি কত একনিষ্ঠ একজন শিক্ষক। আমার লেখা চিঠিটা আমি আমার স্কার্টের পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে পিষে দলা করে বল বানিয়ে ফেললাম।

ওই রাতে নাওকি ওর মাকে খুন করে ফেলল।

*

BanglaBook.org

ক্লোজিং সেরেমনিতে সংক্ষিপ্ত করে পিটিএ আমাদের জন্য ওই বিকেলে একটা মিটিং ডাকল।

"গত রাতে তোমাদের একজন ক্লাসমেট একটা ভয়াবহ ঘটনায় জড়িত ছিল। আমরা এখনো বিস্তারিত কিছু জানি না, কিন্তু তোমাদের এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি, তোমরা কোন বিপদে নেই।" প্রিন্সিপ্যাল আমাদের এইটুকুই বললেন, কিন্তু সবাই ততক্ষনে সবকিছু জানে। আমরা সারাদিন ক্লাসে এই নিয়ে কথা বলেছি, সবাই জানি নাওকি ভয়াবহ কিছু একটা ঘটিয়েছে কিন্তু সবাই আরো বেশি করে জানতে আগ্রহি। রুমের ভেতর উত্তেজনা টের পাওয়া যাচ্ছিল। ক্লোজিং সেরেমনির পর আমরা হোমরুমে ফিরে গিয়েছিলাম কিন্তু ওয়ের্থের আমাদের কিছুই বলেননি। আমি বুঝতে পারছিলাম তিনি আমাদেরকে বলতে চাইছেন, কিন্তু স্কুল থেকে নিশ্চয়ই তাকে মুখ খুলতে বারণ করা হয়েছিল। হোমরুম শেষে সবাই বাসায় গেল, আমি ছাড়া। আমাকে থাকতে বলা হয়েছিল। স্বাভাবিক, যেহেতু আমি ঘটনার কয়েক ঘন্টা আগেই ওর বাসায় গিয়েছিলাম। সুয়া যাওয়ার আগে গুডলাক জানিয়ে গেল।

আমি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম, তারপর ওয়ের্থের রুমে ফিরে আসলেন।

"তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, মিজুহো," তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে চোখে চোখ রেখে বললেন। "তারা যাই জানতে চাক না কেন, তুমি শুধু সত্যি কথা বলবে।" আমিও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?" অবশেষে বললাম আমি। উনি মাথা ঝাঁকালেন। "তার আগে আপনি এটা একটু হাতে পরবেন?" উনাকে বোকা বোকা দেখাল কিন্তু আমি বললাম এটা সৌভাগ্য কবজ বলা যায়, লাকি চার্ম। আজকাল সব ছেলেমেয়েরা এটা পরছে। সুয়া যাওয়ার আগে আমাকে লাই ডিটেক্টরটা দিয়ে গিয়েছিল, আমি সেটা তার হাতে দিলাম। উনি স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে আমি প্রশ্ন করলাম, "এই যে আপনি, প্রতি সপ্তাহে নাওকির বাসায় যেতেন, আসলেই কি আপনি ওর জন্য চিন্তিত ছিলেন? নাকি কাজটা করতে আপনার নিজের কাছে ভালো লাগত এই কারণে যেতেন?"

"কী বলছো এসব? কী আজব কথা, মিজুহো! তুমি আমার সাথে ছিলে, তুমি ভালো করেই জানো সব! সবকিছু করেছি শুধু নাওকির ভালোর জন্য!"

BanglaBook.org

বিপ্-বিপ্-বিপ্ শব্দে রুম ভরে উঠল। ওয়ের্থের চমকে উঠে লাই ডিটেক্টরের জ্বলে উঠা ডায়ালের দিকে তাকালেন।

"এই জিনিসটা কী?" খ্যাঁক করে উঠলেন তিনি।

"ওটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই," আমি বললাম, "স্রেফ শেষ বিচারের চিহ্ন হিসেবে ধরে নিতে পারেন।"

ওয়ের্থেরের পেছন পেছন স্কুল অফিসে গেলাম। প্রিন্সিপ্যাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সাথে গ্রেডের লিড টিচার, আর দু-জন পুলিশ অফিসারও ছিলেন। ওয়ের্থের আর আমি পাশাপাশি বসলাম। তারা আমাদেরকে বললেন নাওকি সম্পর্কে যা যা জানি সব খুলে বলতে। তারা অবশ্য তখনও ঘটনাটা সম্পর্কে আমাদের তেমন কিছু বলেননি। ওয়ের্থের যেমন বলতে বলেছিলেন আমি সেভাবেই আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

"ইয়ুসিতেরু সেন্সেইর সাথে আমি প্রতি শুক্রবার নাওকির বাসায় যেতাম আমাদের ক্লাস নোটের কপিগুলো দিয়ে আসতে। নাওকির মা সবসময় আমাদের সাথে দেখা করতেন, কিন্তু এতদিন যাওয়ার পরও কখনো আমরা নাওকির দেখা পাইনি। প্রথম প্রথম নাওকির মা আমাদের দেখে খুশি হতেন, পরে গিয়ে মনে হচ্ছিল তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন। গরমের মধ্যেও তিনি ফুলহাতা ড্রেস পরে থাকতেন। মাঝে মাঝে মেকাপ করার পরেও আমি তার মুখে আঘাতের দাগ খেয়াল করেছি। আমি ভেবেছিলাম নাওকি হয়ত কিছু করত। হয়ত প্রতিবার আমরা যাওয়ার পর তিনি ওকে স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করতেন বা কিছু।

"তিনি আমাদেরকে কখনো কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম আমাদের যাওয়ার কারণে আস্তে আস্তে নাওকির উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। ও ওই ধরনের ছেলে না যে, সহজেই ক্ষেপে যায় কিংবা হঠাৎ কাউকে আঘাত করে বসে। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা বাসায় গেলে ও এক কোনায় আটকা পড়ে যেত আর সেটা ঝাড়ার অন্য কোন উপায় ওর কাছে ছিল না। ওর মা আদর দিয়ে ওকে ভালোমতোই নষ্ট করেছে, তাই আমার ধারণা আর কিছু করার না পেলে সে তার মাকেই আঘাত করত। বলা যেতে পারে ও একটু দুর্বল প্রকৃতির ছিল। কিন্তু ওর অন্য শিক্ষকেরা সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। একমাত্র যিনি বুঝতে পারেননি তিনি হলেন ইয়ুসিতেরু সেন্সেই। তার ধারণা ছিল তিনি নিজেই নাওকির সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু আমরা যত ওর বাসায় যেতে লাগলাম ততই সে

BanglaBook.org

নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুর মনে করে মায়ের উপর ক্ষোভ ঝাড়তে লাগল। সেজন্য আমি ইয়ুসিতেরু সেন্সেইকে বলেছিলাম আমাদের ওর বাসায় যাওয়া বন্ধ করা উচিত। উনি আমার কথার পাত্তা দিলেন না বরং পুরো ব্যাপারটাকে উনি আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেলেন গতকাল নাওকির বাসার সামনে চিৎকার করে কথা বলে। এত জোরে যে, আশেপাশের সবাই সবকিছু শুনতে পারছিল। মনে হচ্ছিল উনি নাওকির মাথা খারাপ করে দিতে চাইছিলেন। নাওকি যেহেতু স্কুলে যেতে পারত না, সম্ভবত বাসাকে ও আশ্রম বা নিরাপদ আশ্রয়স্থল ধরনের কিছু একটা ভাবত। ইয়ুসিতেরু সেন্সেই চাইছিলেন গর্তে ধোঁয়া দিয়ে ওকে ওর একমাত্র নিরাপদ স্থান থেকে বের করে আনতে।

"পুরো ব্যাপারটা এরকম যে, ইয়ুসিতেরু সেন্সেই ওর পেছনে শিকারির মত লেগে ছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য কী ভালো হতে পারে তা নিয়ে তিনি চিন্তাও করেননি কখনো। আমরা ছিলাম স্রেফ আয়নার মত যার দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের প্রতিফলন দেখতেন। এসব কিছুই হতো না যদি তিনি এরকম আত্মমগ্ন না থাকতেন।"

বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এতকিছু হলো মাত্র একটা টার্মের মধ্যেই। আপনি যাওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যে। এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, নতুন টার্ম শুরু হলে ওয়ের্থের আর ফিরবেন কিনা জানি না। উনি যদি এতটাই নির্লজ্জ হন যে, আবার ফেরত আসেন, তাহলে আমাকে নতুন কিছু ভেবে বের করতে হবে।

গত গ্রীষ্মের পর থেকে আমি নানা রকম কেমিক্যাল জোগাড় করেছি। অবস্থা যদি বেগতিক হয়, তাহলে ওগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হবো। ভাবছি আগে অন্য কারো উপর পরীক্ষা করে দেখবো কাজ করে কিনা। আমার দরকার হলো কিছু পটাশিয়াম সায়ানাইড। এখন তো সব টিচাররা স্টোরেজ লকারের চাবির চেয়ে নিজেদের সম্মান আর স্ক্যান্ডাল নিয়ে বেশি ব্যস্ত। বাজি ধরে বলতে পারি আমি যদি তাদাও সেন্সেইর কাছে এখন চাবি চাই উনি কোন প্রশ্ন না করেই আমাকে হাতে তুলে দেবেন।

শরতে যদি ওয়ের্থের ফেরত আসেন, তখন তাকে কিছু একটা গিলিয়ে দেয়া তেমন কঠিন হবে না। সেই একমাত্র লোক যে এখনও দুধ খায়, অবশ্য অন্য কেউ ভুলে খেয়ে ফেললেও আমার কিছু আসে যায় না...

আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন জাগছে, কেন আমি ওয়ের্থেরকে এত ঘৃণা

BanglaBook.org

করি? কারণ আমি নাওকিকে ভালোবাসি। একদম ফার্স্ট গ্রেড থেকে ওকে ভালোবাসি আমি। ও আমার প্রথম এবং একমাত্র প্রেম। এর শুরু সম্ভবত যখন ওই কুত্তি আয়াকো আমাকে মিজুহো বলে ডাকা শুরু করল। ও সবসময়ই হিংসুটে ধরনের ছিল। ও ক্লাসে কিছু পারত না আর আমি সব প্রশ্নের উত্তর পারতাম। সে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে ওই বাজে ডাক নামে ডাকা শুরু করল, বাকিরাও ওর সাথে আমাকে মিজুহো ডাকায় যোগ দিলো। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল নাওকি। ও আমাকে মিজুকি বলেই ডাকত। জানি না ও কেন আয়াকোর সাথে যোগ দেয়নি। হয়ত মিজুকি ডাকতে ডাকতে ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাই হোক, যে কারণেই হোক, পুরো দুনিয়ায় তখন ওই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল।

নাওকির বোনদের একজনের কাছে শুনেছিলাম, নাওকিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন ও ওর মাকে খুন করতে গেল। ও উত্তর দিয়েছিল যাতে পুলিশ এসে ওকে গ্রেফতার করতে পারে।

মরিগুচি সেন্সেই, কিছু মনে না করলে আপনাকে শেষ একটা প্রশ্ন করতে পারি?

প্রতিশোধের ব্যাপারে আপনার এখন অনুভূতি কী?

BanglaBook.org

৩. দয়ালু একজন

জুলাইয়ের বিশ তারিখ সকালে, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কয়েকদিন আগে, হঠাৎ আমার বাবার কাছ থেকে ফোন আসল।

তার কাছে দুটো সংবাদ ছিল : এক, আমার মা খুন হয়েছেন; দুই, খুনি হলো আমার ছোটভাই নাওকি।

পুরো ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়াল। আপনার মা যদি খুন হয়, ভিক্টিমের কাছের মানুষ হিসেবে আপনার উচিত খুনিকে ঘৃণা করা; কিন্তু খুনি যদি হয় আপনারই ভাই তাহলে অপরাধির আত্মীয় হওয়ার কারণে আপনাকে উলটো কথা শুনতে হবে, তিরস্কারের ঝড়ে পড়তে হবে। এর সাথে আপনার ভাইয়ের পুণর্বাসনের সুযোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা তো আছেই, ভিক্টিমের কাছের লোকদের কাছে ক্ষমাও চাইতে হবে, যাদের একজন কিনা আপনি নিজেও!

এত কিছু আপনি একসাথে কিভাবে করবেন?

একটা ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও পত্রিকাগুলো আর ধান্দাবাজ পাবলিকেরা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। সবাই আপনার বাড়ির চারপাশে এসে মাছির মত ছেঁকে ধরবে। তাদের কারো চোখে কোন সহানুভূতি দেখতে পাবেন না, এমনকি নিষ্ঠুরতাও নয়। স্রেফ কৌতুহল।

খুনের ঘটনা এখন জাপানে আগের মত বিরল নয়। বরং এতই কমন, এতই স্বাভাবিক ঘটনা যে, লোকজন এখন টিভিতে খুনের খবর শুনলে হাই তোলে। কিন্তু তারপরেও একটা নষ্ট অকার্যকরী পরিবারের ভেতর উঁকি দেয়ার কৌতুহল সবারই থাকে–দেখি না পরিস্থিতি কতটা বাজে হতে পারে?

অকার্যকরী প্রেম, অকার্যকরী শৃঙ্খলা, অকার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থা, অকার্যকরী মানবিক সম্পর্ক। প্রথম প্রথম সবাই খুব অবাক হয় কিভাবে চমৎকার একটা পরিবারে এরকম কিছু হতে পারে; কিন্তু আঙুল দিয়ে একটু চাপ দেয়ার পর যখন কোন 'অকার্যকরী' ব্যাপার বেরিয়ে আসে তখন মনে হয় আজকে হোক কালকে একদিন না একদিন এমন তো হতই।

আমার মনে হয় কিছু মানুষ আছে যারা টিভিতে এইসব খবর দেখে নিজের পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। কিন্তু আমার কখনো দুশ্চিন্তা হয়নি।

BanglaBook.org

আমার সবসময় মনে হয়েছে এরকম কোন কিছু আমাদের পরিবারে কখনো হবে না। সিতামুরা–খুবই সাধারণ ধরনের পরিবার, যতটুকু সাধারণ আপনার কল্পনায় সম্ভব। কিন্তু হলো তো। আমাদের নিজেরদের পরিবারের মধ্যেই খুন হলো। এমন কি সমস্যা ছিল যা আমাদের পরিবারকে অকার্যকরী করে তুলল?

গত নিউ ইয়ার্সের সময় শেষবার বাড়ি গিয়েছিলাম আমি। জানুয়ারির ১ তারিখে আমি, আমার বাবা-মা আর নাওকি বছরের প্রথম অনুষ্ঠানে এলাকার মন্দিরে গিয়েছিলাম। তারপর বাসায় ফিরে মায়ের বানানো ঐতিহ্যবাহি রান্না খেয়েছি, খেতে খেতে টিভি দেখেছি। রান্নাঘরে কাজ করার সময় মাকে আমার টেনিস ক্লাবের বন্ধুদের কথা বলেছি। নাওকি ওদের স্কুলের অনুষ্ঠানে আসা কমেডিয়ানের গল্প বলছিল।

পরেরদিন আমাদের বড় বোন আর তার নতুন জামাই এসেছিল। তারপর আমরা সবাই নিউইয়ারে কী রকম মূল্যহ্রাস চলছে তা দেখতে শপিং মলে গিয়েছিলাম। সেকেন্ড টার্মে নাওকির গ্রেড বেশ ভালো হয়েছিল, তাই বাবা-মা ওকে ওর অনেকদিনের আব্দার নতুন ল্যাপটপ কিনে দিয়েছিলেন। আমিও ওদেরকে চাপ দিয়ে নিজের জন্য নতুন পার্স আদায় করেছিলাম।

প্রতি নিউ ইয়ারে একই দৃশ্য–সাধারণ একটা পরিবারের সাধারণভাবে নিউ ইয়ার পালন। আমরা কী কী করেছি তা নিয়ে আমি অনেকবার চিন্তা করে দেখেছি। কয়েকশো বার অন্তত বলেছি, এরকম কিছু ঘটবে বিন্দুমাত্র আশংকা করিনি।

গত ছয়মাসের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যা সবকিছু বদলে দিয়েছে?

মায়ের পেটে একটা ছুরির আঘাতের ক্ষত ছিল, আর মাথার পিছনে একটা কালশিটের দাগ। ওরা বলছে মাকে কিচেন নাইফ দিয়ে পেটে আঘাত করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছিল। ওরা আরো বলছে, পুরো ব্যাপারটা এতটাই অবিশ্বাস্য, এমনকি মর্গে গিয়ে নিজের চোখে দেখার পরেও বিশ্বাস করতে পারিনি মা মৃত! বিশ্বাস করতে পারিনি নাওকি এমন করতে পারে!

এরকম কেন হলো? কারণটা যদি বের করতে না পারি, মায়ের মৃত্যুকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণটা যদি বের করতে না পারি, নাওকির অপরাধ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণটা যদি বের করতে না পারি তবে আমি, আমার বাবা, আমার বোনের পক্ষে আর সম্ভব হবে না পরিবার হিসেবে এক সাথে চলার।

BanglaBook.org

মায়ের মৃত্যুর দুদিন পর আমি সমস্যাটা সম্পর্কে জানতে পারলাম। পুলিশই আমাকে প্রথম জানাল। নাওকি নাকি ওর এইট্‌থ গ্রেড শুরুর পর একদিনও স্কুলে যায়নি। বাচ্চাদের জন্য স্কুলে যেতে না চাওয়া নতুন কোন ব্যাপার নয়। কিংবা বাসা থেকে বের না হতে চাওয়া। সমস্যা যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে, তা হলো মা ছাড়া আর কেউ নাওকির এই ব্যাপারটা জানত না। আমি দূরে থাকি, আমি জানি না সেটা মেনে নেয়া যায়। কিংবা আমার বোন প্রেগন্যান্ট, সে অন্য শহরে থাকে, ও কিছু জানে না সেটাও না হয় মানলাম। কিন্তু আমার বাবা এক বাড়িতে থেকে কিভাবে কিছু জানেন না, সেটা অবিশ্বাস্য লাগছে আমার কাছে। বুঝলাম তাকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে কাজে যেতে হয়, বেশিরভাগ রাতেই তার কাজ থাকে, কিন্তু চার মাস ধরে ছেলে স্কুলে যায় না সেটা কিভাবে না জেনে থাকা সম্ভব?

পুলিশ যখন তাকে জেরা করল, তিনি বললেন তার মনে হয় গত বছরের থার্ড টার্মে হওয়া একটা ঘটনার সাথে এর সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার বাবা এমনিতে চুপচাপ মানুষ, কিন্তু এই ঘটনার পর তাকে দেখে অন্য মানুষ মনে হতে লাগল। পুলিশের জেরার সময় তিনি কথা বলতেই থাকলেন, বলতেই থাকলেন। তিনি কী বললেন তার পুরোটা না বলে সংক্ষেপে লিখছি।

নাওকির হোম টিচারের মেয়ে স্কুলের সুইমিংপুলে ডুবে মারা গিয়েছিল। নাওকি সে সময় সেখানে থাকলেও মেয়েটাকে বাঁচানো ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। টিচারের মনে হয়েছিল নাওকি তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য কোন না কোনভাবে দায়ি। এতে নাওকি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ওই টিচার ইস্তফা দিয়ে স্কুল থেকে চলে গেলেও নাওকির পক্ষে আর স্কুলে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমার এখন আর কোন সন্দেহ নেই, নাওকির মত দুর্বল মনের একটা বাচ্চার জন্য এরকম পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয়া কেন অসম্ভব ছিল। বিশ্বাস হচ্ছে, সে হয়ত দুনিয়ার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক বন্ধ করে বসে ছিল। কিন্তু এখনো পরিস্কার নয় এর সাথে মাকে খুন করতে যাওয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে!

স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার পর বা বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ হওয়ার পর সে সারাদিন বাসায় থেকে কী করত? মায়ের সাথে ওর সম্পর্ক কেমন ছিল? মা যেহেতু আর নেই, নাওকি ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর অন্য কেউ জানেও না। কিন্তু ওর সাথে দেখা করার অনুমতি নেই আমার। তাহলে উত্তর পাওয়ার উপায় কী?

BanglaBook.org

তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমি যখন প্রথমবার টোকিও আসতে যাচ্ছিলাম মা আমাকে একটা ডায়েরি দিয়ে বলেছিলেন–"যখনই তোমার কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা হবে কিংবা মন খারাপ হবে, জেনে রেখো আমি সবসময় তোমার সাথে কথা বলার জন্য তৈরি থাকবো। কিন্তু যখন কথা বলতে পারবে না, কিংবা বলতে মন চাইবে না, তখন এই ডায়েরিতে সেগুলো লেখার চেষ্টা করবে। এমন কাউকে কল্পনা করে নিও যাকে কিনা তুমি সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতে পারো। মানুষের মগজ কী পরিমান জিনিস মনে রাখতে পারে তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু তুমি যখন কিছু লিখে ফেলবে, তুমি চাইলে সেটুকু ভুলে যেতে পারো–নিজের ভেতর সেটুকুর ভার ধরে রাখার আর প্রয়োজন নেই। জীবনের ভালো জিনিসগুলো মনে রাখো, খারাপগুলো লিখে ফেলে ভুলে যেও।"

উনার মিডল স্কুলের প্রিয় টিচার উনাকে একটা ডায়েরি দিয়ে প্রায় একইরকম কথা বলেছিলেন সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। কারণ মা তার বাবা-মাকে প্রায় পরপর হারিয়েছিলেন।

সুতরাং আমি সারা বাসা খুঁজে মায়ের ডায়েরি বের করলাম।

BanglaBook.org

মার্চ ১৩

ইয়ুকো মরিগুচি, নাওকির হোম রুম টিচার এসেছিলেন গতকালকে।

প্রথমবার পরিচয়েই মহিলাকে আমার ভালো লাগেনি। আমি এমনকি প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি দিয়েছিলাম একজন সিঙ্গেল মাকে এরকম সেন্সিটিভ বাচ্চাদের ক্লাসের দায়িত্ব দেয়া ঠিক হচ্ছে না। পাবলিক স্কুলে আমার মত একজন মায়ের মতামতের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এই মহিলার ব্যাপারে আমার ধারণা মোটেও ভুল ছিল না। প্রথম প্রমান পেলাম যখন গত জানুয়ারিতে নাওকির সাথে কিছু হাই স্কুলের ছেলেপেলেদের মারামারি লাগার পর পুলিশ ওকে কাস্টডিতে নিয়ে গেল। এরকম পরিস্থিতিতে হোমরুম টিচারকে দায়িত্ব নিতে হয়। উনার উচিত ছিল পুলিশ স্টেশনে গিয়ে নাওকিকে সাহায্য করা। কিন্তু মরিগুচি ম্যাডাম তার নিজের সন্তান নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নিজে না গিয়ে আরেকজন টিচারকে পাঠিয়েছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল যদি তখনই নাওকিকে অন্য হোমরুমে পাঠাতেন তাহলে এর কিছুই ঘটত না।

লোকাল পত্রিকায় এসেছে কিভাবে মরিগুচির মেয়ে স্কুলের সুইমিংপুলে ডুবে মারা গিয়েছে। এই ঘটনার জন্য আমি অবশ্যই দুঃখিত, তিনি তার একমাত্র সন্তান হারিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে যে ব্যাপারটা উদ্ভট লেগেছে

তা হলো, তিনি কেন তার সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাবেন। স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও হলে কর্মস্থলে সন্তান আনা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য হতো কিনা সন্দেহ আছে আমার। কেউ হয়ত বলতে পারে, সরকারি চাকুরজীবীদের জন্য এরকম ছাড় দেয়া আর তার নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা তার মেয়ের মৃত্যুর কারণ।

এরপরেও ভদ্রমহিলার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি। হঠাৎ করে বাসায় এসে নাওকিকে যতসব উল্টাপাল্টা প্রশ্ন শুরু করলেন, পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ইঙ্গিত দিতে লাগলেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন স্কুলে নাওকির সব কিছু কেমন চলছে। অথচ সবকিছুই তার জানা থাকার কথা। নাওকি তাকে সব বলল। কিভাবে সে টেনিস ক্লাবে জয়েন করেছিল, কিভাবে কোচের কারণে টেনিস ছাড়তে বাধ্য হলো। কিভাবে সে এরপর ক্রাম-স্কুলে যাওয়া শুরু করল। কিভাবে ভিডিও গেমের ওখানে ওই হাই স্কুলের ছেলেপেলেদের সাথে ঝামেলায় পড়ল আর কিভাবে একজন ভিক্টিম হওয়ার পরও স্কুল তাকে শাস্তি দিলো।

ওর বলার ভঙ্গি থেকে যে কেউ বুঝতে পারবে মিডল স্কুল শুরু করার জন্য ও কী পরিমান উৎসাহি আর উত্তেজিত ছিল। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বদলে গেল। এর কোন কিছুই ওর দোষে হয়নি, কিন্তু ওকেই ভুগতে হলো। ওর কথা শুনতে শুনতে মরিগুচির উপর রাগ বাড়তে লাগল আমার। উনি এখানে কেন এসেছেন? নাওকির সব বাজে স্মৃতি এনে জড়ো করতে? কিন্তু এতেও মহিলার নোংরা খায়েশ মিটল না। এরপর উনি উনার মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে প্রশ্ন শুরু করলেন।

শেষ পর্যন্ত আমি মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। "আপনি কেন ওকে এসব প্রশ্ন করছেন?" রীতিমত চিৎকার করেছিলাম বলা যায়। "নাওকির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই!" কিন্তু আমি শেষ করার আগেই নাওকি এমন কিছু বলল যা শুনে আমার মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাবো।

"আমার কোন দোষ ছিল না," সে বিড়বিড় করে বলল।

থার্ড টার্মের শুরুর দিকে নাওকির একজন বন্ধু হয়েছিল, নাম সুয়া ওয়াতানাবে। আমি ওকে নিয়ে পত্রিকায় ছাপা হওয়া আর্টিকেল পড়েছি। পার্স চুরি বন্ধ করা নিয়ে উদ্ভাবনের জন্য ও এক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। তখন খুশি হয়েছিলাম যে, নাওকি ভালো ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। কিন্তু সুয়া দেখা গেল ভয়াবহ ধরনের ছেলে। ও ওর আবিস্কার কারো উপর পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিল, পার্সের জিপারে হাত দিয়ে শক্ খেলে লোকজনের অবস্থা কী হয়। সেজন্য ও নাওকিকে জোর

BanglaBook.org

করল ভিক্টিম বেছে দিতে। নাওকি ওর ক্লাসমেটদের সাহায্য করার জন্য সবসময়ই আগ্রহি, তাই ও দু-একজন টিচারের নাম প্রস্তাব করল। কিন্তু ওয়াতানাবে তাদের উপর পরীক্ষা করতে চাইল না। শেষে নাওকি মরিগুচির মেয়ের নাম প্রস্তাব করল। আমি নিশ্চিত, নাওকি ভেবেছিল এটা নিরাপদ প্রস্তাব, সুয়া একটা বাচ্চা মেয়ের উপর পরীক্ষা করতে রাজি হবে না।

কিন্তু আমরা কোন সাধারন ছেলের কথা বলছি না, ওয়াতানাবে একটা নষ্টভ্রষ্ট ছেলে। সে নাওকির প্রস্তাব লুফে নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করল। অবশেষে ওই বিকেলে নাওকিকে জোর করে পুলের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে।

নাওকির মনের অবস্থা কী ছিল চিন্তা করে আমার মাথার ভেতর সব অন্ধকার হয়ে আসছিল। ও নিজে গিয়ে মেয়েটার সাথে প্রথম কথা বলেছিল। মেয়েটা কুকুরটাকে খাওয়াতে এসেছিল সেখানে। ওয়াতানাবে অপেক্ষা করছিল নাওকি তার কথা দিয়ে মেয়েটাকে প্রথমে ভুলাবে। যখন মেয়েটা ওদেরকে বিশ্বাস করল সে এসে ফাঁদটা বাড়িয়ে দিলো, পাউচটা হাতে দিয়ে বলল খুলে দেখতে।

সত্যি বলতে কি, পাউচটা আমিও দেখেছি। মেয়েটা যখন মলে মরিগুচির কাছে পাউচটার জন্য কান্নাকাটি করছিল আমি আর নাওকি তখন সামনে পড়ে যাই। আমি ভেবেছিলাম মহিলা তার মেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু সেদিন যদি তিনি ওকে পাউচটা কিনে দিতেন তাহলে সে ওয়াতানাবের ফাঁদে পড়ত না। ঈশ্বরই জানেন, উনার বেতনে হয়ত পাউচটা কেনার ক্ষমতা ছিল কি-না। হাজার হলেও সিঙ্গেল মা তো!

মেয়েটা জিপারে হাত দেয়ামাত্র পড়ে যায়। নাওকিকে ওর মৃত্যু চাক্ষুষ করতে বাধ্য করা হয়। আমি কল্পনাও করতে পারছি না, বেচারা নাওকি কতখানি ভয় পেয়েছিল। আমার মনে হয়, ওয়াতানাবে যে পুরোটা সময় মেয়েটাকে খুন করার প্ল্যানই করেছে এটা বুঝতে পেরে ও আরো ভয় পেয়ে গেছিল।

ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরপর সুয়া নাকি নাওকিকে বলেছিল, ব্যাপারটা সবাইকে গিয়ে জানাতে। তারপর সে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। কিন্তু নাওকি দৌড়ে গিয়ে কাউকে বলেছিল? না, সে খুবই নিবেদিতপ্রাণ ধরনের বন্ধু ছিল। সে ঠিক করে পুরো ব্যাপারটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে দেখিয়ে সুয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যে কারণে সে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে পুলে ফেলে দেয়। ও মরিগুচিকে বলেছিল, ও এত ভড়কে গেছিল যে, এর বেশি ওর কিছু মনে নেই।

BanglaBook.org

"যাই হোক," মরিগুচি তার স্বভাবসুলভ মুরুব্বিসুলভ কণ্ঠে বললেন, "পুলিশ যেহেতু পুরো ব্যাপারটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে দেখেছে, আমি নতুন করে আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না।"

ঝামেলা বাড়াতে চাই না মানে? কার জন্য ঝামেলা? পুরোটাই ওয়াতানাবের দোষে হয়েছে। সে সবকিছুর প্ল্যান করেছে। ওর বোকা সঙ্গি হিসেবে সাথে থাকা ছাড়া নাওকির তো আর কিছু করার ছিল না, বরং বলা যায় ও নিজেই একজন ভিক্টিম। উনি হয়ত কাউকে না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে, আমি নিজেই পুলিশকে ফোন করে পুরো কাহিনী খুলে বলতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু নাওকি তো আসলেই মেয়েটাকে পুলে ফেলে দিয়েছিল। এরজন্য কি ওকে অপরাধের ভাগিদার হতে হবে? সে আরেকজনের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করছিল–কিন্তু সেটাও তো একটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। নাওকির জীবনে এখনো অনেক কিছু করার আছে, আমি ওকে এরকম কিছুতে জড়িয়ে এখনই ওর জীবন শেষ হতে দিতে পারি না। ওকে এই বয়সে একজন খুনের আসামি বানাতে পারি না আমি। মরিগুচিকে ঘৃণা করলেও আমি তার প্রতি ভাব দেখালাম যে, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বস্তির হাসির নিচে আমি আসলে দৃষ্টির ছুরি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করছিলাম।

নাওকির বাবাকে বলার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না কিন্তু পরে মনে হলো মরিগুচিকে কোনভাবে কিছু টাকা-পয়সা দিলে হয়ত সমস্যার সমাধান হবে। আমি চাইছিলাম তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার সুরাহা হয়ে যাক। উনি আবার আরেকদিন এসে নতুন ঝামেলা পাকাক সেটা চাইছিলাম না। এ থেকে পাকাপাকিভাবে মুক্তি পেতে চাইছিলাম।

কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপার হলে এর মধ্যে নাওকির বাবাকে জড়িত করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার। তাই উনি যখন কাজ থেকে বাসায় ফিরলেন আমি সংক্ষেপে তাকে সব খুলে বললাম, মরিগুচির সাথে কথা বলতে বললাম। কিন্তু দেখা গেল মরিগুচি টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বুঝলাম না, তাহলে উনি এখানে কী করতে এসেছিলেন?

আমার স্বামী বললেন, পুলিশকে সব জানানো উচিত। উনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? আমি উনাকে বললাম নাওকিকে অপরাধির সঙ্গি হিসেবে জেলে নেয়া হতে পারে, অথচ তারপরেও উনি বললেন এটা নাকি সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। আমার মনে হয় একজন পুরুষের কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। সে নাকি একজন বাবা। আমার আফসোস হতে লাগল

BanglaBook.org

এরকম পরিস্থিতিতে তাকে সব কথা খুলে বলার জন্য। নাওকিকে একাই রক্ষা করতে হবে আমাকে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্রথম থেকেই নাওকি যা যা বলেছে সবটুকু বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বেচারা নাওকি শুধু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল আর ওই হারামজাদা ওয়াতানাবে ওকে জোর করে নিয়ে ব্যাপারটায় জড়িয়ে ফেলে। কিংবা মরিগুচি ব্যাপারটার জন্য দায়ি। হয়ত উনি নিজেই সব কাহিনী বানিয়েছেন। হয়ত তার মেয়ে আসলেই পা ফস্‌কে পুলে পড়ে গিয়েছিল। মেয়েকে স্কুলে নিয়ে আসার কারণে উনিই আসলে প্রধান অপরাধি। কিন্তু সত্যকে নিজে মেনে নিতে না পেরে নাওকি আর ওয়াতানাবের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন, হয়ত তারা স্রেফ দুর্ভাগ্যক্রমে ওখানে ছিল। হয়ত ওদেরকে মিথ্যে বলতে বাধ্য করেছেন তিনি। আমি নিশ্চিত, সত্য এরকম কিছু একটাই হবে।

নাওকির মত সোনার টুকরো ছেলে কী করে এর মধ্যে জড়িত হতে পারে? আমার বোঝা উচিত ছিল এর মধ্যে নিশ্চয় কোন গড়বড় আছে...মরিগুচি ওকে জোর না করলে সে নিশ্চয়ই আমাকে সত্যিটা বলতো।

এরকম কিছুই হবে। নিশ্চয়ই সবকিছু ওই জঘন্য মহিলার বানানো। তারমানে, ওয়াতানাবে ছেলেটাও আসলে একজন ভিক্টিম।

সব দোষ আসলে মরিগুচির। শয়তান মহিলা।

BanglaBook.org

মার্চ ২২

শিক্ষাবর্ষের শেষদিন ছিল আজকে।

বুঝতে পারছিলাম সেদিন মরিগুচি যাওয়ার পর থেকে নাওকি বিষন্ন হয়ে আছে। কিন্তু তারপরেও সে প্রতিদিন স্কুলে গিয়েছে, যে কারণে খুব একটা দুশ্চিন্তা করিনি।

আজকে স্কুল থেকে ফিরে সে সোজা তার রুমে ঢুকেছে। ডিনারের সময়ও বের হয়নি। গুডনাইট না জানিয়েই বিছানায় গিয়েছে। আমার মনে হয়, এতদিন এতসব টেনশনের পরে এখন সে ক্লান্ত। বেচারার সব ক্লান্তি একবারে বেরিয়ে এসেছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ও এখন একটু বিশ্রাম পাবে। কিন্তু এপ্রিলে নতুন

শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে আবার গিয়ে বেচারাকে মরিগুচির সামনে পড়তে হবে। ভাবতেই খারাপ লাগছে আমার।

মার্চ ২৭

ছুটির প্রথম দিন থেকেই খেয়াল করেছি নাওকি একটু অন্যরকম ব্যবহার করছে। প্রায় হঠাৎই বলা যায় ওর মধ্যে শুচিবায়ু দেখা দিয়েছে। কিংবা কোন ধরনের অবসেসিভ কম্পাল্‌সিভ ডিসঅর্ডার হবে হয়ত।

প্রথম টের পেলাম যখন ডিনারে বড় বোলে সবাইকে একবারে খাবার দেয়ার বদলে সে বলল তাকে আলাদা প্লেটে করে খাবার দিতে। অথচ সে কিনা আমার বা অন্যদের প্লেট থেকে সবসময় রয়ে যাওয়া খাবার টুকিয়ে খেত।

প্রতিদিন মনে হচ্ছে নতুন কিছু যোগ হচ্ছে। সে চায় তার কাপড়-চোপর আলাদা ধোওয়া হবে, সে চায় তার গোসল করার পর কেউ গিয়ে গোসল করবে না।

টিভিতে আমি এরকম জিনিস সম্পর্কে দেখেছি, একেক সময় এরকম আজব কিছু চিন্তাধারার সময় যায়, বয়ঃসন্ধির সাথে জড়িত বিষয়টি। তা-ও ও যেভাবে বলত সেভাবেই সব করতাম। জানি না এতে কোন লাভ হয় কিনা কিন্তু ব্যাপারটা একদম স্পষ্ট যে, সে চায় না তার পরা বা ব্যবহার করা কোন কিছু আমি স্পর্শ করি।

আগে কখনো সে বাসার কোন কাজ করেনি, এখন হঠাৎ সে নিজের প্লেট বাটি নিজে ধুচ্ছে, নিজের কাপড় চোপড় নিজে পরিস্কার করছে। শুধু ওরগুলো যদিও। লিখতে লিখতে আমার মনে হচ্ছে ও একজন আদর্শ সন্তান, সোনার টুকরো মানিক আমার। কিন্তু ওকে কাজ করতে দেখলে আমার তো খারাপ লাগে। প্রায় এক ঘন্টা লাগিয়ে ও ওর প্লেট বাটি গ্লাস ঘষে ঘষে পরিস্কার করে। তারপর ও ওর সাদা, রঙিন সব জামাকাপড় একসাথে ওয়াশিং মেশিনে ধুতে দেয়। প্রচুর ব্লিচ ব্যবহার করে। কয়েকবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওয়াশ করে। ওর ভাবসাবে মনে হয় যেন, সব জীবাণু চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

যাই হোক, আমার মনে হয় ওসিডি ধরনের কিছু হলেও ব্যাপারটা আমি গ্রহণ করে নিতে পারতাম আর কী করা যায় তা নিয়ে ভাবতাম। কিন্তু নাওকির ব্যাপারটা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছিল। একই সাথে ও ওর আশেপাশের সবকিছু পরিস্কার করছে আর নিজের জন্য করছে ঠিক উল্টোটা।

BanglaBook.org

ও ভীষণ নোংরা হয়ে উঠছিল। নিজের শরীর কোনভাবেই পরিস্কার করতে চাইত না। আমি ওকে যত বলতাম নিজের যত্ন নিতে হবে, ও কানেই তুলত না। চুল আঁচড়ানো, দাঁত ব্রাশ করাও বন্ধ করে দিয়েছিল। আগে ও গোসল করতে ভালোবাসত, এখন গোসলের ধারে কাছেও যেতে চায় না। আজকে ও যখন হল দিয়ে নেমে আসছিল আমি মজা করে বাথরুমের দিকে ওকে টেনে নিতে গেলাম। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমাকে ছোঁবে না!" ওর এরকম গলা আমি কখনো শুনিনি। এই প্রথম ও আমার সামনে চিৎকার করে কথা বলল। আমি নিজেকে বুঝ দিলাম, ও ওর বিদ্রোহি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরেও অনেক মন খারাপ হলো।

কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই সে এসে কিছুই হয়নি এমন ভাব করে কয়েক বছর আগের একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে লাগল। আমি জানি না, কতদিন এসব সহ্য করতে পারবো।

মার্চ ৩১

প্রতিবেশিদের একজন আজকে এসেছিল। কিয়োটি ট্রিপ থেকে ফেরার সময় তারা কিছু বিন কেক নিয়ে এসেছে। নাওকি কখনোই বিন দিয়ে বানানো মিষ্টি খাবার পছন্দ করত না। তারপরেও আমি ভাবলাম ওর রুমে কিছু নিয়ে গিয়ে দেখা যাক আগ্রহ দেখায় কিনা।

সেজন্যে ও না করলে আমি অবাক হইনি। কিন্তু একটু পরে কিচেনে এসে বলল ওর মন বদলেছে, বিন কেক খেয়ে দেখতে চাইছে এখন। আমি চা বানাবার পর আমরা একসাথে খেতে বসলাম। স্বীকার করছি, আমার তখন বেশ নার্ভাস লাগছিল।

প্রথমে এক টুকরো ভেঙে খেলো সে। এরপর আস্ত কেকটা একেবারে মুখে দিয়ে গিলে ফেলল। তারপরই, যে কোন কারণে হোক কাঁদতে শুরু করল।

"আমি কখনো বুঝিনি বিন কেক এত মজার খেতে!" বলল সে। "কেন এতদিন জানতাম না এটা!"

ওকে যখন কাঁদতে দেখলাম তখন উপলব্ধি করলাম, ওর এই শুচিবায়ু আর অপরিস্কার থাকার সাথে বয়ঃসন্ধি কিংবা বিদ্রোহি অবস্থা, ওসিডি কিংবা অন্য কোন কিছুর কোন সম্পর্ক নেই। ওই শয়তান মরিগুচির মেয়ের কারণেই ওর এসব সমস্যা হচ্ছে।

BanglaBook.org

"যত ইচ্ছে করে খাও," বললাম ওকে।

সে বক্স থেকে আরেকটা কেক বের করে আস্তে আস্তে এক কামড় এক কামড় করে খেলো। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, ও যতক্ষণ চাবাচ্ছিল ততক্ষন ওই মেয়ের কথাই ভাবছিল। হয়ত ভেবে ভেবে কষ্ট পাচ্ছিল, মেয়েটা আর কোনদিন এরকম মজার খাবার খেতে পারবে না। কী মিষ্টি ছেলে আমার!

আমার মনে হয় শুধু বিন কেক খাওয়ার সময়ই না, সবসময় ও ওই মরা মেয়ের কথা ভাবে। যখন যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন। ওর এই ধোওয়াধুয়ির ব্যাপারটা আসলে ওই ভয়াবহ স্মৃতি ধুয়ে ফেলার চেষ্টামাত্র। একই সাথে ও ওর নিজেকে অবজ্ঞা করছে, নোংরাভাবে থাকছে কারণ নিজের ভালোভাবে থাকাকে হয়ত ও অপরাধ হিসেবে দেখছে।

ও এখনও ওই ঘটনার জন্য নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে।

অবশেষে আমি বুঝতে পারছি কেন সে গত কয়েকদিন এমন অস্বাভাবিক আচরন করছিল। খারাপ লাগছে ভেবে যে, ও কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা কেন আমি প্রথমেই বুঝিনি। পুরোটা সময় ও আসলে আমার সাহায্য চাইছিল আর আমি অন্ধের মত তা এড়িয়ে গিয়েছি, দেখতে পাইনি।

আমার বিশ্বাস আরও জোরাল হলো যে, সব নাটের গুরু ওই হারামজাদি মরিগুচি, ওর সব মিথ্যে অভিযোগ আর ওর শয়তানি খেলা। নিজের অপরাধবোধ থেকে যদি বাঁচতেই চায় তাহলে তার কি উচিত ছিল না নিজের উচ্চতার কাউকে অন্তত বেছে নেয়ার? নাওকির মত একটা কিউট ছোট বাচ্চার উপর সবকিছু চাপিয়ে দেয়ার মত খারাপ আর কি কিছু হতে পারে? সে নিজের অপরাধবোধ থেকে বাঁচতেই চাকরি ছেড়েছে, আর কোন কারণ নেই। না-হলে আগামি বছর নতুন ক্লাসে একই ছেলেপেলেদের সামনে পড়তে হতো। কোন উপায় ছিল না। আমি ভাবছিলাম প্রিন্সিপ্যালকে লিখে জানাই, ওর জায়গায় একজন দায়িত্ববান যুবককে নেয়া হোক।

নাওকির দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করতে হবে। ওর দরকার এখন সবকিছু ভুলে যাওয়া। আর বেদনাদায়ক স্মৃতি ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এরকম ডায়েরি লেখা।

মিডল স্কুলে থাকতে আমার একজন প্রিয় টিচার আমাকে এটা শিখিয়েছিলেন। আমি কতটা সৌভাগ্যবতি ছিলাম যে, এরকম অসাধারন একজন টিচার পেয়েছিলাম। আর নাওকির কপালে কিনা জুটলো মরিগুচির মত এক শয়তান হারামজাদি?

BanglaBook.org

নাওকির দুর্ভাগ্য। কিন্তু ওর ভাগ্য ফিরে আসবেই। এ ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত।

এপ্রিল ৩

আজকে স্টেশনারির দোকানে গিয়েছিলাম। চাবি দিয়ে লক করা যায় এমন একটা ডায়েরি কিনেছি। লক করা গেলে মনে হয় ভেতরে যা লেখা হয়েছে তা আসলেই কোথাও আটকে গেল।

কিছুক্ষণ আগে আমি উপরে গিয়ে ওকে ডায়েরিটা দিয়ে বললাম, আমি জানি ওর মাথায় অনেক রকম দুশ্চিন্তা চলছে।

"কিন্তু তোমার মাথায় সব কিছু রাখার দরকার নেই," ওকে বললাম। "আমাকেও সব কিছু বলার প্রয়োজন নেই। স্রেফ এখানে লিখে রাখবে, ব্যাস্।"

বয়ঃসন্ধিতে থাকা একটা ছেলে, আমি ভয় পাচ্ছিলাম ও হয়ত ডায়েরি লেখাকে মেয়েলি কিছু ভাবতে পারে। কিন্তু ও কিছু না বলে ডায়েরিটা নিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

"থ্যাংকস মা, আমার লেখার হাত ভালো না, কিন্তু তারপরেও আমি চেষ্টা করবো।"

ততক্ষনে আমিও কাঁদছিলাম, কিন্তু এখন কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি। দুশ্চিন্তা কমেছে। আমি নিশ্চিত, ও আবার শক্ত হয়ে ফিরে আসবে। আমি নিশ্চিত, ওকে ওর খারাপ স্মৃতি ভুলে যেতে আমি সাহায্য করতে পারবো।

আমি একদম নিশ্চিত।

এপ্রিল ৮

যেসব বাজে ব্যাপার সাধারণত ভুলে যেতে চাই, সেগুলো আমি ডায়েরিতে লিখে ফেলি। কিন্তু আজকে এমন কিছু লিখবো যা আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছে।

মারিকো এসে জানালো সে প্রেগন্যান্ট! ওর মাত্র তিন মাস চলছে, শরীর দেখে কিছু বোঝা যায় না অবশ্য। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায়–আত্মবিশ্বাসি এবং হাসিখুশি, মা হওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরি সে।

BanglaBook.org

নাওকির জন্য ও নাওকির প্রিয় ক্রিম পাফ এনেছিল, আমরা তিনজন একসাথে বসে খবরটা সেলিব্রেট করবো ভাবছিলাম। কিন্তু আমি যখন উপরে ওর রুমে গেলাম ও নিচে যেতে রাজি হলো না। বলল, ওর ঠান্ডা লেগেছে, আর ও চায় না এ রকম ছোঁয়াচে রোগ ওর বোনেরও হোক।

মারিকো একটু মনঃক্ষুন্ন হলেও সে বলল, ওর স্বামীর চেয়ে নাওকি নাকি অনেক বেশি সুবিবেচক। তারপর অভিযোগের বান্ডিল খুলে বসল সে। ওর স্বামী নাকি আশেপাশে বসে ধূমপান করে যায়, অথচ ঠিকই জানে প্রেগন্যান্ট মহিলাদের জন্য ব্যাপারটা মোটেও ভালো নয়।

সে বকবক করেই গেল কিন্তু আমি মন দিয়ে শুনছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম নাওকিকে আমি ভুল ভেবেছি। ওর অস্বাভাবিক আচরণের দিকে আলাদা করে এত মনোযোগ দিয়েছি যে, ওর উপর থেকে দৃষ্টি সরে গিয়েছিল। ও আর শুধু আমার মিষ্টি ছেলেটি নেই, ও একজন দায়িত্ববান, চিন্তাশীল পুরুষ হিসেবে বেড়ে উঠছে। ওর বোনের প্রতি ওর চিন্তা এর প্রমান। আমার খুব ভালো লাগল কথাটা ভেবে।

আরও খুশি হলাম যখন মারিকো চলে যাওয়ার সময় সে জানালা দিয়ে ওর দিকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাল। "কংগ্রাচুলেশন্স, মারিকো!" ও বলল।

"থ্যাংকস, নাওকি।" মারিকোও যেতে যেতে হাত নাড়িয়ে বলল।

ওদের দুজনকে দেখতে দেখতে মা হিসেবে নিজের দক্ষতার উপর যেটুকু সন্দেহ ছিল আমার সেটাও উধাও হয়ে গেল। আমার সন্তানেরা ঠিকভাবেই মানুষ হচ্ছে।

আমি নিজে চমৎকার একটি পরিবারে বড় হয়েছি। আমার বাবা ছিলেন কড়া মেজাজের মানুষ, মা ছিলেন আদর্শ স্ত্রী, সেই সাথে আমি আর আমার ভাই, নিখুঁত পরিবার। আমাদের সব আত্মীয় আর প্রতিবেশিরা সবসময় বলত, তারা আমাদেরকে কত পছন্দ করত, আমাদের সুখের সংসারকে কী পরিমান ঈর্ষা করত। মা বাসার সব কাজ করতেন। আমার বাবা দিনে গাধার মত খাটতেন, রাতে আমাদের সময় দিতেন। তার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কারণে আমরা আমাদের আশেপাশের পরিবারগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থায় ছিলাম।

আমার মা আমাকে শাসন করতেন, আমার ট্রেনিং দেখাশোনা করতেন। খেয়াল রাখতেন আমার সবকিছু যেন ঠিকঠাক মত চলে–ভদ্রতা, ব্যবহার,

BanglaBook.org

যাবতিয় ছোটখাট খুঁটিনাটি–এসব আমাকে সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে শেখাবে, যেখানেই আমি যাই না কেন, বা যাকেই বিয়ে করি না কেন। অন্যদিকে আমার ভাই ছিল দুষ্টু, ওকে অতিরিক্ত আদর দেয়া হতো। কিন্তু সেই সাথে আত্মবিশ্বাসি হতেও শেখানো হয়েছিল, নিজের চিন্তা মতামতের উপর চলতে বলা হয়েছিল। বাবা তার পুরো শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন বাইরের কাজে। আর আমার মা গৃহস্থালি জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং কোন সমস্যা হলে মা নিজে সবকিছুর সমাধান করতেন।

আমার মনে হয় আমাদের সৌভাগ্য, এই দুঃখজনক ঘটনাগুলো আমাদের জীবনে এসেছিল একটার পর একটা। আমি যখন মিডল স্কুলে, আমার বাবা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন। আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর প্রায় পরপরই তিনিও মারা গেলেন। আমার ভাই ছিল আমার চেয়ে আট বছরের ছোট। আমাদের আত্মীয়রা যখন আমাদের দায়িত্ব নিলেন তখন ও একদমই বাচ্চা ছেলে। বয়সের ব্যবধানের কারণে আমি সেসময় থেকে ওর পালক মায়ের ভূমিকা নিলাম। মায়ের পথ অনুসরণ করে আমি নিজেকে সংযত রাখলাম, ভাইকে আদরের সাথে বড় করতে লাগলাম। ভাবতে ভালো লাগে, সেজন্যে আমার ভাই প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটাতে সুযোগ পেয়েছিল। এরপর এখন বড় একটা কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে, নিজের বাড়ি করেছে, সুন্দর জীবন ওর।

সেজন্যই আমার মনে হয় যদি আমি মায়ের পথ অনুসরণ করি তাহলে কোন কিছু ভুল হওয়ার কথা নয়।

নাওকির মধ্যে ওসিডি আর নিজেকে উপেক্ষা করার মিশ্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থাকে এরচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু ওকে ডায়েরি লিখতে দেয়ার পর মনে হয় ওর মানসিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে।

এখন মনে হচ্ছে, যদি অতীতের কথা চিন্তা করি, আমার বড় দুই মেয়েও এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। মারিকো যখন মিডল স্কুলে ছিল তখন হঠাৎ ঠিক করল আর পিয়ানো শিখবে না। কিয়োমিও একই বয়সে আমি ওর জন্য যেসব জামা-কাপড় কিনতাম সেগুলো পরতে চাইত না।

নাওকির দুর্ভাগ্য যে, ওর বয়োঃবৃদ্ধির এরকম সংবেদনশীল সময়ে একটা বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে গেল। আমার মনে হয় ও এখনও ভাবছে

BanglaBook.org

পরবর্তি পদক্ষেপ কী হতে পারে, ওর জীবন কী হতে পারে। আমাকেও ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আমি যদি ওর প্রতিটি কাজে প্রশংসা করতে থাকি আর নিঃশর্ত ভালোবাসা দেই, যেমন আমার মা আর আমি আমার ভাইয়ের জন্য দিয়েছিলাম, তাহলে আমি নিশ্চিত, আমি আমার সোনার টুকরো মিষ্টি নাওকিকে ফেরত পেতে বাধ্য। কিংবা হয়ত এখনকার চেয়ে আরো পরিণত অবস্থায় নাওকিকে ফিরে পাবো।

ওর শুধু দরকার এই বসন্তের ছুটিতে পুরো বিশ্রাম আর সেরে ওঠা।

এপ্রিল ১৪

কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হলো এই সামাজিক সমস্যা। অনেক যুবক-তরুণ দেখা গেল সমাজ থেকে ছিটকে পড়ছে। তাদের নাম দেয়া হলো 'হিকিকোমরি'। প্রতি বছর তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ব্যাপারটা এখন বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি যখন এসব কাহিনী শুনি, আমার মনে হয় আসল সমস্যা তাদের নামে নয়। যেসব ছেলেমেয়েরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কাজ খুঁজতে থাকে তাদেরকে কোন একটা নামে আখ্যায়িত করার ধারণাটাই ভুল। আমি বিশ্বাস করি সমাজে অংশগ্রহনের মাধ্যমে আমরা জীবনে নিজেদের স্থান খুঁজে পাই, স্থিতি বোধ করি। কোন এক স্থানে এসে অবস্থান নিতে এসে আমরা সে জায়গার উপাধি গ্রহণ করি–মা, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি। কোথাও কোন জায়গা নেই, কোন উপাধি নেই–এসবের অর্থও হলো আপনি কোন সমাজের অংশ নন। তাই আমার মনে হয়, বেশিরভাগ সাধারণ লোকজন যখন নিজেদেরকে কোথাও বসাতে পারে না, তখন ভয়াবহ দুশ্চিন্তা কিংবা উদ্বেগ বোধ করে আর সমাজে নিজের স্থান বের করতে যত দ্রুত যা করা সম্ভব তার সবকিছু করার চেষ্টা করে।

কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি এসব তরুণদের 'হিকিকোমরি', বা এরকম কোন নামে ডাকতে থাকেন, তখন সেগুলোই তাদের উপাধি, তাদের স্থান হয়ে যায়। তারা নিজের বাড়ির মত স্বস্তিদায়ক কোন জায়গা খুঁজে পায়। স্কুল থেকে ছিটকে পড়ার পরও সমাজে তাদের একটা কার্যকরি ক্রিয়াশীল অবস্থান সৃষ্টি হয়। তাহলে কেন তারা কষ্ট করে স্কুলে যাবে কিংবা চাকরি খুঁজতে যাবে বলুন?

BanglaBook.org

যখন কোন সমাজ এরকম নাম আর অবস্থানকে গ্রহণ করে ফেলে তখন আমাদের হাতে আসলে করার মত তেমন কিছু বাকি থাকে না। তারপরেও আমি বুঝি না, কোন বাবা-মা কী করে নিজের সন্তানকে হিকিকোমরির মত কোন নামে ডাকতে পারেন। এর একটাই ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তারা হয়ত ভেবে নিয়েছে তাদের সন্তানদের পরিস্থিতির জন্য অদক্ষতা কিংবা সমাজের অন্য যে কোন কিছুর উপর দোষ চাপিয়ে দিলেই হবে, কিন্তু নিজের সংসারের পরিস্থিতির ব্যাপারে তারা চোখ বুজে থাকবে।

এভাবে তারা আসলে নিজেদেরকেই বোকা বানাচ্ছে। স্কুল, সমাজ হয়ত কোনভাবে সমস্যার সাথে জড়িত থাকতে পারে কিন্তু একটা শিশুর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় তার ঘরের ভেতরে। সুতরাং সমস্যার শিকড় সেখানেই হওয়ার কথা।

একটা শিশু হিকিকোমরিতে পরিণত হয় তার পারিবারিক জীবনের কারণে। আর সেকারণেই নাওকি কোন হিকিকোমরি নয়।

সপ্তাহখানেক আগে নতুন টার্ম শুরু হয়েছে কিন্তু সে এখনো স্কুলে যায়নি। প্রথমদিন সে বলেছে তার জ্বর জ্বর লাগছে, তাই আমি কোন কথা না বলে ওকে বাসায় থাকতে দিয়েছি। স্কুলে ফোন করলে একজন তরুণ ফোন ধরলেন, জানা গেল তিনি নাকি নতুন হোমটিচার। খুশি হলাম ভেবে যে, অবশেষে প্রিন্সিপ্যালের চোখ খুলল। কথা শেষে আমি সোজা নাওকির রুমে গিয়ে ওকে এই খবর দিলাম।

"একজন তরুণ শিক্ষক নিশ্চয়ই একজন সিঙ্গেল মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হবেন," বললাম তাকে।

কিন্তু পরেরদিনও ওর 'জ্বর জ্বর' লাগছিল আর তারপরের দিন থেকে ওর মধ্যে স্কুলে যাওয়ার জন্য কোন আগ্রহ দেখা গেল না। আমি ওর কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে গেলে খ্যাঁক করে উঠে গুঁতো মেরে আমার হাতে দাগ ফেলে দিলো। থার্মোমিটার নিয়ে আসলে নতুন অজুহাত বের করল। "ঠিক জ্বর জ্বর না, মাথাব্যথা করছে।"

আমি নিশ্চিত, ওর শরীর ঠিকই আছে। কিন্তু ও ইচ্ছে করে স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে না। স্কুলে যাওয়ার কথায় সেই পুরো ঘটনা নতুন করে ওর সামনে এসে পড়ছে, আমার মনে হয় সে কারণে ও বাসা থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না।

ও হয়ত মনে মনে ক্লান্ত বোধ করছে। ওর আরও বিশ্রাম দরকার। আমি ওকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাব, যাতে একটা অজুহাত তৈরি করতে পারি। কোন ডায়াগনোসিস ছাড়া যদি ও বাসায় পড়ে থাকে তাহলে আশেপাশের সবাই ওকে হিকিকোমরি ডাকা শুরু করবে।

BanglaBook.org

ওর হয়ত ব্যাপারটা পছন্দ হবে না কিন্তু মাত্র একবারের জন্য হলেও আমাদেরকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। জোর করে হলেও ওকে নিতে হবে।

এপ্রিল ২১

আজকে আমি নাওকিকে পাশের শহরের এক সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

জানতাম ও যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে, কিন্তু আমি ওই অভিভাবকদের মত হতে চাইনি যারা নিজের ছেলেমেয়েদের সামলাতে পারে না, যারা কিনা নিজেদের সন্তানদের হিকিকোমরি বলে ডাকে।

"তুমি যদি আমার সাথে ডাক্তারের কাছে না যাও," আমি ওকে বললাম, "তাহলে তোমাকে স্কুলে যেতে হবে। আর তুমি যদি ডাক্তারের কাছে যাও আর ভালো একটা কারণ বের করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে স্কুলে যেতে জোরাজুরি করবো না। আমি জানি, তুমি হয়ত বুঝতে পারছো না, কিন্তু মানসিক সমস্যা এখন সত্যিকারের সমস্যা হিসেবেই ধরা হয়। স্রেফ ওদের সাথে গিয়ে কথা বলো, তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

ও ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল।

"ওরা নিশ্চয়ই রক্ত পরীক্ষা করবে না?" প্রশ্ন করল সে। ইনজেকশনের ব্যাপারটা ও ছোট থেকেই ভয় পায়। আর এর জন্য হয়ত ওর প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল। ছোট্ট একটা লক্ষ্মি বাচ্চা ছেলে আমার।

"কোন চিন্তা কোরো না, আমি ওদেরকে বলবো তোমাকে কোন ইনজেকশন না দিতে।"

এরপর ও যেতে রাজি হলো। তখন হঠাৎ আমার মনে হলো, গত টার্মের পর একদিনও ও বাসা থেকে বের হয়নি।

ডাক্তারের ওখানে ওরা একটা ছোটখাট ফিজিক্যাল টেস্ট করার পর ঘন্টাখানেক ধরে কাউন্সেলিং চলল। ওরা যা প্রশ্নই করুক না কেন নাওকি শুধু নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল, কোন উত্তর দিলো না। ওকে দেখে মনে হলো ও কোন অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছে না, শারীরিক অথবা মানসিক কোন কারণে। যে কারণে আমি নিজে আগ বাড়িয়ে ডাক্তারকে সব খুলে বললাম।

আমি উনাকে জানালাম, নাওকিকে ওর গত বছরের হোমটিচার একটা অপরাধের সাথে মিথ্যেভাবে জড়িয়ে ফেলে যার ফলে ও আর স্কুলে যেতে মন থেকে সায় পাচ্ছে না। ওর শুচিবায়ু আর অন্য সমস্যাগুলোও জানালাম।

BanglaBook.org

ডাক্তার আমাদের জানালেন নাওকির সমস্যাটার নাম 'অটোনমিক আটাক্সিয়া'। তিনি বললেন, নাওকিকে স্কুলে পাঠানো নিয়ে কোন জোরাজুরি না করতে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ওকে সমস্যার মূল কারণ থেকে দূরে রাখা, বিশ্রাম করতে দেয়া। আমাকে জোর দিয়ে বলা হলো ওকে বাসায় রাখতে হবে।

ফেরার পথে নাওকিকে জিজ্ঞেস করলাম ও কিছু খেতে চায় কিনা। ও বলল হ্যামবার্গার খেতে চায়, সেইসাথে একটা ফাস্ট-ফুড চেইনের নামও বলল। আমি এইসব জায়গা পছন্দ করি না কিন্তু ওর বয়সি ছেলেমেয়েরা হয়ত মাঝে মাঝে এসব খাবার খেতে পছন্দ করে। আমরা স্টেশনের সাথে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে গেলাম।

একটা পেপার ন্যাপকিন দিয়ে বার্গার মুড়িয়ে নিলাম যাতে তেল স্পর্শ না করতে হয়। খেতে খেতে উপলব্ধি করলাম নাওকি ওর নতুন শুচিবায়ুর কারণে এরকম একটা ফাস্ট-ফুড চেইন বেছে নিয়েছে। এরকম জায়গায় প্লেট, কাঁটাচামচ ব্যবহারের দরকার পড়ে না, অন্যদের ব্যবহার করা জিনিস ব্যবহার করা হয় না এখানে। আমাদের ব্যবহার করা জিনিস আমাদের পর আর কেউ ব্যবহার করতেও যাবে না।

একটা ছোট মেয়ে আর তার মা পাশের টেবিলে বসেছিল, মেয়েটার বয়স চার হবে হয়ত। এরকম একটা জায়গায় এরকম ছোট বাচ্চাকে আনায় আমি প্রথমে ওর মায়ের উপর বিরক্ত হলাম। পরে দেখি মেয়েটা শুধু দুধ খাচ্ছে। একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলাম তখন। কিন্তু একটু পরেই ওর হাত থেকে দুধের কার্টনটা ফ্লোরে পড়ে ফেঁটে গেল। দুধ ছিটকে এসে নাওকির জুতো আর প্যান্টেও লাগার সাথে সাথে ভুতে ধরা লোকের মত উদভ্রান্ত হয়ে বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। যখন ফিরে এলো তখন বেচারার মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কোন সন্দেহ নেই ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর শরীরও হয়ত ঠিক নেই। ডাক্তারের দেয়া কাগজ কাল আমি স্কুলে পাঠাবো, আর ও যাতে কিছুদিন বাসায় আরাম করতে পারে সেদিকে নজর রাখবো।

মে ৪

নাওকি এখন সবকিছু পরিস্কারের পেছনে আরো বেশি সময় ব্যয় করে।

হাত-পায়ের নখ জঘন্য রকমের বড় হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওর সব

BanglaBook.org

মনোযোগ প্লেট ধোওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সারাদিন ধরে কাপড় ধুচ্ছে আর শুকোচ্ছে। কাপড়গুলোর সুতা বেরিয়ে যাচ্ছে ধুতে ধুতে। আর প্রতিবার বাথরুম ব্যবহারের পর টয়লেট, দেয়াল এমনকি দরজার হাতলও পরিস্কার করে।

ওকে বলেছি এসব আমি নিজে করতে পারবো কিন্তু ও কানে তোলে না। আমি সাহায্য করতে গেলে, ওর প্লেট কিংবা কাপড় ধরলে ও চিৎকার করে ওঠে। ঠিক আছে, ও যা করছে তাতে কোন দোষ নেই, আর আমার উচিত ওকে নিজের মত থাকতে দেয়া। কিন্তু তারপর মনে হয় এসব কিছু হচ্ছে ওর স্কুলের ঘটনাটার জন্য, আর তখন নিজের কিছু করতে ইচ্ছে করে।

আমি জানি ওর সপ্তাহে অন্তত একদিন গোসল করা উচিত। কিন্তু ও যেহেতু বাইরে কোথাও যাচ্ছে না, ঘামছে না কিংবা ময়লা লাগছে না তাই ব্যাপারটা অতটা খারাপ অবস্থায় নেই।

সারাদিনের মধ্যে চা খাওয়ার সময়টা আমার সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত। নাওকির মুড ভালো থাকলে আমি কোন ট্রিট তৈরি করে আনি। ওই প্রতিবেশিরা বিন কেক আনার পর এটা শিখেছি আমি। আমরা একসাথে বসে খাই। কখনো কখনো সে বলে, সে আমার বানানো স্পেশাল প্যানকেক খেতে চায়। ও এখন আর আমার সাথে শপিঙে যায় না, কিন্তু দোকান থেকে ওর পছন্দমত কিছু কিনে আনতে আমার ভালোই লাগে।

জানি না দিনের বাকিটা সময় ও কী করে কাটায়। হয়ত কম্পিউটারে কাজ করে, ভিডিও গেমস খেলে, কিংবা ঘুমিয়ে। যাই হোক, ও সারাক্ষণ ওর রুমেই থাকে, একদম শব্দ করে না।

হয়ত ও নিজেও জীবন থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি চায়।

মে ২৩

আজকে নাওকির নতুন হোম-রুম টিচার ইয়ুসিতেরু তেরাদা বাসায় এসেছিলেন খবর নিতে।

এর আগে অনেকবার তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে কিন্তু সামনাসামনি দেখা হওয়ার পর আমি তার প্রাণশক্তি আর নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। নাওকি ওর রুম থেকে বের হয়নি। কিন্তু তেরাদা-সেন্সেই আমার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

তিনি সাথে করে নাওকির ক্লাসের নোটগুলো নিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ

BanglaBook.org

করে এজন্য আমি তার প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ, কারণ ওর পড়াশুনা নিয়ে আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। ওর হয়ত বাসায় বিশ্রাম করা দরকার কিন্তু সেজন্যে পড়াশুনায় পিছিয়ে যাক তা আমি চাই না। এই তেরাদা ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয়ে মনে হলো তিনি খুবই দায়িত্ববান একজন শিক্ষক।

একটা ব্যাপারে একটু বিরক্ত হয়েছি অবশ্য; তিনি সাথে করে মিজুকি কিতাহারাকে নিয়ে এসেছিলেন। ভদ্রলোক হয়ত ভেবেছেন একজন ক্লাসমেট সাথে আসলে নাওকি সহজ বোধ করবে। সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে নিয়ে আসলে ভালো হতো, এমন কাউকে যে এই এলাকায় থাকে না।

নাওকির সমস্যার পর থেকেই আমি ওর স্কুলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। তেরাদা-সেন্সেই ওদেরকে ক্লাসে কী বলেছেন আমার জানা নেই। কিন্তু মিজুকি যদি বাসায় গিয়ে ওর বাবা-মাকে বলে নাওকি হিকিকোমরি হয়ে গিয়েছে, আর তারা তাদের বন্ধুদেরকে বললে পুরো শহরের জানতে খুব বেশি সময় লাগবে না। যাই হোক, আমি কালকে স্কুলে ফোন করে তেরাদাকে ধন্যবাদ দেবো, তাকে বলবো নাওকির ক্লাসমেটরা যদি ওর জন্য কিছু লিখে পাঠায় তাহলে হয়ত নাওকির মানসিক অবস্থার জন্য ব্যাপারটা ভালো হতে পারে।

এরপর আমি নাওকিকে নোটগুলো দিতে উপরে ওর রুমে গেলাম। দরজা খুলতেই ও আমার দিকে ডিকশনারি ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে বিশ্রি গালিগালাজ করতে লাগল। আমি নাকি নির্বোধ এক বুড়ি, যে কিনা জনে জনে ওর কাহিনী বলে বেড়াচ্ছি। আমার মনে হচ্ছিল আমার হৃদপিণ্ড যে কোন সময় থেমে যাবে। ওকে আমি কক্ষনো এমন ভাষা ব্যবহার করতে শুনিনি। আমি এমনকি বুঝতেও পারছিলাম না ওর ক্ষেপে যাওয়ার কারণটা কী। পরে ওর জন্য ওর প্রিয় হ্যামবার্গার বানালাম কিন্তু ও ডিনার করতে নিচে এলো না।

আমার মনে হয় তেরাদা-সেন্সেই নাওকিকে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন। ব্যাপারটা আমাকেও সাহস জোগাল।

জুন ১২

নাওকির শুচিবায়ু চলছেই। কিন্তু ও মনে হয় থালা-বাসন ধুতে ধুতে হাঁপিয়ে গিয়েছে। আজকে আমাকে বলল এখন থেকে ওকে পেপার প্লেটে খাবার দিতে। একই সাথে ও পেপার গ্লাস আর ডিসপোজেবল চপ্সটিক্সও ব্যবহার

BanglaBook.org

করতে চায়। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা অপচয় মনে হলেও ওকে ঠান্ডা রাখতে যা বলে তাই করবো ঠিক করলাম।

তিন সপ্তাহের বেশি হলো ও গোসল করেনি। আর সেই একই কাপড়, একই আন্ডারওয়্যার দিনের পর দিন পরে আছে। ওর চুল আঠা আঠা হয়ে গেছে, শরীর থেকে টক টক গন্ধ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত একদিন সহ্য করতে না পেরে আমি ভেজা তোয়ালে এনে ওর মুখ মুছে দিতে গেলাম। যদিও জানতাম ব্যাপারটা ওর পছন্দ হবে না। ও আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো, আমি ছিটকে গিয়ে ব্যানিস্টারের সাথে মাথায় টক্কর খেলাম।

সেদিন বিকেলে ও নাস্তা করতে নিচে নেমে এলো না।

কিন্তু ও এখনো টয়লেট পরিস্কার করেই চলছে।

কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল একটু শান্ত হয়েছিল, এখন আবার বিক্ষুব্ধ। এরকম হলো কিভাবে ও? আমার ভয় হচ্ছে ওর টিচার আর মিজুকি আসার কারণে এমন হচ্ছে। প্রতি শুক্রবার তারা বাসায় আসে। আমি খেয়াল করেছি, ওই সময় নাওকি ঘণ্টার পর ঘন্টা দরজা বন্ধ করে রুমে বসে থাকে। আমি তাকে বলেছি তাকে স্কুলে যেতে হবে না, সে বাসায় থাকতে পারে। কিন্তু সে সম্ভবত টিচার আর মিজুকি বাসায় আসার কারণে আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। সে হয়তো ভাবছে, আমি গোপনে ওকে স্কুলে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছি।

প্রথম দিকে তেরাদা-সেন্সেইর প্রাণশক্তি আর নিষ্ঠা আমাকে আশা জোগালেও এখন মনে হচ্ছে তার কাজের মধ্যে কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই। সময় যাচ্ছে আর তিনি খালি দেখা করতে আসছেন তো আসছেনই। নোট নিয়ে আসা ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। তার কোন প্ল্যান নেই। তিনি নিশ্চয়ই প্রিন্সিপ্যাল আর হেড টিচারের সাথে নাওকির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারা কী ভাবছে তা আমার কাছে পুরোই রহস্য।

আমি ভেবেছিলাম স্কুলে ফোন করে সাহায্য চাইবো কিন্তু পরে মনে হলো নাওকি যদি ক্ষেপে গিয়ে ঘর থেকে বের হওয়াই বন্ধ করে দেয়? থাক, আপাতত স্কুল থেকে দূরে থাকাই ভালো।

জুলাই ৩

আমরা একই বাসায় থাকি। অথচ কয়েকদিন হয়ে গেছে আমি নাওকিকে চোখেও দেখিনি। ও একদমই ওর রুম থেকে বের হচ্ছে না। আমি পেপার প্লেটে করে ওর জন্য খাবার নিয়ে যাই। ও বলে দরজার বাইরে রেখে

BanglaBook.org

যেতে। আমি চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এক মাসের বেশি হয়েছে গোসল বন্ধ। জামা-কাপড় বদলানোরও কোন চিহ্ন দেখি না।

বাথরুম ব্যবহারের জন্য ওকে বের হতে হয় অবশ্য। আমি যখন ব্যস্ত কিংবা বাইরে যাই তখন ও বাথরুমে যায়। বাসায় এসে আমি দেখি বাথরুম ধোওয়া হয়েছে কিন্তু বাতাসে কেমন একটা বাজে টক টক গন্ধ পাওয়া যায়। বাথরুমের গন্ধ না, বরং অনেকটা পচে যাওয়া ফলের গন্ধের মত গন্ধ।

নাওকি মনে হয় নিজেকে কোন রকম যোদ্ধা মনে করছে। শরীরে ময়লাকে ভাবছে বর্ম, নিজের রুমকে হয়ত ভাবছে নিরাপদ দুর্গ।

আমি ভেবেছিলাম যদি শুধু অপেক্ষা করতে থাকি, আর ওকে ওর মত চলতে দেই তাহলে ও একদিন ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি একেকটা দিন যাচ্ছে আর ও নিজেকে আরও বেশি গুটিয়ে নিচ্ছে। আমার মনে হয় ওর ভয় আর দুশ্চিন্তা দূর করতে আমাকেই নিজে থেকে এগিয়ে যেতে হবে।

জুলাই ১১

ময়লায় মাখামাখি হয়ে নাওকি ওর অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন রুমে ঘুমাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাকমত চললে সন্ধ্যার আগে ওর ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা নেই।

ওর লাঞ্চে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিতে আমার খারাপ লাগছিল অবশ্য। কিন্তু ওকে পরিস্কার করার আর কোন উপায় আমি দেখছিলাম না। এই ময়লার আস্তর ওর থেকে ঘষে ওঠাতে হবে। আমার ধারণা শরীরের এই ময়লা ওর অপরাধবোধের প্রতিনিধিত্ব করে, আর ওকে দুনিয়া থেকে দূরে আটকে রাখে।

পর্দা টেনে ওর রুম অন্ধকার করা ছিল। ওর মুখ দেখতে আমাকে নাক কুঁচকে বিছানার কাছে যেতে হলো। কী সুন্দর ত্বক ছিল ওর! আর এখন তেলতেলে আঠালো হয়ে আছে, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ফোঁড়ার মত কীসব গজিয়ে উঠেছে। চুলে জমেছে খুস্কির স্তর। তারপরেও আমি ওর গালে হাত বুলিয়ে দিলাম।

কাঁচি এনে ওর কানের উপর বড় হয়ে ঝুলে থাকা চুলগুলো কেটে দিলাম। এই কাঁচি আমি ওর ফার্স্ট গ্রেডের সময় থেকে ব্যবহার করছি। চুল কাটার শব্দ বেশ জোরে জোরে হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল ও হয়ত জেগে উঠবে, কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। মোটামুটি রকমের একটা হেয়ার কাট দেয়া গেল।

BanglaBook.org

আমার আসলে হেয়ার কাটের কোন ইচ্ছে ছিল না। আমি আসলে চাইছিলাম বাজে একটা হেয়ার কাট করে দিতে যাতে ও নিজে নাপিতের কাছে যেতে বাধ্য হয়। বলা যেতে পারে আমি চাইছিলাম ওর বর্মের মধ্যে একটা ফাঁটল সৃষ্টি করতে।

কাটা চুলগুলো সারা বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল, পরিস্কার করিনি। শরীর চুলকালে নিজে গিয়েই গোসল করতে বাধ্য হবে সে। তাই ওভাবেই সব রেখে চলে এলাম।

যখন ডিনার বানাচ্ছিলাম তখন ওর কান্না শুনতে পেলাম আমি। মনে হলো যেন কোন পশু চিৎকার করছে। এতই পাশবিক শোনাচ্ছিল যে, প্রথমে বুঝতেই পারিনি, নাওকির চিৎকার। আমি দৌড়ে উপরে গিয়ে আস্তে করে ওর দরজা খুললাম, সঙ্গে সঙ্গে ওর ল্যাপটপটা আমার দিকে উড়ে এলো। যে রুম একটু আগে অস্বাভাবিক পরিস্কার ছিল তা এখন একদম ধ্বংসস্তূপ। নাওকি পশুর মত চিৎকার করছে আর যা পাচ্ছে সবকিছু দেয়ালে ছুঁড়ে মারছে।

"নাওকি! থামো!" আমি এত জোরে চিৎকার করলাম, নিজেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু ও থামল, আস্তে করে ফিরে তাকালো আমার দিকে।

"বেরিয়ে যাও," একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল আমাকে।

বুঝতে পারলাম ও অনেক ক্ষেপে আছে। বিশাল ভুল করেছি। আমার আসলে উচিত ছিল ওকে ওর মত থাকতে দেয়া, যা হয় হোক। আমার জীবনে এই প্রথম আমার সন্তানের কারণে ভয় পেলাম। আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম না, ছুটে পালিয়ে এলাম।

আমি উপলব্ধি করলাম এই ব্যাপারটা আর একা একা দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। নাওকির বাবার সাথে কথা বলতে হবে, সব খুলে বলতে হবে তাকে। কিন্তু তখনই ফোনে একটা টেক্সট মেসেজ পেলাম। বলতে গেলে এই ফোন আমি ব্যবহারই করি না। নাওকির বাবা মেসেজ পাঠিয়েছেন তাকে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে, আজকে রাতে বাসায় না-ও ফিরতে পারেন।

তারমানে ডায়েরিতে লেখা ছাড়া আমার সামনে আপাতত কিছু করার নেই।

উপরে নাওকির রুম থেকে কোন শব্দ আসছে না। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

BanglaBook.org

জুলাই ১২

লিভিং রুমের বসে লিখতে লিখতে কখন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে শাওয়ারের শব্দে ঘুম ভাঙল। আমি ভেবেছি আমার স্বামী বোধহয় বাসায় ফিরে এসেছেন। কিন্তু ড্রেসিং রুমে দেখলাম নাওকির জামাকাপড় পরে আছে।

তারমানে ও নিজেই গোসল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতরাতে ওর অবস্থা দেখার পর ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু হয়ত ঘুম দিয়ে ওঠার পর ও শান্ত হয়েছে, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছে।

ওর বর্মে ফাঁটল ধরানোর বুদ্ধি তারমানে কাজ করেছে!

এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে শাওয়ার চলল। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ও খারাপ কিছু করছে কিনা, আত্মহত্যা ধরনের কিছু। আমি কিছুক্ষণ পর পর গিয়ে বাথরুমের দরজায় কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই শুনতে পেলাম টাইল্‌সে টুল ঘষা খাওয়ার শব্দ। কিংবা কাপড় দিয়ে ঘষার শব্দ। তাই লিভিং রুমে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় দু-মাস পর গোসল করছে, সময় তো লাগবেই।

ও যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো আমি না চাইতেও মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল। নাওকি ওর মাথা পুরোপুরি ন্যাড়া করে ফেলেছে। প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে মনে হলো ভালোই হয়েছে। ন্যাড়া মাথায় ওকে ওইসব সন্ন্যাসিদের মত দেখাবে, যারা কিনা জীবনের সব সমস্যা ঝেড়ে ফেলেছে। নখও ছোট করেছে। আমার কিনে আনা নতুন কাপড়-চোপড়ও বের করে পরেছে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমার সামনে দাঁড়ানো নাওকিকে দেখে কোন ভরসা পাচ্ছিলাম না। ওর মুখে কোনরকম কোন অনুভূতির চিহ্ন ছিল না। যেন ময়লার সাথে সাথে সে তার শরীর থেকে সব মানবিক অনুভূতিও ধুয়ে ফেলেছে।

কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না, ও নিজেই প্রথম কথা বলে উঠল।

"আমি সব কিছুর জন্য দুঃখিত।" ওর গলা স্বরও ওর চেহারার মতই অনুভূতিহীন। "আমি একটু দোকানে যাচ্ছি।"

শুধু গোসলই করেনি, সে এখন বাসা থেকেও বাইরে যেতে প্রস্তুত? আমি বলে ফেললাম আমি ওর সাথে যেতে চাই, কিন্তু ও বলল ও একাই যেতে চায়। আমি ভাবছিলাম ওর পিছু পিছু যাবো কিনা, কিন্তু পরে মনে

BanglaBook.org

হলো দেখে ফেললে সবকিছু আবার গতরাতের মত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই আমি বাসায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ও ফিরে আসে।

ওকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে হঠাৎ খেয়াল হলো, বসন্ত অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে আর গ্রীষ্ম কবে শুরু হয়েছে টেরও পাইনি।

জুলাই ১৭

নাওকির দোকানে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। আমি এ কয়েকদিন এতটা মুষড়ে পড়েছিলাম যে, ডায়েরি লিখতে বসতে পারিনি। এখন লিখবো।

সেদিন ও বের হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হলো এসেই তো নাস্তা করতে চাইবে, তাই কিচেনে গিয়ে আমি ওর প্রিয় বেকন দিয়ে স্ক্রাম্বল্ড ডিম করলাম। তারপরই আমার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। আগেই বলেছি, আমার মোবাইল ফোনে কোন কাজ নেই, তাই বলতে গেলে কখনও রিংও বাজে না।

দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, ও আবার খারাপ কিছু করে বসেনি তো। যেমন শপ লিফটিং। যদিও ওকে দোকানে যাওয়ার আগে অনেক টাকা দিয়েছিলাম। তারপরেও যদি মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে চুরি-টুরি করে বসে?

কিন্তু ব্যাপারটা শপ লিফটিঙের মত সাধারণ কোন সমস্যা ছিল না। ম্যানেজারের বক্তব্য অনুযায়ি, নাওকি দোকানে এসে তাকগুলোর আইল দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেরিয়েছে। ম্যানেজার ওকে পকেটে হাত দিয়ে থাকতে দেখে ভেবেছে কিছু চুরি করছে কিন্তু এরপর ও পকেট থেকে হাত বের করে খাবার আর ড্রিঙ্কের শেল্‌ফে হাতের তালু ঘষতে থাকে। খুবই অস্বাভাবিক আচরণ কিন্তু এরজন্যে কাউকে আটকে রাখার মত অপরাধ নয়। যদি না নাওকির মত কারো হাত থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। ওর ডান হাতে ব্যান্ডেজ জড়ানো ছিল। ম্যানেজার বললেন নাওকি শেল্‌ফ থেকে ব্যান্ডেজ নিয়ে নিজে নিজেই হাতে পেঁচিয়েছে সেটা। ওর পকেটে ব্লেডও পাওয়া গেছে। মনে হয় আমাদের বাথরুম থেকে নেয়া।

ম্যানেজার বললেন আগে কখনো এরকম আজব কিছু ঘটেনি। তিনি বুঝতে পারছিলেন না তার কী করা উচিত। সুতরাং তিনি নাওকির ফোনের প্রথম নাম্বারেই ফোন করলেন, যেটা কিনা আমার নাম্বার। নাওকি ম্যানেজার বা দোকানের কারো সামনে মুখ খোলেনি। যেহেতু ব্যাপারটা সত্যিকারের

BanglaBook.org

অপরাধের মধ্যে পড়ে না, তাই তারা পুলিশকে জানায়নি। আর সে দোকানে যা যা স্পর্শ করেছে সব আমি কিনে নিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিলাম।

বাসায় ফেরার পথেও চুপ ছিল সে। আমি নাস্তা বানাচ্ছিলাম, তাই ফিরে গিয়ে কিচেনে ঢুকলাম। নাওকি আমার পিছু পিছু এসে টেবিলে বসল। হয়ত ও ওর ধংসস্তুপের মত রুমে ফিরে যেতে চাইছিল না তখন। আমার হাতের ব্যাগে ওর রক্তে মাখানো জিনিসপত্রগুলো ছিল। সেগুলো টেবিলে রেখে আমি ওর দিকে মুখ করে বসলাম, জানতে চাইলাম ও এরকম অস্বাভাবিক কিছু কেন করল। কোন উত্তর পাবো আশা করিনি, কিন্তু প্রশ্নটা না করে পারছিলাম না। তবে আমাকে অবাক করে দিয়ে ও উত্তর দিলো।

"আমি গ্রেফতার হতে চাচ্ছিলাম," বলল সে। কোন অনুভূতির লেশমাত্র নেই ওর গলায়।

"গ্রেফতার? মানে কী? কেন? তুমি কি এখনো মরিগুচি-সেন্সেইর মেয়ের ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো? তুমি তো কোন দোষ করোনি! এই ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করতে হবে তোমাকে!"

সে কোন উত্তর দিলো না। খেয়াল হলো এই প্রথমবার আসলে আমরা প্রসঙ্গটা তুললাম। আমি চাই ও যতটা সম্ভব পজিটিভভাবে চলুক, হাসি-খুশিভাবে চলুক। পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাক। "খিদেয় মারা যাচ্ছি!" আমি বললাম। "বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি কখনো দোকানের রাইস বল খাইনি। এখন যেহেতু আমাদের কাছে অনেক আছে, মনে হয় খেয়ে দেখা যেতে পারে।"

একটা ব্যাগ খুলে আমি একটা রাইস বল বের করলাম। মোড়কে নাওকির রক্ত লেগে থাকলেও লেখা পড়া যাচ্ছিল। লেবেলে লেখা 'টুনা আর মেয়োনিজ ফ্লেভার'।

"তোমার খাওয়া ঠিক হবে না। এইডস হতে পারে।" বলে নাওকি আমার হাত থেকে নিয়ে মোড়ক খুলে খেতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না সে এমন কেন করল কিংবা এইডসের কথা কেন বলল।

"মরিগুচি সেন্সেই আমাকে এইডসের ভাইরাস মেশানো দুধ খাইয়ে দিয়েছেন।" আগের মত নিষ্প্রাণ সুরে ও আমাকে ভয়াবহ খবরটা জানালো। আমার মাথায় যেন শব্দগুলোর অর্থ ধরতে পারছিল না প্রথমে। যখন ধরতে পারল সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল।

"এটা সত্যি হতে পারে না!" আমি বললাম।

"কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। স্কুলের শেষ দিনে তিনি আমাদের বলেছেন তিনি কী করেছেন। ওই যোদ্ধা টিচার, সাকুরানোমি-সেন্সেই, তিনি আসলে

BanglaBook.org

মরিগুচির মেয়ের বাবা। তুমি চিনবে তাকে, তুমি বলেছিলে উনার বই তোমার ভালো লেগেছিল। সবাই জানে তিনি ক্যান্সারে মারা যাচ্ছেন। আসলে তার এইডস আছে। আর মরিগুচি তার সেই রক্ত দুধে মিশিয়ে আমাদের খাইয়ে দিয়েছেন। আমাকে আর সুয়াকে।"

নিষ্প্রাণ, অনুভূতিহীন, একঘেয়ে সুরে, একটানা ও ওর ভয়াবহ স্বীকারোক্তিটা করে গেল। সব বলে ফেলার পর অবশ্য ওকে আনন্দিত মনে হলো আমার কাছে । আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। আমার ভেতর থেকে সব ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। সিঙ্কে গিয়ে বমি করা শুরু করলাম।

মরিগুচি হারামজাদি তো একটা ভয়াবহ দানব! আমার সোনার টুকরো বাচ্চা নাওকিকে এইডসের ভাইরাসে সংক্রমিত করেছে সে! এই ভয়াবহ ব্যাপারটা বেচারা নাওকি এতদিন কাউকে বলতে পারেনি, আমাকেও না, একা একা নিজের ভেতরে বহন করেছে সে! ওর শুচিবায়ু, ওর নিজের প্রতি অযত্ন, বিন কেক খাওয়ার সময় ওর কান্না...সবকিছুর কারণ আমি বুঝতে পারছি এখন। এই ভেবে অন্তত কৃতজ্ঞ বোধ করলাম যে, ও এখনো বেঁচে তো আছে!

"চলো, হাসপাতালে নিয়ে যাই তোমাকে," বললাম ওকে, "যা বলার আমি বলবো।"

আমি চাচ্ছিলাম তখনি সাথে সাথে কিছু একটা করতে। দরকার হলে নাওকির সব পুরনো রক্ত বের করে নিয়ে নতুন রক্ত দিয়ে প্রতিস্থাপন করা বা অন্য কোন কিছু। কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি যত উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম, নাওকি ততটাই শান্তভাবে বসে থাকল। এরপর ওর মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বের হলো তা যেন কোন দুঃস্বপ্নের চেয়ে কম নয়। আমার মনে হলো আমাকে নরকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মনে হয় না সবকিছু গুছিয়ে সংক্ষেপে বলতে পারবো, যেভাবে ও বলল সেভাবেই লেখার চেষ্টা করছি।

"হাসপাতালে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই," বলল সে। "আমাদের বরং পুলিশের কাছে যাওয়া দরকার।"

"পুলিশ? হ্যাঁ, পুলিশের কাছেও যেতে হবে। মরিগুচিকে গ্রেফতার করাতে হবে!"

"তাকে না, আমি চাই পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করুক।"

"মানে কী! কী বলতে চাও? তোমাকে কেন তারা গ্রেফতার করবে?"

"কারণ আমি খুন করেছি।"

"ফালতু কথা বোলো না! তুমি কাউকে খুন করোনি। আমার যতদূর

BanglaBook.org

মনে পড়ে তুমি বলেছিলে তুমি ওর লাশটা সুইমিংপুলে ফেলে দিয়েছিলে। সেটা যদি করেও থাকো তাহলেও তুমি কোন খুন করোনি।"

"মরিগুচি-সেন্সেই বলেছেন মানামি আসলে শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। ও মারা গেছে আমি ওকে পানিতে ফেলে দেয়ার কারণে।"

"মিথ্যে কথা! তারপরেও যদি তাই হয়ে থাকে, তুমি তো তখন জানতে না। পুরো ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়!"

"না," নাওকি বলল। "তোমার ধারণা ভুল।" ওর মুখে এক টুকরো হাসি দেখা গেল। "আমি যখন মেয়েটাকে পানিতে ফেলার জন্য কোলে তুলে নিয়েছিলাম তখন ও চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর আমি ওকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলি ডুবে মারার জন্য।"

আর কিছু আমি লিখতে পারছি না।

জুলাই ১৯

ওই গাধা তেরাদা আবার এসেছিল। আজকে আরও বাজে কাজ করল সে। আমাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে এমনভাবে চিৎকার করে নাওকির স্কুল না যাওয়া নিয়ে বলল যে, আশেপাশে প্রতিবেশি কারোর আর জানতে বাকি রইল না। তার উপর সে নাওকির ক্লাসমেটদের বানানো বড় একটা কার্ড নিয়ে এসেছে, যেখানে লাল মার্কার দিয়ে পরিস্কারভাবে লেখা :

> খুব ভালো থেকো! নিজের খেয়াল রেখো! তুমিও কোনদিন নিশ্চয়ই জিতবে? যদি আমাদের ভুলে গিয়ে থাকো, মনে কোরো! আহা, কী দিন ছিল! রাতারাতি কী হলো? আমরা সবাই মিস্ করি তোমাকে!

ওরা হয়ত ভেবেছে সাংকেতিক কথা, কেউ বুঝবে না। একমাত্র তেরাদা গাধাটার পক্ষেই ব্যাপারটা ধরতে পারা সম্ভব নয়। আমি দেখামাত্র বুঝতে পেরেছি বোল্ড অক্ষরগুলো দিয়ে কী লেখা আছে :

খুনি! তুই মর! হারামি!

...নাওকি একজন খুনি...এই নির্বোধ বাচ্চাগুলো মজা করার নামে যা করছে তা হলো নিষ্ঠুরতম নির্যাতন।

কিন্তু ওরা একটা ব্যাপারে আমাকে মনস্থির করতে সাহায্য করেছে। এর

BanglaBook.org

আগে আমি ভেবেছিলাম ওয়াতানাবে মরিগুচির মেয়েকে খুন করার পর নাওকি গিয়ে ওকে পুলে ফেলে দেয়। এর বেশি কিছু নয়। আমার ধারণা ছিল মরিগুচি ওই ঘটনাটা বানিয়েছে। কিন্তু সত্য এরচেয়ে ভয়াবহ ছিল। মেয়েটার জ্ঞান ফেরার পরও নাওকি ওকে পুলে ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ, জেনেবুঝে সে খুনটা করেছে!

মরিগুচি যখন এসে নাওকিকে প্রশ্ন করেছিলেন আর নাওকি স্বীকার করেছিল তখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম, নাওকি মিথ্যে বলছে, আর মরিগুচি নিজে একটা মিথ্যে ওর উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমার ছেলেটা নিষ্পাপ। এখন দেখতে পারছি, নাওকি তখনও ইচ্ছেকৃতভাবে মিথ্যে বলছিল।

সে আমাকে যে ভয়াবহ সত্যি কথাটি বলেছে তা আমি কখনো শুনতে চাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় না ও এখন আর মিথ্যে বলছে। আমি নাওকির মা। একজন মা ঠিকই বুঝতে পারেন কখন তার সন্তান তার কাছে সত্যি বলছে।

"কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি তখন ভীত ছিলে। তুমি ভীত ছিলে তাই চোখ খোলার পরও তুমি ওকে পানিতে ফেলে দাও।" আমি নাওকিকে বারবার একই কথা বলতে লাগলাম। আমি জানি আমার কথা আমার কাছেই নির্বোধের মত শোনাচ্ছিল, কিন্তু সন্তানের প্রতি একজন মায়ের অন্ধ ভালোবাসা থেকে আমি চাইছিলাম শেষ একটা আশার বাণী শুনতে, যদিও জানি সে খুন করেছে মেয়েটাকে। আমি চাইছিলাম সে বলুক, ভয়ের চোটে কাজটা করে ফেলেছিল সে।

কিন্তু নাওকি আবারো আমার কথাটা প্রত্যাখ্যান করল। "তোমার যদি তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে করতে পারো।" বলল সে।

কেন কী কারণে ও ওই ছোট মেয়েটাকে খুন করল তা আমার কাছে খুলে বলতে রাজি হলো না। কিন্তু তারপরেও ওকে নিশ্চিন্ত মনে হলো। যেন ওর বুক থেকে বিশাল একটা বোঝা নেমে গেছে। আমি ওকে আবার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম ভয় পেয়ে ও কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিল কিনা। ও কেবল বলল, আমাদের উচিত পুলিশকে গিয়ে সবটা খুলে বলা। আমার মনে হচ্ছিল ও যেন ওখানে বসে আমাকে নিয়ে মজা করছে।

ও যখন ওর শরীরে বর্মের মত লেগে থাকা ময়লাগুলো ঘষে ধুয়ে ফেলছিল, তখন ওর নিষ্পাপ মিষ্টি বাচ্চার মত অংশটাও একইসাথে ধুয়ে ফেলেছে। যে নাওকিকে আমি ভালোবাসতাম তার কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। একজন মানুষের সব মানবিক অনুভূতি ও ধুয়ে ফেলেছে। পরিণত

BanglaBook.org

হয়েছে বেপরোয়া এক সন্তানে, এক খুনিতে। এরকম ক্ষেত্রে একজন মায়ের সামনে একটা রাস্তাই শুধু খোলা থাকে।

ইয়ুসিহিকো, একসাথে এতগুলো বছর পাশে থাকার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মারিকো, আমি দুঃখিত, তোমার সন্তানকে দেখার সুযোগ আমার হলো না। ওর যত্ন নিও।

কিয়োমি, মাথা উঁচু করে থেকো, আর নিজের স্বপ্নের পিছু ছেড়ো না।

আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। নাওকিকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

ভেবেছিলাম আমি যদি অন্ধকারের মধ্যে খুঁজতে থাকি তাহলে হয়তো কোথাও আলো খুঁজে পাবো। হয়ত কোন ছিদ্র দিয়ে সত্যের দেখা পাবো। অন্ধকার থেকে বের হয়ে আশার পথ খুঁজে পাবো। কিন্তু এখন মায়ের ডায়েরি পড়ার পর মনে হচ্ছে অন্ধ হয়ে গেছি আমি। নিজের পথ হারিয়ে ফেলেছি, দৃষ্টিতে কিছুই আসছে না।

আমার মা আত্মহত্যা করার চেষ্টার আগে আমার ভাইকে খুন করতে চেয়েছিলেন। আমি যখন প্রথম শুনেছিলাম, ও হিকিকোমরি হয়ে গেছে, এরকম কিছুই হবে ভেবেছিলাম। আমার মা তার আদর্শ পরিবার নিয়ে আত্মমগ্ন ছিলেন। তার সমস্ত আনন্দ, অহংকারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার পরিবার। আদর্শ পরিবারের সমাপ্তি দেখার চেয়ে নাওকিকে খুন করা বরং তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু সত্য এতটা সরল নয়। তিনি আসলেই চেয়েছিলেন নাওকিকে বাসায় রেখে ওকে কিছু সময় দিতে, দুনিয়া থেকে, বাস্তবতা থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি দিতে। বসে থেকে 'কী হয় দেখি' ধরনের মত মহিলা তিনি ছিলেন না। সারাক্ষণ কিছু না কিছু নিয়ে অভিযোগ করতেন, কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সবসময়। সুতরাং নাওকির ক্ষেত্রে ওকে বাসায় রেখে কোন কিছু না করে স্রেফ ওর উন্নতির আশায় অপেক্ষা করতে নিশ্চয়ই তাকে অনেক মানসিক শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে।

আমার মনে হয় না শুধু ঘুমের ওষুধ আর হেয়ার কাট আমার ভাইকে ওর সহ্যর সীমার শেষ প্রান্তে পৌছে দিয়েছিল। নাওকি ততদিনে এমনিতেও ওর ব্রেকিং পয়েন্টে পৌছে গিয়েছিল। আজ হোক কাল হোক, ওকে ওর কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি করতেই হতো।

তারপরেও সমাপ্তিটা হয়ত অন্যরকম হতে পারত। তারা যদি শুধু আর

BanglaBook.org

কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারত, আমি ছুটিতে বাসায় আসা পর্যন্ত। জানি না আমি কিভাবে নাওকিকে সাহায্য করতাম, কিন্তু তখন অন্তত ঘরে আমরা দু-জন থাকতাম। দু-জনে উপায় কিছু একটা বের করে ফেলতাম ঠিকই।

দু-জন মানুষ এক ঘরে...আমার এখনো অবাক লাগছে আমার বাবা কিভাবে কিচ্ছুই জানতেন না। নাকি জেনেও না জানার ভান করতেন?

মা শুনলে নির্ঘাত ক্ষেপে যেতেন কিন্তু আমার সন্দেহ, বাবা আসলে নাওকির সমস্যা এড়ানোর জন্য কিছুটা বিষন্নতার ভান করছিলেন। কিংবা তিনি হয়ত আসলেই নাওকির সমস্যার কারণে বিষন্ন ছিলেন। কিন্তু নাওকির সমস্যার ব্যাপারটা–ওর দুর্বলতার ব্যাপারটা সম্ভবত বাবার থেকেই পেয়েছে...

আমার বিশ্বাস আমাদের পরিবার কখনোই আদর্শ পরিবারের ধারে কাছে ছিল না। আদর্শ পরিবারের পুরো ব্যাপারটা স্রেফ মায়ের কল্পনার মধ্যেই ছিল। কিন্তু পেছনে তাকালে মনে হয় আমাদের পরিবার একদম সাধারণ একটা হাসিখুশি পরিবারই ছিল...এইসব ঘটনার আগ পর্যন্ত।

আমার বোন এই আকস্মিক শোক সহ্য করতে পারেনি, ওর মিসক্যারেজ হয়ে যায়। এখনো হাসপাতালে আছে সে। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা সারাক্ষণ মাছির মত ছোক ছোক করছে আমাদের চারপাশে। এমনকি হাসপাতালে গিয়েও তারা উপস্থিত। আমার মনে হয় স্কুলের ঘটনাটায় নাওকির জড়িত থাকার খবরটা জানতে তাদের খুব বেশি সময় লাগবে না।

তারা নাওকিকে অনেক প্রশ্ন করলেও সে কোন উত্তর দেয়নি।

আমি সম্ভবত মায়ের ডায়েরি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবো। আর তারা যখন জানবে নাওকিকে খুন করতে চেয়েছিল মা, আর নাওকি সাইকোলজিস্টের চিকিৎসা নিচ্ছিল, তখন হয়ত তারা নাওকিকে নির্দোষ ভাবলেও ভাবতে পারে।

আপাতত আমরা এ-ই চাই। মায়ের জন্য, আমার আর মারিকোর জন্য, এমনকি আমাদের বাবার জন্য, আমি চাই ওরা নাওকিকে নির্দোষ ভাবুক।

কিন্তু সেটা একমাত্র সম্ভব যদি নাওকি সেই মুহূর্তে আসলে কী ভাবছিল তা যদি তারা বের করতে পারে।

BanglaBook.org

সামনে একটা সাদা দেয়াল। পেছনে আরেকটা। ডানে, বামে আর উপরে নিচেও সাদা দেয়াল।

কতদিন হলো আমি এখানে আছি? একাকি এই ছোট সাদা রুমে? যেদিকেই তাকাই না কেন সব দেয়ালে খালি একই দৃশ্য ভাসে।

কতবার আমি এই দৃশ্য দেখেছি? ঐযে মনে হচ্ছে আবার শুরু হতে যাচ্ছে...

মিডল স্কুলের ইঁচড়ে পাকা ছেলেটা পিছু পিছু এলো–প্রথম দিন

ঠাণ্ডা বাতাসে আমি বাঁকা হয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময়ে শর্টস-টিশার্ট পরা টেনিস টিম পাশ কাটিয়ে গেল আমাকে। তারপর আরও কিছু ছেলেমেয়ে স্টেশনের দিকে দৌড়ে গেল। ক্রাম-স্কুলে যাচ্ছে ওরা। আমি কোন ভুল করিনি। বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তারপরেও অপরাধবোধ অনুভব করছিলাম আর সেজন্য আরো বেঁকে যাচ্ছিলাম মনে হয়। নিজের মত করে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিলাম কারো চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম না। যদিও বাসায় গিয়ে করার মত কিছু ছিল না আমার...

আমি কারো সাথে মিশতে পারতাম না। মিডল স্কুল শুরু করার পর থেকে কারো সাথে নিজেকে মেলাতে পারিনি। বিশেষ করে টিচারদের সাথে তো নয়ই। টেনিস কোচ, ক্রাম স্কুলের স্টাফ, আমার হোমরুম টিচার–কেউ আমাকে দেখতে পারতো না। আমার সাথে কড়া ব্যবহার করতেন। অন্য কারো সাথে এত কড়া ছিল না তারা। অন্য ছেলেমেয়েরাও তাদের এই ব্যবহার খেয়াল করল। ওরাও আমাকে নিয়ে মজা করত।

ক্লাসের সবচেয়ে দু-জন বড় গাধার সাথে আমি লাঞ্চ করি। একজন ট্রেন নিয়ে পাগল, আরেকজন সারাদিন পর্নো ভিডিও গেম্‌স খেলে। আমার কোন উপায় ছিল না। ক্লাসে প্রথমবার ঝামেলা হওয়ার পর ওরাই একমাত্র আমার সাথে কথা বলত। এর মানে এই না যে, আমরা বন্ধু ছিলাম বা ওরা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করত। ট্রেন আর পর্নো ছাড়া কোন কিছুতে ওদের কোন আগ্রহ ছিল না। ওরা আমার সাথে কথা বলত, আমি উত্তর দিতাম, ব্যস ওইটুকুই। একদম একা থাকার চেয়ে তো ভালো। কিন্তু ওদের সাথে কেউ আমাকে দেখে ফেলুক তা চাইতাম না, বিশেষ করে ক্লাসের মেয়েরা।

BanglaBook.org

স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না আমার। কিন্তু কেন যেতে ইচ্ছে করে না সে কারণ মাকে বলা সম্ভব নয়। সত্যি হলো, আমার সবকিছু শুনলে তিনি নিরাশ হবেন। তিনি চান আমি সবকিছুতে সেরা হই। তার নিজের ভাই, আঙ্কেল কোজির মত সবকিছুতে সেরা।

সুতরাং তিনি আমাদের আত্মীয় আর প্রতিবেশিদেরকে গিয়ে বলেন তার ছেলে কত 'লক্ষ্মি' একটা ছেলে। লক্ষ্মি? এর কোন মানে আছে? আমার মনে পড়ে না কখনো লক্ষ্মি হওয়ার মত কিছু করেছি কিনা। আমি কক্ষনো কোন ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক বা ওই ধরনের কিছুও করিনি। আমার সম্পর্কে গল্প করার মত কিছু তার কাছে নেই তাই তিনি আমার সম্পর্কে 'লক্ষ্মি'র বেশি কিছু বলতে পারেন না। তার দৌড় ওই পর্যন্ত হলেও একটা কথা ছিল। আমি অবশ্যই কখনো চাই না খারাপদের মধ্যে সেরা হতে, কিন্তু সেরকম আলাদা ধরনের কেউ না হতে পারার জন্য কোন সমস্যা দেখি না।

আমি বড় হতে হতে ভাবতাম আমি সত্যি স্মার্ট একজন ছেলে আর স্পোর্টসে বেশ ভালো। কারণ সবসময় আমার মায়ের মুখ থেকে এই কথাগুলো বার বার শুনে এসেছি। থার্ড গ্রেডে ওঠার পর বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে এতদিন যা যা বলে এসেছেন তার কোনটিই সত্যি নয়, এগুলো স্রেফ তার কামনা। তিনি আমাকে ওরকমভাবে দেখতে চান। আমি যদি জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি আমি হয়ত মাঝারি মানের চেয়ে একটু উপরে পর্যন্ত যেতে পারবো। কিন্তু সেরাদের ধারে কাছে যাওয়া কখনোই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

পুরো এলিমেন্টারি স্কুল তিনি এভাবে পার করলেন। মেহমান আসলে যাতে দেখতে পায় সেজন্য আমার পাওয়া একমাত্র অ্যাওয়ার্ডের সার্টিফিকেট তিনি বাঁধাই করে লিভিং রুমের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন। বলার মত কোন অ্যাওয়ার্ড সেটি ছিল না। একটা ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান। আমার মনে আছে আমি বাঁকা করে 'নির্বাচন' লিখেছিলাম আর টিচার বলেছিলেন লেখাটা 'অকৃত্রিম' দেখাচ্ছে।

মিডল স্কুলে ঢোকার পর তিনি প্রশংসা করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই আমি কত 'লক্ষ্মি' তা নিয়ে কথা শুরু করতেন। ব্যাপারটা যেন যথেষ্ট ছিল না, তাই তিনি স্কুলে হাবিজাবি চিঠি পাঠাতে শুরু করলেন। মিডটার্ম পরীক্ষার পর আমি টের পেলাম তার এই কার্যকলাপ।

মরিগুচি-সেন্সেই হোমরুমে বসে আমাদের বলছিলেন কোন তিনজন টপ স্কোর করেছে। যে কেউ ওই তিনজনের দিকে তাকালেই বুঝবে তারা কত স্মার্ট। সবার সাথে আমিও তাদের প্রতি হাততালি দিলাম। কখনো

BanglaBook.org

এরকম রেজাল্ট করতে পারবো না জানলেও আমি এই নিয়ে কখনো চিন্তিত ছিলাম না। আমাদের প্রতিবেশি মিজুকো দ্বিতীয় সেরা স্কোর করেছিল। রাতে ডিনারের সময় মাকে জানালে তিনি 'তাই নাকি?' ভাব করলেন যেন তার কোন আগ্রহই নেই এই ব্যাপারে।

এর কিছুদিন পর আমি লিভিং রুমের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে মায়ের লেখা চিঠির একটি কপি পেলাম। তিনি নিশ্চয়ই চিঠিটা লিখতে গিয়ে কোথাও ভুল করেছিলেন তাই পরে আবার নতুন করে লিখেছেন।

বর্তমান সময়ে এসে এখন যখন আমরা প্রত্যেক শিশুর ভিন্ন রকমের মেধার মূল্য প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সক্ষম হয়েছি, সে সময়ে আমি খুবই আশংকাবোধ করছি এই জেনে যে, ক্লাসে অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে একজন শিক্ষক কী করে টপ গ্রেডের ঘোষণা দিতে পারেন?

আমি সাথে সাথে বুঝতে পারলাম, তিনি মরিগুচির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লিখছিলেন। আমি চিঠিটি নিয়ে কিচেনে গিয়ে মাকে ধরলাম।

"তুমি এরকম চিঠি পাঠাতে পারো না," বললাম তাকে। "সবাই ভাববে আমার কোন সমস্যা আছে কারণ আমি ছাত্র হিসেবে খুবই দুর্বল।"

"নাওকি সোনা আমার," গলায় মধু ঢেলে মিষ্টি করে তিনি বললেন, "ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। এর সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি স্রেফ চাই না স্কুলে শুধু ভালো রেজাল্টকে গুরুত্ব দেয়া হোক। আমি অভিযোগ করছি, কারণ মরিগুচি শুধু এই নিয়েই কথা বলেন। রেজাল্ট ছাড়া কি আর কোন কিছুর গুরুত্ব নেই? একজন ভালো মানুষের কি কোন গুরুত্ব নেই? তার কথায় তো মনে হয় না এর কোন গুরুত্ব অন্তত তার কাছে রয়েছে। তিনি তো ক্লাসের সবচেয়ে তিনজন লক্ষ্মি ছেলেমেয়ের নাম কক্ষনো ঘোষণা করেননি? কিংবা তিনজন সবচেয়ে কর্মঠ ছেলেমেয়ের নাম, যারা কিনা স্কুলের পর ক্লাসরুম পরিস্কার করে? আমি চাই উনি সবার সাথে ন্যায্য ব্যবহার করুক, সবাইকে সমান মর্যাদা দিক।"

আমার বমি পাচ্ছিল তার কথা শুনে। তার কথায় যুক্তি আছে মনে হলেও আমি যদি টপ স্কোরার তিনজনের একজন হতাম তাহলে তিনি কখনো এরকম চিঠি লিখতেন না। আসল কথা হলো, তিনি আমাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট।

তখন থেকে প্রতিবার তিনি আমাকে লক্ষ্মি বলে ডাকলেই আমার কাছে নিজের জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এরকম চলতেই থাকল।

*

আমার পেছনে সাইকেলের বেল বাজল, আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসেরই একটা মেয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও মেয়েটা আমার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত। এখন নিজের সাইকেল চালায় বলে পাত্তা দেয় না। আমি আমার সাইলেন্ট করা মোবাইল ফোন বের করে টেক্সট মেসেজ চেক করার ভান করলাম, সেই সাথে কাশতে লাগলাম যেন ঠান্ডা লেগেছে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

এরপর কে জানি আমার পিঠে টোকা দিলো।

আমাদের ক্লাসের আরেকজন–ওয়াতানাবে।

"এই যে, সিতামুরা," বলল সে, "ব্যস্ত নাকি? আমার কাছে দারুণ একটা ভিডিও আছে, ভাবছিলাম তুমি কি আমার সাথে গিয়ে দেখতে চাও কিনা।"

বলে কী! ফেব্রুয়ারিতে আমাদের যখন ডেস্ক বদল হলো, তখন ও আর আমি পাশাপাশি ডেস্কে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু কখনোই আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি। একই এলিমেন্টারি স্কুলেও পড়িনি। এমনকি কখনো একইসাথে ক্লাসরুম পরিস্কারের দায়িত্বও পড়েনি। এছাড়াও ওকে আমার একটু উদ্ভট লাগত। স্কুল ওয়ার্কের কথা ধরলে আমরা একদম আলাদা রকমের ছিলাম। দু-জন দুই মেরুর। ও কোন ক্রাম স্কুলে যেত না। কিন্তু সব সাবজেক্টে ওর স্কোর একদম নিখুঁত ছিল। তার উপর গ্রীষ্মে জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় ও কী জানি একটা পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু সেসবে আমার কোন সমস্যা ছিল না।

ওয়াতানাবে এমনিতে নিঃসঙ্গ ছিল। সকালে ক্লাসের আগে কিংবা ব্রেকের মাঝে ও মোটা কোন বই নিয়ে বসে থাকত, পড়ত। স্কুলের পর উধাও হয়ে যেত সে। আমিও নিঃসঙ্গ ছিলাম, সেদিক দিয়ে আমাদের অনেক মিল ছিল বলা যেতে পারে। আমার যেটায় মেজাজ খারাপ হতো তা হলো একাকি থাকতে ওর কোন আপত্তি ছিল না।

এমন না যে, ওর কোন বন্ধু ছিল না। ও লোকজন এড়িয়ে চলত। ব্যাপারটা এমন, একদল নির্বোধের সাথে ও ঘোরাফেরা করতে চায় না। ওর এই ব্যাপারটা আমার একদম সহ্য হতো না। ওকে দেখলে আমার আঙ্কেল কোজির কথা মনে হতো।

তারপরও ক্লাসের সব ছেলে ওয়াতানাবে বলতে পাগল ছিল। কেউ কেউ গিয়ে পারলে পা চাটত। ব্যাপারটা এমন না যে, ও তাদের চেয়ে স্মার্ট ছিল, মিডল স্কুলে স্মার্টনেসের জন্য কেউ তেমন একটা সম্মানও পায় না। ওকে সবাই একটু বাড়তি খাতির করার কারণ ছিল, ও কিভাবে জানি পর্নো

BanglaBook.org

ভিডিওগুলোর মোজাইক ইফেক্ট দেয়া ঘোলা অংশগুলো স্পষ্ট করতে পারত। অন্তত ছেলেরা তাই বলাবলি করত।

এইসব কথা আমার কানে আসত, আর সব ছেলের মতই আমিও ভিডিওগুলো হাতে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু তারমানে এই না, আমি নিজে গিয়ে ওর কাছে পর্নো ফিল্ম চাইবো। হাজার হোক, আমাদের মধ্যে কখনো তেমন কোন কথা চালাচালি হয়নি। অথচ সে কিনা এখন গায়ে পড়ে আমার সাথে কথা বলতে এসেছে! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ছোকরার!

"আমাকে হঠাৎ?" আমি বললাম।

আমার মনে হয়েছিল ও হয়ত আমার সাথে মজা করছে। হয়ত ক্লাসের অন্য ছেলেপেলেরা কোথাও লুকিয়ে দেখছে আমার কী প্রতিক্রিয়া হয়। আশেপাশে তাকিয়ে অবশ্য কাউকে দেখতে পেলাম না।

"আমি অনেকদিন থেকেই তোমার সাথে কথা বলতে চাইছি," সে বলল। "কিন্তু সময় ঠিকমত মিলছিল না। তোমাকে দেখে বোঝা যায় তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। তোমাকে দেখে আমার একটু একটু হিংসা হয়।"

ও হাসল, বিব্রত হাসি। ওর চেহারায় বিব্রত ভাব অনেক দেখেছি, হাসি এই প্রথম দেখলাম।

কিন্তু তারপরেও ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমাকে নিয়ে হিংসা? আমাকে? আমি বরং ওকে হিংসা করতে পারি। ও আমাকে হিংসা করবে সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো আমার।

"কেন?" জানতে চাইলাম তার কাছে।

"সবাই আমাকে সিরিয়াস বেকুব ধরনের ছাত্র বা ওরকম কিছু একটা মনে করে বোধহয়। পড়তে পড়তে পাগল হয়ে যাচ্ছি কিংবা ভালো রেজাল্ট করার জন্য দৌড়ের উপর থাকি। আমার কাছে খারাপ লাগে ওরা যখন আমাকে এরকম কিছু ভাবে।"

"এরকম ভাবে নাকি? কই, আমি তো তোমাকে কখনো এরকম ভাবিনি।"

"বাকি সবাই ভাবে। নিজেকে আমার লুজার মনে হয়। কিন্তু তোমাকে দেখলাম শান্তভাবে, আস্তে ধীরে সবকিছু করছো সবসময়। ফার্স্ট টার্মে চারপাশ ভালো করে খেয়াল করলে, সবার অবস্থা মেপে দেখলে, সেকেন্ড টার্মে গিয়ে তোমার গ্রেড উপরে উঠে গেল।"

"একটু ভালো হয়েছে হয়ত," আমি বললাম। "কিন্তু তারপরেও তোমার ধারে কাছে যেতে পারিনি।"

BanglaBook.org

"কিন্তু জাহাজের নাবিকের মত তোমার নিজের উপর কন্ট্রোল আছে। যেন জাহাজে নতুন যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে। দারুণ খেলা দেখাচ্ছো। তুমি অনেক কুল।"

কুল? আমি? এর আগে কেউ আমাকে এ কথা বলেনি। কোন ছেলে না, কোন মেয়ে না, এমন কি আমার মাও আমাকে কোনদিন কুল বলেনি। আমি টের পেলাম আমার বুক দপদপ করছে, গাল আরক্তিম হয়ে উঠছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আমার গ্রেড খানিকটা ভালো হয়েছিল তা সত্যি। সেটা ক্রাম-স্কুলে যাওয়ার পর থেকে। কিন্তু এরপর আর কোন উন্নতি হয়নি। ক্রাম-স্কুলের টিচার আমাকে নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন, আমার জীবন ঝালাপালা করে দিয়েছিলেন। পরে আমি বুঝলাম যতই চেষ্টা করি না কেন মাঝারি মানের চেয়ে ভালো রেজাল্ট কখনোই হবে না। তাই গত মাস থেকে ক্রাম-স্কুল যাওয়া বাদ দিয়েছি।

কিন্তু তখন ওয়াতানাবের কাছে শুনে মনে হলো ও হয়তো ঠিকই বলছে, আমি হয়ত আসলেই উন্নতি করছি। আমি হয়ত আরো খেলা দেখাতে পারবো। হয়ত আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমি নিজেই খেয়াল করিনি–দূর থেকে ওয়াতানাবে খেয়াল করেছে।

হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো ওর বন্ধু হওয়ার। যেভাবেই হোক, যা কিছু লাগে লাগুক।

এরপর ওর সাথে আমার আবার দেখা হলো ওর ল্যাবরেটরিতে। নদীর পাশে পুরনো একটা বাড়ির এক রুমে। আমি মায়ের বানানো গাজরের কুকিজ নিয়ে গেছিলাম। একটা নতুন ওয়াইড-স্ক্রিন টিভিতে দেখলাম, জোম্বি মৃত্যুরোবটরা শহর চষে বেড়াচ্ছে। পর্নোর মোজাইক অংশ কিভাবে দূর করা যায় সে ব্যাপারে ওর আগ্রহ বেশি ছিল। কিন্তু ঘোলাটে দৃশ্যের পেছনে কী আছে তা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা ছিল না। সত্যি বলতে, ও আমাকে জানালো, ওই অংশগুলো দেখে নাকি ওর ঘেন্না হচ্ছিল। ও আমাকে কিছুটা দেখতে দিলো। আমি ভেবেছিলাম সাধারণ কিছু হবে, কিন্তু দেখা গেল একদল সোনালি চুলের উলঙ্গ মেয়ে একজন আরেকজনের সাথে রেসলিং লড়ছে। উল্টাপাল্টা ব্যাপার বেড়ে গেলে আমরা দেখা বন্ধ করে দিলাম।

অন্য কী দেখা যায় ভেবে আমরা স্টেশনের কাছে একটা ভিডিও শপে গিয়ে একটি আমেরিকান অ্যাকশন হরর মুভি নিয়ে এলাম। মা আমাকে গোলাগুলি-ভায়োলেন্সপূর্ণ মুভি দেখতে দিত না বলে বরাবরই ওগুলোর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল বেশি। মূল চরিত্রে ছিল একজন কুল ধরনের নায়িকা যে কিনা তার মারাত্মক মেশিন গান দিয়ে পুরো একদল জোম্বিকে উড়িয়ে দিলো। এরকম কিছু করতে পারলে বেশ মজার হতো।

BanglaBook.org

আমার মনে হয় আমি বিড়বিড় করে বলেও ফেলেছিলাম, এরকম কিছু করতে চাই। কারণ হঠাৎ ওয়াতানাবের দিকে তাকিয়ে দেখি ও আমার দিকে চেয়ে আছে।

"ঠিক আছে," বলল সে। "বিশেষ কেউ কি আছে যার সাথে এরকম চাও?"

"মানে? কী বলতে চাও?" আমি বললাম তাকে।

"আচ্ছা, মুভিটা শেষ করি আগে," বলে সে মুভিতে ফিরে গেল।

আমি ভাবলাম সে বোঝাতে চেয়েছে, যদি মুভির নায়িকার মত হতাম তাহলে কী করতাম তা জানতে চেয়েছে। আমিও মুভি দেখতে লাগলাম। নায়িকা যেসব জোম্বিগুলোকে মেশিন গান দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল সেগুলো না মরে দুঃস্বপ্নের মত ফিরে আসতে লাগল বার বার। মুভির শেষে দেখা গেল, সে ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। হয়তো এই মুভিটার আরো সিকুয়েল হবে।

"এরকম যদি সারা শহরে জোম্বি ঘোরাফেরা করত তাহলে তুমি কী করতে?" মায়ের বানানো কুকিজ খেতে খেতে ওয়াতানাবেকে জিজ্ঞেস করলাম। সে উত্তর না দিয়ে উঠে গিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা কালো কয়েন পার্স নিয়ে আসল।

"এইটাই কি তোমার ওই ইলেকট্রিক শক দেয়া পার্স?" জানতে চাইলাম আমি।

"ঠিক ধরেছো। আমি ভোল্টেজ আরো বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু পরীক্ষা করার জন্য কাউকে পাচ্ছি না। তুমি ট্রাই করতে চাও?" আমি তাড়াতাড়ি হাত পেছনে সরিয়ে মাথা নাড়ালাম। "মজা করেছি, বাবা!" সে বলল। "আমি যাদের সহ্য করতে পারি না তাদেরকে শায়েস্তা করতে এই যন্ত্র বানিয়েছি। সুতরাং সেরকম কাউকে লাগবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য।"

সে পার্সটা আমার সামনে এনে ধরল। অন্য যে কোন সাধারণ পার্সের মতই দেখতে নিরীহ।

"এটা সত্যি কাজ করে?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"চেইনে হাত দেয়ার সাথে সাথে তুমি একটা কড়া শক খাবে–প্যান্ট খারাপ করে দেয়ার জন্য সেটা যথেষ্ট। তোমার কথা বলছি না, এমন কাউকে লাগবে যাকে তুমি আমি সহ্য করতে পারি না। কেমন হবে ব্যাপারটা?"

"দারুণ! কিন্তু কার উপর পরীক্ষা করা যেতে পারে?"

BanglaBook.org

"সেটাই তো সমস্যা। আমি এই জিনিস বানাতে আর গ্রেড ভালো করতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, লোকজন ভালো করে চেনার সময় পাইনি। তাছাড়া আমি আসলে কাউকেই পছন্দ করি না। সেজন্য ভাবছিলাম, ভালো হয় যদি তুমি কাউকে ঠিক করে দাও।"

"আমি?" ঢোক গিললাম। কিন্তু আমি তখন বেশ উত্তেজিত। আমরা ওর আবিস্কার খারাপ কারো উপর প্রয়োগ করবো, আর সেই মানুষটা বাছাই করার কাজ কিনা আমার! নিজেকে কোন মুভির চরিত্র বলে মনে হতে লাগল আমার। পাগল বিজ্ঞানী ওয়াতানাবে, আর আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট!

কিন্তু কাকে ধরা যায়? আমি চিন্তা করতে থাকলাম। শুধু 'আমার' অপছন্দের কেউ হলে হবে না, 'আমাদের' অপছন্দের একজন হতে হবে। এর অর্থ হলো, কোন টিচারকে টার্গেট করতে হবে। ওই হারামি অহঙ্কারি টিচারগুলোর কোন একজন।

"তকুরা হলে কেমন হয়?" আমি বললাম।

"খারাপ না...কিন্তু তার সাথে ঝামেলা করা ঠিক হবে না আমার মনে হয়।"

"ঠিক আছে, তাহলে অন্য কেউ। মরিগুচি হলে কেমন হয়? ছাত্রছাত্রির চেয়ে সবসময় নিজের মেয়ের প্রতি চিন্তা বেশি তার।"

"মরিগুচি?" বেশ জোরে বলে ফেললাম।

"আসলে তার উপর আগে একবার পরীক্ষা করেছিলাম...একই ফাঁদে তিনি আরেকবার মনে হয় না পা দেবেন।"

আবারো বাদ। ওয়াতানাবে মনে হচ্ছিল একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে গেছিল। ডেস্কের উপর জিনিসপত্র এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করছিল সে। হয়ত ও ইতিমধ্যে মনে মনে আফসোস করছে, কেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে গেল। এরপরের নাম পছন্দ না হলে সে হয়ত পুরো প্ল্যানটাই বাদ দিয়ে দেবে। কিংবা হয়ত অন্য কারো সাহায্য চাইবে। আর সেই অন্য কেউ হয়ত আমার নামই প্রস্তাব করে বসতে পারে। আমি তাদের কথাবার্তা প্রায় কল্পনা করতে পারছিলাম "ওর কথা বলছো? ও কোন কাজেরই না। একদম আজাইরা!"

এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? কিচ্ছু না। হয়ত এই শীতে একা একা ওই পুরাতন নোংরা সুইমিংপুল পরিস্কার করা এরচেয়ে খারাপ হতে পারে। যদিও আমি ওরকম শাস্তি পাওয়ার মত খারাপ কিছু এবার করিনি। আমার খুব বাজে লাগে যখন কেউ আমাকে শাস্তির সময় দেখে ফেলে। তাই তখন কাউকে আসতে দেখলে আমি লকার রুমে লুকিয়ে পড়ি। কিন্তু দেখা গেল–

BanglaBook.org

আরে, তাই তো! তার কথা ভাবিনি কেন?

"মরিগুচির বাচ্চা মেয়েটা হলে কেমন হয়?" আমি বললাম। "ও আমাদের কেয়ার করে না। অহঙ্কারি। ওকে টার্গেট বানালে সমস্যা কি?"

যন্ত্রপাতির উপর ওয়াতানাবের হাত যেন জমে গেল।

"খারাপ না!" বলল সে। "আমি মেয়েটাকে কখনো দেখিনি, কিন্তু শুনেছি, সে প্রায়ই নাকি স্কুলে আসে?"

ও আগ্রহি, আমি মনে মনে নিজের কাঁধ চাপড়ালাম। প্রথম বাঁধা পার করতে পেরেছি। সব পাকাপাকি করতে, নিজেকে যোগ্য প্রমান করতে আমি ওকে বললাম ওকে কিভাবে শপিংমলে মরিগুচির কাছে একটা পাউচের জন্য কান্নাকাটি করতে দেখেছি কিন্তু ওর মা সেদিন সেটা কিনে দেননি।

"দারুণ! পাউচ হলে তো আরো ভালো। আরো শক্তিশালী করার মত জায়গা পাওয়া যাবে ভেতরে। তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা ঠিকই ছিল, সিতামুরা। অনেক ধন্যবাদ। তোমার কারণে পুরো ব্যাপারটা আরো চমৎকার হতে যাচ্ছে। আমি নিজেও এতটা কল্পনা করিনি।"

"তাহলে চলো, পাউচটা কিনে ফেলি। পরে আবার শেষ না হয়ে যায়।"

আমরা আমাদের বাইক নিয়ে 'হ্যাপি টাউন' মলের দিকে ছুটলাম।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আর বেশি বাকি নেই, সেজন্যে অনেক ভিড় ছিল। আমি মহিলা আর হাই স্কুলের মেয়েদেরকে ধাক্কিয়ে সরিয়ে কোনভাবে খেলনার সেকশনে হাজির হলাম।

"এই যে, এটা! মনে হচ্ছে শেষ, এই একটাই আছে আর।" স্নাগ্নি বানির ফারগুলো সমান করতে করতে বললাম।

"শেষ হওয়ারই কথা," ওয়াতানাবে বলল।

শেষ হয়ে গেলে পুরো প্ল্যানটা বরবাদ হয়ে যেত। ভাগ্য সাথে ছিল বলে শেষটাই আমরা হাতে পেয়েছি। আমরা আমাদের হাতখরচ দিয়ে পাউচটা কিনে ডোমিনো বার্গারের দোতালায় গেলাম প্ল্যান ঠিক করতে।

"পার্সটা কিভাবে কাজ করে?" বার্গারে কামড় বসাতে গিয়ে বললাম।

"একদম সহজ ব্যাপার। চেইনে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে, হাত লাগলেই শক খাবে।" ট্রে'তে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে ও একটা সার্কিট এঁকে দেখাল, যদিও আমি দেখে কিছুই বুঝলাম না। "বুঝেছো?" ও সার্কিট ব্যাখ্যা করতে লাগল। আমিও "বুঝেছি," "একদম সহজ" বলে গেলাম। আসলে কিছুই বুঝিনি, কিন্তু ওকে সেটা বলে খেপাতে চাইনি। একটু একটু কোথাও কোথাও ধরতে পারছিলাম।

BanglaBook.org

না বুঝলে সমস্যা কী, মজাটাই আসল। এরকম মজা আগে কখনো পাইনি। বোনের সাথে অনেক মজা করেছি কিন্তু কোন বন্ধুর সাথে এই প্রথম। যখন এলিমেন্টারি স্কুলে ছিলাম, মিডল আর হাই-স্কুলের ছেলেমেয়েদের কত কুল মনে হতো দেখে। আর এখন যখন আমি বড় হয়েছি, আশেপাশের সব ছেলেমেয়েদের দেখি আজেবাজে ফালতু বিষয় নিয়ে গল্প করতে। কাজের কাজ কিছু করে না। আমরা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিঙে ব্যস্ত এখন। গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন।

"কিন্তু মেয়েটা পুলের কাছে কী করে?" ওয়াতানাবে একটা ফ্রাই মুখে পুরে জিজ্ঞেস করল।

"কুকুরটাকে খাওয়াতে যায়। তুমি কি কখনো বেড়ার ওপাশের বাসার কালো কুকুরটাকে দেখেছো?"

"ওই যে লোমশ কুকুরটা?"

"হ্যাঁ, ওইটাই। সে ওখানে গিয়ে কুকুরটাকে খাওয়ায়। কোটের ভেতর করে রুটি কিংবা অন্যকিছু নিয়ে আসে কুকুরটার জন্য।"

"কেন? ও খাওয়ায় কেন? ওই বাসার লোকজন কোথায়?"

"তুমি বলার পর মনে হলো, এক সপ্তাহের মত হয় আমি কাউকে দেখিনি ওই বাসায়। হয়ত কোথাও ঘুরতে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।"

"কিভাবে খোঁজ নেবে?"

"একটা বুদ্ধি পেয়েছি। বেড়ার উপর দিয়ে বেইসবল ছুঁড়ে দেবো। তারপর ওই বাড়ির আঙিনায় ঢুকে নিয়ে আসবো ওটা। একই সাথে দেখাও হয়ে যাবে।" নতুন নতুন আইডিয়া আমার মাথায় কিলবিল করছিল তখন। এরকম আগে কখনো হয়নি আমার। ওয়াতানাবে চিফ ডিজাইন অফিসার, আর আমি প্ল্যানিঙের হেড! আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট নই। পাশাপাশি একসাথে কাজ করছি!

আমি ওকে পুরো প্ল্যানটা এভাবে জানালাম :

১. আমি আগে গিয়ে পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখে আসব কোন কিছু প্ল্যান থেকে বাদ পড়ছে কিনা।

২. ওয়াতানাবে আমার সাথে পুলের কাছে দেখা করবে আর আমরা লকার রুমে লুকিয়ে থাকবো।

৩. মেয়েটা আসলে আমি প্রথমে গিয়ে কথা বলবো ওর সাথে। কারণ ওয়াতানাবে আজবভাবে হাসে, ওর হাসি দেখে মেয়েটা ভড়কে যেতে পারে।

BanglaBook.org

৪. ওয়াতানাবে ওর গলায় পাউচটা ঝুলিয়ে দেবে। (বলা হবে ওর মা আমাদেরকে ওর জন্য পাউচটা কিনতে বলেছেন।)

৫. তারপর ওকে বলা হবে, ভেতরে কী আছে সেটা যেন খুলে দেখে।

"আমার কাছে ভালোই মনে হচ্ছে প্ল্যানটা।" ওয়াতানাবের গলা শুনে খুশি খুশি মনে হলো। মরিগুচির মেয়ে পাছা চেপে বসে আছে কল্পনা করে আমিও হাসিতে ফেঁটে পড়লাম।

"তোমার কি মনে হয় ও চিৎকার করতে পারে?" আমি হাসতে হাসতে বললাম। ওয়াতানাবেও হাসছিল।

"মনে হয় না।"

"আমার মনে হয়, ও চিৎকার দেবে। বাজি ধরবে নাকি? যে হারবে সে পরের বার ডোমিনো বার্গারে খাওয়াবে।"

"ঠিক আছে, বাজি।"

কোকের বোতলে টোস্ট করে আমরা বাজি ফাইনাল করলাম।

এক সপ্তাহ পর মেয়েটাকে নার্ভাসভাবে পুলের সামনে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেল।

আজকে সকাল থেকে–না না, গত কয়েকদিন থেকেই আমি খুব উত্তেজিত। মিডল স্কুলে উঠার পর এই প্রথম আমি আসলেই খুশি।

সেকেন্ড পিরিয়ডের পর আমি ওয়াতানাবেকে ফিস ফিস করে বললাম "রেডি তো?"

"একদম রেডি।" সে আমার দিকে না তাকিয়েই ফিসফিস করে বলল। যদিও আমরা এখন বন্ধু, স্কুলের পর একসাথে ঘোরাফেরা করি, কিন্তু কেউ আমাদের প্ল্যান টের পেয়ে যাক তা আমরা চাইনি।

ক্লাসে আমার একদম মন বসছিল না। ফিফ্থ পিরিয়ডের সয়েন্স ক্লাসে মরিগুচিকে দেখে হাসি আটকানো কঠিন হয়ে পড়েছিল আমার জন্য। পুরো দিন যেন দৌড়ের উপর পার হলো।

স্কুলের পর আমি সোজা পুলের দিকে গেলাম। আশেপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হলাম কেউ আছে কিনা। আমার পর আর কাউকে পুল পরিস্কারের দায়িত্ব দেয়া হয়নি, বাঁচা গেল।

কুকুরটা বেড়ার ভেতর দিয়ে নাক বের করে ছিল। মনে হচ্ছিল না কেউ ওই বাড়িতে আছে। পরে আফসোস করার চেয়ে এখনই পরীক্ষা করে দেখা ভালো। টিনের শেড থেকে একটা বল নিয়ে বেড়ার ওপাশে আঙিনাতে ছুঁড়ে মারলাম, তারপর ভান করলাম বলের পেছনে দৌড়ানোর। বেড়া ডিঙিয়ে

BanglaBook.org

ওপারে গিয়ে বাড়ির চারপাশে একটা চক্কর দিলাম। কেউ নেই। ইন্টারকম চাপলাম। কেউ সাড়া দিলো না। তারমানে কেউ বাসায় নেই।

চমৎকার। একদম নিখুঁত।

আমি আবার বেড়া ডিঙিয়ে পুলে ফিরে এলাম। কুকুরটা পুরো সময় তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখল, একবারও ঘেউ ঘেউ করল না। হয়ত অনেক বুড়ো, শব্দ করার শক্তি নেই। কিংবা স্রেফ বোকা।

ওয়াতানাবেকে টেক্সট পাঠালাম 'প্রথম পর্ব' সমাপ্ত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও পুলের কাছে চলে এলো।

"সব প্ল্যানমতই ঠিক আছে!" আমি থাম্বস-আপ দিয়ে বললাম ওকে।

এরপর আমরা লকার রুমে গিয়ে দরজার পেছনে লুকালাম। দরজা কখনো লক করা থাকে না। দ্বিতীয় পর্ব শুরু। লকার রুমের ভেতরটা অন্ধকার আর কেমন বাসি বাসি গন্ধ। ছোটবেলায় কম্বল কিংবা বালিশ দিয়ে বানানো দুর্গের কথা মনে পড়ে গেল, যখন কিনা ভাবতাম আমি সবকিছু পারি। এখন আর কিছুই আগের মত নেই। কিন্তু এখনও আমি হয়ত কিছু পারি, ওয়াতানাবের মত একজন বন্ধু পাশে থাকলে।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ও পাউচটা হাতে নিয়ে শেষবারের মত আরেকবার পরীক্ষা করে দেখছে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। জিনিসটা দেখতে একদম নিরীহ, বাচ্চাদের ব্যবহার করা পার্সের মত পুরোপুরি। খালি আমি জানি অন্যগুলোর সাথে এর পার্থক্য কোথায়!

"এরপর একদিন আমাদের বাসায় আসো?" আমি বললাম। "আমার মা তোমার সাথে পরিচিত হতে চায়। বলেছে, তুমি এলে কেক বানাবে। আমার মনে হয় আমার একজন স্মার্ট ফ্রেন্ড আছে জানতে পারলে তিনি খুশি হবেন। মরিগুচি কেন ক্লাসে সবসময় সেরা শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন সেই নিয়ে মা গত সপ্তাহে প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি দিয়েছিলেন। তারপর আমি তাকে বললাম, তুমি ক্লাসের সেরা ছাত্র, আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার মত আমার কোন ল্যাব নেই, কিন্তু আমার মা সত্যি ভালো কেক বানাতে পারেন। এই ব্যাপারটা শেষ হলে আমরা আমার বাসায় একদিন সেলিব্রেট করবো, ঠিক আছে? আমি মাকে স্পেশাল কিছু বানাতে বলবো। তোমার কি পছন্দ? হুইপ ক্রিম, নাকি চকোলেট?"

ও কোন উত্তর না দিয়ে হাত তুলে আমাকে থামতে বলল। দরজার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম মেয়েটা গেট দিয়ে ঢুকছে।

"ওই মেয়েটাই!" আমি ফিসফিস করে বললাম। মেয়েটা পুল ঘুরে সোজা বেড়ার দিকে কুকুরটার কাছে গেল। আমাদেরকে দেখতে পায়নি ও।

BanglaBook.org

"ডিনার, মুকু," জ্যাকেটের থেকে ব্রেড বের করে ছোট ছোট টুকরো করে কুকুরটাকে খাওয়াতে লাগল মেয়েটি। কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে খেতে লাগল। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকল বাচ্চা মেয়েটি। কয়েক মুহূর্তেই রুটিগুলো সব শেষ।

"আবার দেখা হবে শিগগিরি।" ব্রেডের গুঁড়ো জামা থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে মেয়েটা বলল।

আমি ওয়াতানাবের দিকে তাকালে ও মাথা ঝাঁকাল। তারপর আমরা বের হয় মেয়েটার দিকে যেতে লাগলাম। তৃতীয় পর্ব শুরু। আমি কথা বললাম প্রথমে।

"হ্যালো," ওর কাছাকাছি গিয়ে বললাম। "তুমি মানামি, তাই না?" আমরা মনে হয় ওকে চমকে দিয়েছিলাম, সে দ্রুত আমাদের দিকে ঘুরল। আমি হাসিমুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। "আমরা তোমার আম্মুর ক্লাসে পড়ি। হ্যাপি টাউনে একবার দেখা হয়েছিল তোমার সাথে।"

একদম প্ল্যান ধরেই সবকিছু এগোচ্ছে। শুধু মানামিকে অনেক নার্ভাস দেখাচ্ছিল, সতর্কভাবে আমাদের দেখছিল সে।

"তোমার কুকুর খুব পছন্দ?" ওয়াতানাবে ওকে বলল, "আমাদেরও কুকুর পছন্দ। তাই আমরা মাঝে মাঝে এখানে আসি ওকে খাওয়াতে।"

এই লাইনটা প্ল্যানে ছিল না, কিন্তু এ কথা শুনে মেয়েটার নার্ভাসনেস কমলো, আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। এই দেখে ওয়াতানাবে পেছনে লুকিয়ে রাখা পাউচটা বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো। চতুর্থ পর্ব।

"স্নাগ্লি বানি!" খুশিতে লাফিয়ে উঠল মানামি। ওয়াতানাবের মুখে ওর আজব হাসিটা দেখা গেল। ও একটু মাথা ঝোঁকালো মেয়েটার চোখে সরাসরি তাকানোর জন্য।

"তোমার আম্মু তো তোমাকে এটা কিনে দেয়নি, তাই না?" আমি বললাম তাকে। "নাকি পরে কিনে দিয়েছিল?" যেন স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে বলছিলাম মনে হচ্ছিল আমার কাছে। মানামি মাথা নাড়ল আমার কথা শুনে।

"তাই না?" ওয়াতানাবে বলল। "আসলে তোমার আম্মু আমাদেরকে বলেছিল তোমার জন্য এটা কিনতে। এই নাও ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আগেই তোমার জন্য উপহার...তোমার আম্মুর তরফ থেকে।" এরপর ও মানামির গলায় পাউচটা ঝুলিয়ে দিলো।

"আম্মু দিয়েছে?" আরো খুশি দেখাল ওকে। এতদিন ওকে মরিগুচির মত লাগত না আমার কাছে, কিন্তু ওর হাসি দেখে মনে হলো একদম মরিগুচি।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, সত্যি। চকোলেট আছে ভেতরে। খুলে দেখো," এই লাইনটা আমার বলার কথা, ওয়াতানাবে আগ বাড়িয়ে নিজেই বলে ফেলল সেটা। আমার একটু রাগ হলো, সেটা অবশ্য এমন কোন ব্যাপার না। চূড়ান্ত মুহূর্ত হাজির। মেয়েটা পাউচের চেইনে হাত দিলো।

শক খেয়ে বসে পড়ার কথা কিন্তু সেরকম কিছু হলো না।

টুপ করে কেবল একটা শব্দ হলো। বেশ জোরে ঝাঁকি খেলো মেয়েটা, তারপর সোজা চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। নিথর হয়ে পড়ে থাকল। তার চোখ বন্ধ। পুরো ব্যাপারটা যেন স্লো মোশনে ঘটল।

কী হলো এটা! এমন তো হওয়ার কথা না! সে কি...সে কি মরে গেছে নাকি?!

মাথায় চিন্তাটা আসতেই আমি কাঁপতে লাগলাম, খপ্ করে ওয়াতানাবের হাত ধরলাম আমি। "কি হলো এটা? ও...ও তো...নড়ছে না," বললাম তাকে।

ওয়াতানাবে কোন জবাব দিলো না। আমি ওর দিকে তাকালাম, ও হাসছে। যেন যা চেয়েছিল তা পূরণ হয়েছে। দুনিয়ার সবচেয়ে নিখুঁত হাসি ছিল সেটা। তারপর সে আমার দিকে তাকাল।

"যাও যাও, সবাইকে গিয়ে জানাও," বলল সে।

কী? কী বলবো সবাইকে? আমি কিছু বলার আগেই সে ঝাঁকি দিয়ে আমার হাত ঝেড়ে ফেলল। যেন ময়লা ঝাড়ছে। "পরে কথা হবে।" ঘুরেই হাঁটা ধরল সে।

দাঁড়াও! এ কী হলো! এ আমি কী করেছি! আমি যত জোরে সম্ভব চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, ঘুরে দাঁড়াল সে।

"ও, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি এর সাথে জড়িত কিনা তা নিয়ে কেউ কিছু ভাবল কি ভাবল না তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমরা কখনোই বন্ধু ছিলাম না। তোমার মত ছেলেপেলেদের আমার সহ্য হয় না। অকর্মা অথচ নিজেকে নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকো সবসময়। আমার মত জিনিয়াসের সাথে তুলনা করলে তুমি স্রেফ আস্তাকুড়ে...আবর্জনা।"

আবর্জনা! আস্তাকুড়ে! অকর্মা! না না...দাঁড়াও! আমাকে এভাবে ফেলে যেও না! আমি ওর পেছন পেছন যেতে চাইলাম কিন্তু আমার পা যেন বরফ হয়ে গিয়েছিল। ওর কথাগুলো আমার মাথার ভেতর প্রতিধ্বনির মত বাজছিল তখন। এরপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

চারপাশেও অন্ধকার নেমে আসছিল। সন্ধ্যার বেলের শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। আমার মনে হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা একই

BanglaBook.org

জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আসলে ওয়াতানাবে যাওয়ার পর মাত্র কয়েক মিনিট পার হয়েছে, ওর শেষ কথাগুলো তখনো আমার মাথায় ঘুরছিল।

ও প্রথম থেকেই মেয়েটাকে খুন করার প্ল্যান করে এসেছে। আমাকে ব্যবহার করেছে এ কাজে। কিন্তু কেন? কী লাভ ওর?

যাও যাও, সবাইকে গিয়ে জানাও—ও কি এটাই চাচ্ছিল প্রথম থেকে? আমি যদি পুলিশকে গিয়ে সব খুলে বলি? ওরা তো গিয়ে ওকে গ্রেফতার করবে। ও কি গ্রেফতার হতে চাইছিল? ও কি খুনি হতেই চাইছিল? হয়ত ও খুনি হতেই চাইছিল। কিন্তু ও গ্রেফতার হলে কি পুলিশ আমাকে ছেড়ে দেবে? ও যদি পুলিশকে মিথ্যে বলে? ও যদি বলে ও কিছু জানে না? কিংবা যদি বলে সব প্ল্যান আমার, ওকে আমি সাথে টেনে নিয়ে গিয়েছি বা এরকম কিছু? তাহলে আমি শেষ!

নিচের দিকে তাকালাম আমি। স্নাগ্নি বানির চোখের সাথে চোখাচোখি হলো। মরিগুচির মেয়েকে পাউচের জন্য কান্নাকাটি করতে কে দেখেছিল? আমি। হাটু মুড়ে বসে ওর গলা থেকে পাউচটা ছাড়িয়ে নিয়ে বেড়ার উপর দিয়ে যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে মারলাম।

আর কিছু করা লাগবে, নাকি এইটুকুই যথেষ্ট? আমি যদি এখন এখান থেকে পালিয়ে যাই আর কাউকে কিছু না বলি? তাহলে কেউ কি আমাকে সন্দেহ করবে? না, এভাবে কাজ হবে না। কেউ শক খেয়ে মারা গেলে, কিভাবে শক খেলো তা লোকজন জানতে চাইবেই চাইবে। একটু খোঁজ-খবর নিলেই বেরিয়ে আসবে ওয়াতানাবে রয়েছে, আর সে মুখ খুললেই আমাকে...

আচ্ছা, এমন যদি হয় সে পুলে পড়ে মারা গেছে? এতে কাজ হতে পারে! পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে দেখাতে পারি কিন্তু!

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। মুখের দিকে যেন চোখ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকলাম। দেখে যতটা মনে হয় তারচেয়ে মেয়েটা অনেক বেশি ভারি। ডেকের কাছে বয়ে নিয়ে গেলাম ওকে। পুলের কোনায় গিয়ে আমি নিজেই পা ফস্‌কে পড়তে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে। পানি নোংরা হয়ে ছিল, মরা পাতা ভাসছিল সেখানে। আমি ওকে উঁচু করে তুলে ধরলাম।

না, এভাবে হবে না। জোরে ছুঁড়ে ফেললে পানি ছিটকে বিশাল শব্দ হবে।

তাই আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম, ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয়। কিন্তু ঠিক তখনই মেয়েটার শরীর একটু কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে ও চোখ খুলে

BanglaBook.org

তাকাল আমার দিকে। আনন্দে কেঁদে ফেললাম আমি। তখনই ওকে পানিতে ফেলে দিচ্ছিলাম প্রায়।

ও বেঁচে আছে! ও জীবিত!

আমার ভার নেমে গেল মনে হলো, হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছিলাম না।

আবর্জনা!

ভয় কেটে যেতেই ওয়াতানাবের কথাগুলো আমার মাথায় ফিরে এলো। ও এতদিন আমাকে ছোট করেছে, আমাকে ব্যবহার করেছে। আমাকে অকর্মা বলেছে। ও খুনি হতে চেয়েছে, ও আমাকে ব্যবহার করেছে ওর খুনের জন্য। অথচ মেয়েটা মরেনি, জীবিত আছে। অকর্মা কে এখন? ওয়াতানাবের প্ল্যান সফল হয়নি।

শেষ হাসিটা তাহলে কার? তুমি অকর্মা! তুমি আবর্জনা। তুমি এখনো জানোই না তোমার প্ল্যান বিফলে গেছে।

আমার ঠিক মনে নেই কোনটা আগে হলো। মরিগুচির মেয়ে জ্ঞান ফিরে আমার দিকে তাকাল নাকি আমি আগে ওকে পানিতে ছুঁড়ে দিলাম। যেটাই হোক, একবার ছুঁড়ে দেয়ার পর আমি আর পেছন ফিরে তাকাইনি। আমার পা আর কাঁপছিল না তখন।

ওয়াতানাবে যেখানে ব্যর্থ, আমি সেখানে সফল হয়েছি।

BanglaBook.org

মুখে হাসি নিয়ে ছেলেটা জেগে উঠল–ঘটনার পরদিন

পরদিন সকালে যখন আমি উঠে নিচে কিচেনে গেলাম, আমার মা ডিম আর বেকন ভাজছিলেন। আমার আসার শব্দে আমার দিকে ঘুরে তাকালেন।

"নাওকি, একটা খারাপ খবর আছে," মা বললেন। টেবিলের উপর খবরের কাগজ বিছানো। পাতার মাঝামাঝি ছোট একটা হেডলাইন 'কুকুরকে খাওয়াতে গিয়ে পুলে ডুবে চার বছরের শিশুর মৃত্যু।'

দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। পত্রিকায় চলে এসেছে। খবরে পুরো ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলা হয়েছে। কাজের কাজ করেছি তারমানে!

"মরিগুচি-সেন্সেইর জন্য খারাপ লাগছে," মা বললেন। "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এরকম একটা ছোট বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে আসার কী মানে? তোমাদের ক্লাসের সবার না জানি কী অবস্থা, এমনিতেই সামনে ফাইনাল পরীক্ষা...ওহ্ হো, আমি তো ভুলেই গিয়েছি..." তিনি বললেন। কাপবোর্ডের কাছে গিয়ে লাল কাগজে মোড়ানো আর সোনালি রিবন দেয়া

একটা বাক্স বের করে এনে খবরের কাগজের উপর এমনভাবে রাখলেন যেন ওই আর্টিকেলটা ঢাকা পড়ে যায়। "এই নাও, চকোলেট। ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে'র গিফট।"

তিনি হাসলেন, আমিও তার জবাবে বড় করে হাসি দিলাম।

আমার বোন যেহেতু এখানে নেই, আর কেউ নেই যে কিনা আমাকে চকোলেট দেবে। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পর মিজুকির সাথে দেখা হলো। সে-ও আমাকে চকোলেটের একটা ছোট বাক্স দিলো। আমার বোন ওর দেখাশোনা করত সেজন্য হয়ত। আর কী কারণ থাকতে পারে। চকোলেট ফিরিয়ে দেয়ার কোন কারণ অবশ্য আমার নেই।

"পত্রিকা দেখেছো?" ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আমাকে। শুনে আমার হাত থেকে বাক্স পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। আমি কোনভাবে বললাম তাকে, খুব খারাপ খবর, ইত্যাদি।

ক্লাসে ঢুকে দেখি সবাই এই নিয়ে কথা বলছে। জানা গেল যেসব ছেলেমেয়েরা স্কুলের পরে অনেকক্ষণ ছিল তারা সবাই মিলে মেয়েটাকে খুঁজতে বের হয়েছিল। আমাদের ক্লাসের হোশিনোই ওকে খুঁজে পায়। অন্যরা অনেকে লাশ দেখেছে। সবারই মন খারাপ। কয়েকটা মেয়ে কাঁদছিল। প্রথমে কী ঘটেছে জানার জন্য সবাই মোটামুটি উত্তেজিত ছিল। একেকজন একেক তথ্য যোগ করছিল। পরে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে গেল যেন। কে কতটুকু কী করেছে, কে কী দেখেছে তা নিয়ে কার উপর কে কী বলবে সেই প্রতিযোগিতা।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সবকিছু, এমন সময় কেউ একজন পেছন থেকে আমাকে হাত ধরে টেনে হলে নিয়ে আসল। ওয়াতানাবে।

"কি করেছো তুমি?" আমার মুখের কাছাকাছি মুখ এনে সে বলল। কিন্তু আমি মোটেও ভীত ছিলাম না। বরং হাসি পাচ্ছিল আমার। হাসিনি অবশ্য। ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিলাম সামনে থেকে।

"কথা বলবে না আমার সাথে," ওকে বললাম। "আমরা বন্ধু নই, মনে আছে সে কথা? আর গতকালকের ব্যাপারটা? আমি কাউকে কিছু বলবো না, তুমি নিজে বলতে চাইলে বলো গিয়ে।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে ক্লাসে ফিরে গেলাম। ডেস্কে বসলেও অন্যদের অতিরঞ্জিত গল্প, হামবড়া আলোচনায় যোগ দিলাম না। আংকেল কোজির দেয়া একটি পুরনো রহস্য-উপন্যাস পড়তে লাগলাম। আমি এখন আর আগের মত নই, একজন ভিন্ন মানুষ।

BanglaBook.org

ওয়াতানাবে যেখানে ব্যর্থ, আমি সেখানে সফল হয়েছি। কিন্তু আমি ওর মত সবাইকে বলে বেড়াতে যাবো না। মরিগুচির মেয়ে মারা গিয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে। এমন কি ওরা যদি বের করেতে পারে, এটা একটা খুন, তাহলেও খুনি ওয়াতানাবে। ওর নিজেকে জাহির করার চেষ্টা আমার দেখা হয়ে গেছে। যদি স্কুলে পুলিশ আসে, দেখা যাবে সে হয়ত গায়ে পড়েই স্বীকারোক্তি দিয়ে বসতে পারে।

ও একটা রামছাগল। পুরো ব্যাপারটার বারোটা বাজিয়েছে অথচ কোন ধারণাই নেই ওর।

যাই হোক, মরিগুচি এক সপ্তাহ ছুটিতে থেকে স্কুলে ফিরে এলেন। ঘটনাটা নিয়ে কোন কথা বললেন না। স্রেফ এতদিন অনুপস্থিত থাকার জন্য ক্ষমা চাইলেন হোমরুমের সবার কাছে। ভাবটা এমন, যেন তার ঠাণ্ডা লেগেছিল বা সেরকম কিছু।

আমি যদি আজকে মারা যাই, আমার মা হয়ত পাথর হয়ে যাবেন। কিংবা মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। হয়ত আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারেন। মরিগুচি একদম স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন। তার মধ্যে দুঃখের কোন চিহ্নও দেখা গেল না। কিন্তু তাতেই আমাদের কাছে তার বিষন্নতা আরো প্রকটভাবে প্রকাশ পেলো যেন।

আমি নিশ্চিত, ওয়াতানাবে উনার ভগ্ন অবস্থা অনুভব করতে পারছে ঠিকই। আর যতবার তাকে দেখছে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে। আর এতে উল্টো আমার বেশি হাসি পাচ্ছে। অবশ্য এরকমই হওয়ার কথা।

কিছুদিনের জন্য ক্লাসগুলো শান্ত ছিল। টিচাররা আমাদের সবাইকে সমানভাবে দেখার ভান করলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম পুরোই নাটক। আমি খালি বুঝতে পারছিলাম না তারা কী চান। বিব্রতকর কোন পরিস্থিতি এড়াতে চান নাকি শুধু ক্লাসের ঝামেলা এড়াতে চান? যাই হোক, অন্তত একবারের জন্য হলেও বইয়ের কঠিন সমস্যাগুলো তারা স্মার্ট ছাত্রছাত্রিদেরকেই দিলেন সমাধান করতে।

সমস্যা যত কঠিন হোক, ওয়াতানাবের কখনো বেগ পেতে হয়নি। আর টিচাররা সবসময় ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ও ভাব নিতো যেন ওর কিছু আসে যায় না। এখন ওর এইসব ভাব ধরা দেখলে আমার হাসি পায়।

এরকম একটা কঠিন প্রশ্ন দিয়ে আমাকে তুমি থামাতে পারবে ভাবছো? আমি এরচেয়েও কঠিন কাজ করে এসেছি–ওর মুখে এরকম একটা ভাব লেগে ছিল। হাঁদারাম, ওর কোন ধারণাই নেই, ও কাজটা করতে পারেনি, আমি সেটা করেছি।

BanglaBook.org

ওয়াতানাবেকে উনারা যেসব সমস্যা সমাধান করতে দিচ্ছিলেন, সেগুলো আমার কাছে সহজ লাগতে লাগল। চাইনিজ অক্ষরের উপরে নেয়া গত সপ্তাহের কুইজে আমি সব কয়টি কঠিন প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিয়েছি। টিচার রীতিমত মুগ্ধ।

মুগ্ধ হবে না কেন। পরবর্তি ফাইনাল পরীক্ষায় না হোক, এরপর আমি নিশ্চিত ওয়াতানাবের চেয়ে অনেক ভালো গ্রেড পাবো। ব্যাপারটা আমি যখন উপলব্ধি করতে পারলাম, ক্লাসের তাবত ছেলেমেয়েদেরকে আমার নির্বোধ মনে হতে লাগল। ওদের চেহারা দেখলে হাসি থামিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল আমার জন্য।

কাঁপা কাঁপা গলায় সে তার কাহিনী বলল–ঘটনার এক মাস পর

মরিগুচি বাসায় আসছেন। আমি বাসায় চলে এসেছিলাম। ফাইনালের শেষ দিনে দুপুরের পর তিনি আমার মোবাইল ফোনে কল করে বললেন, পুলের কাছে আসতে, কিছু কথা বলতে চান।

তিনি সব জানেন! আমার মাথায় প্রথম চিন্তা এটাই এলো। সেজন্যই আমাকে পুলের কাছে দেখা করতে বলেছেন। ফোন ধরা অবস্থায় আমার হাত কাঁপতে লাগল, ধুপধুপ করে শব্দ করতে লাগল আমার বুক। শান্ত হও, শান্ত হও...

ওয়াতানাবে খুনি, আমি না। ভয় পাচ্ছিলাম পুলের কাছে গেলে ঠিকমত কথা বলতে পারবো না। তাই তাকে বললাম আমাদের বাসায় আসতে। ফোন রাখার আগে আমি ঝুঁকি নিয়েই একটা প্রশ্ন করে ফেললাম।

"আর ওয়াতানাবে?" জানতে চাইলাম আমি।

"আমি মাত্র ওর সাথে কথা বলেছি," শান্ত, ধীর গলায় উত্তর দিলেন তিনি। আমিও শান্ত বোধ করতে লাগলাম। সব ঠিক আছে। ওয়াতানাবে খুনি, আমি না। আমাকে ও ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছে ওর সাথে।

মরিগুচির হঠাৎ আগমনে মা অবাক হলেন। আমি মাকে বললাম আমাদের কথাবার্তার সময় সাথে থাকতে। আমি জানি উনি পুরো ঘটনা জানার জন্য ছটফট করছেন, সুতরাং সামনে থেকে একবারে শোনাই ভালো। আমি জানি মা আমার কথা বিশ্বাস করবেন আর আমার পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন।

মরিগুচি খুবই সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন "এখন পর্যন্ত মিডল স্কুলে তোমার অভিজ্ঞতা কিরকম?" অ্যাক্সিডেন্টের সাথে এই প্রশ্নর কোন

BanglaBook.org

সম্পর্ক দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমি ঠিক করলাম উনি যে প্রশ্নই করুন না কেন আমি সত্যি কথাই বলবো। তাই আমি তাকে টেনিস ক্লাবের কথা বললাম, ক্রাম-স্কুলের কথা বললাম। গেম সেন্টারে হাই স্কুলের ছেলেদের সাথে ঝামেলার কথাও বললাম, যেখানে উনি আমাকে উদ্ধার করতে যাননি। ভিক্টিম হওয়ার পরও আমাকে শাস্তি পেতে হলো–এইসব দুঃখজনক অবস্থার কথা আমি সব খুলে বললাম উনাকে।

তিনি চুপচাপ শুনে গেলেন, একটা টুঁ শব্দও করলেন না। আমি যখন কথা শেষ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম তখন পরবর্তি প্রশ্ন করলেন। তার শান্ত, শ্বাসরোধ করা স্বর মনে হলো লিভিং রুমে প্রতিধ্বনি তুলল।

"নাওকি," তিনি বললেন। "মানামিকে নিয়ে কী করেছো তুমি?"

আমি আস্তে করে আমার কাপ নামিয়ে রাখলাম। মা তখন রীতিমত চেঁচাচ্ছিলেন। তিনি কিছুই জানতেন না তখনো, আমি আসলেও জড়িত কিনা তা-ও জানতেন না অথচ এরইমধ্যে ক্ষেপে গেলেন। আমি জানতাম আমার তাকে বোঝাতে হবে, আমিও একজন ভিক্টিম। ওয়াতানাবে আমাকে ব্যবহার করেছে।

সুতরাং মরিগুচিকে আমি তাই বললাম যা ঘটেছে। একদম ওয়াতানাবে যখন আমাকে রাস্তায় আটকাল সেখান থেকে শুরু করে তার মেয়েকে কোলে নিয়ে পুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্ত। সব সত্য কথা বললাম, একদম খুঁটিনাটি থেকে। ওয়াতানাবে কিভাবে আমাকে ফুসলিয়ে এনে তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলো। আমি কখনো কাউকে আঘাত করতে চাইনি। আমি সব সত্যি বললাম শুধু শেষে গিয়ে অল্প একটু মিথ্যে মিশিয়ে শেষ করলাম।

আমি নিশ্চিত ছিলাম, উনি ওয়াতানাবে থেকে যে কাহিনী শুনে এসেছেন তার সাথে আমার কাহিনীর মিল পাওয়া যাবে। আমি যতক্ষণ কথা বললাম উনি কোন শব্দ উচ্চারণ করলেন না, আমাকে কোন বাঁধাও দিলেন না। তিনি শুধু টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিজের হাঁটুতে হাত রেখে বসেছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, উনি ভেতরে ভেতরে কতটা ক্ষেপে আছেন। বেচারি বোকা মহিলা। আমার মা-ও কিছু বললেন না।

আমরা সেভাবে পাঁচ মিনিট বসে থাকলাম। তারপর অবশেষে তিনি আমার মায়ের দিকে তাকালেন।

"সত্যি কথা বলতে কী, একজন মা হিসেবে, আমার ইচ্ছে করছে আপনার ছেলে আর ওয়াতানাবে দু-জনকেই খুন করতে। কিন্তু আমি একজন শিক্ষকও, সেজন্য উভয়সংকটে পড়ে গিয়েছি। একজন নাগরিক হিসেবে আমার উচিত ওরা কী করেছে তা পুলিশকে জানানো, কিন্তু শিক্ষক

BanglaBook.org

হিসেবেও আমার দায়িত্ব আমার ছাত্রছাত্রিদের রক্ষা করা। যেহেতু পুলিশ ইতিমধ্যে মানামির মৃত্যুর ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে, আমি আর এই নিয়ে ঝামেলা করতে চাইছি না। আপনাকেও কোন ঝামেলায় ফেলতে চাই না।"

মানে কি? তিনি পুলিশকে কিছু জানাবেন না? আমার মায়ের কয়েক সেকেন্ড লাগল কথাগুলো বুঝতে। তারপর তিনি মাথা বো করে বললেন, "আমি জানি না কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো।"

আমিও বো করলাম। যাক সবকিছু ঠিকমতই কাজ করল।

আমরা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। যতক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন একবারের জন্যও আমার দিকে তাকাননি। হয়ত আমার উপর ক্ষেপে ছিলেন সেকারণে। কিছু আসে যায় না আমার।

শিক্ষার্থীদের ফ্যাকাসে মুখ–টিচারের বাসায় আসার এক সপ্তাহ পর

শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন। দুধ খাওয়ার সময় শেষ হওয়ার পর মরিগুচি আমাদের জানালেন তিনি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। স্বীকার করতে দোষ নেই, শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম। আমি উনাকে গেলাতে পেরেছি যে, ওয়াতানাবে তার মেয়েকে খুন করেছে। আর আমি স্কুলে আসতে নার্ভাস বোধ করছিলাম যদি সবাই বুঝে ফেলে আর আমাকে খুনির সহযোগি হিসেবে চিহ্নিত করে সেজন্যে।

"আপনি কি ওই ঘটনার কারণে চাকরি ছাড়ছেন?" মিজুকি প্রশ্ন করল।

মিজুকির দিকে তাকালাম আমি। এই প্রশ্ন করার মানে কী। মরিগুচি কিছু মনে করলেন না অবশ্য। উনি বিশাল একটা কাহিনী শুরু করলেন। তার মনের মধ্যে কী রয়েছে তা আমাদের সামনে খুলে বললেন।

প্রথমে তিনি বললেন কেন তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন, তারপর সাকুরানোমি-সেন্সেইর কথা বললেন, তিনি কী কী করেছেন জীবনে সেসব নিয়ে বললেন। আমার এগুলো শোনার কোন আগ্রহ ছিল না। আমি শুধু চাইছিলাম উনি তাড়াতাড়ি উনার গল্পটা শেষ করে বিদায় হন।

তারপর তিনি শুরু করলেন শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক আর টেক্সট মেসেজ পাওয়ার কাহিনী। সাহায্য চেয়ে ভুয়া মেসেজ পাঠানোর কাহিনী। শিক্ষার্থীরা কিভাবে তার সাহায্য চেয়ে বা দেখা করতে বলার জন্য মেসেজ পাঠাতো, ইত্যাদি। তারপর তিনি স্কুলের পলিসি

BanglaBook.org

জানালেন, যদি একজন ছাত্র সাহায্য চায় আর টিচার যদি হন একজন নারী তবে তারা কিভাবে সে-জায়গায় একজন পুরুষ শিক্ষককে পাঠাবেন ঠিক করলেন। তাহলে এই কারণেই তিনি সেদিন গেম সেন্টারের ঝামেলায় আমাকে সাহায্য করতে যাননি! সত্যিটা জানতে অবশ্য একটু দেরিই হয়ে গেল।

তারপর তিনি সিঙ্গেল মাদার হিসেবে তার জীবনের কথা বললেন, এইডসের কথা বললেন। তার মেয়ে কিভাবে পুলে পড়ে গেল সে কাহিনী বললেন। এই পুরোটা সময় আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার গলায় দড়ি বেঁধে গিঁট শক্ত করছে।

"মি. সিতামুরা কোত্থেকে এসে হাজির হলেন সেখানে..." হঠাৎ আমার নাম শুনে আমার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একটু আগে খাওয়া দুধ গলা বেয়ে উপরে উঠে আসছিল। উনি বলে চললেন। যখন উনি কথাটা বললেন, আমি কোনরকমে শান্ত হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করতে থাকলাম।

"কারণ মানামির মৃত্যু কোন দুর্ঘটনা ছিল না। এই ক্লাসেরই কয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে খুন করেছে।"

আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে ওই নোংরা, ঠাণ্ডা পুলে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। চোখে কিছু দেখতে পারছিলাম না। আমি মনে হচ্ছিল পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু ওরার মত সামনে কিছু ছিল না। সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম জ্ঞান হারানোর সঠিক সময় এটা না। উনি আর কী কী বলবেন? কতটুকু বলবেন?

জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। তখন খেয়াল করলাম ক্লাসের অন্যদের কী অবস্থা। সবাই মরিগুচির দিকে তাকিয়ে ছিল। এক মিনিট আগেও ওরা বিরক্ত ছিল, শুনছিল কী শুনছিল না, এখন সবার কান সজাগ।

কিন্তু আসল কথায় না গিয়ে তিনি শুরু করলেন কিশোর সংশোধন আইন আর লুনাসি ইন্সিডেন্টের কাহিনী। আমি বুঝছিলাম না, তিনি কোন দিকে যাচ্ছেন, কী বলতে চাইছেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিরতি দিলেন। আমি প্রার্থনা করছিলাম যেন উনি কথা শেষ করেন, কিন্তু উনি আবারো বকবক শুরু করলেন। মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে বললেন। এরপরের ব্যাপারটা একটু চমক ছিল সবার জন্য। মানামির বাবা নাকি সাকুরানোমি-সেন্সেই! উনার এইডস থাকায় মরিগুচি তাকে বিয়ে করতে রাজি হননি।

সাকুরানোমি-সেন্সেই খুব শিগগিরি মারা যাবেন ভাবতেই আমার অদ্ভুত লাগল। তা-ও এইডসে। আমি আসলে ভাবছিলাম আমার কী হবে। আমার

BanglaBook.org

মনে হয় আমি ডেস্কে আমার হাত ঘষছিলাম কোন একটা অনুভূতি দূর করার জন্য। এই হাত দিয়ে আমি ওই মেয়েটাকে ধরেছিলাম। ওর কি এইডস ছিল? ওর থেকে কি আমাকে এইডস ধরেছে?

অন্যরুমে চেয়ার টানার শব্দ শুনতে পেলাম। ওদের ছুটি। মরিগুচিও শুনতে পেয়েছেন মনে হলো। আমি চাইছিলাম উনি আমাদেরকে মুক্তি দিক। উনি দিলেন, সেই সাথে এ-ও বললেন, কেউ চাইলে চলে যেতে পারে। আমার প্রার্থনা কাজ করল! কিন্তু কেউ নড়ল না। যদি কেউ, একজনও যদি উঠে দাঁড়াত, আমিও সাথে সাথে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল কেউ কোথাও যাবে না।

তিনি আমাদেরকে এক মিনিট সময় দিলেন দেখার জন্য কেউ যেতে চায় কিনা। কেউ গেল না দেখে তিনি আবার শুরু করলেন।

তিনি বললেন তিনি নাম বলবেন না। খুনিদেরকে তিনি 'এ' এবং 'বি' বলে সম্বোধন করবেন। এর কোন দরকার ছিল না। তিনি যখন 'এ' সম্পর্কে বলছিলেন, সবাই বুঝতে পারছিল এই 'এ' ওয়াতানাবে ছাড়া আর কেউ না। আমার মনে হয়, তিনি চাইছিলেন সবাই জানুক। সবাইকে আগ্রহি করতে এই ফন্দি। ফন্দি কাজে লেগেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাই ওয়াতানাবের দিকে তাকাচ্ছিল।

এরপর 'বি'র পালা। আমি সেদিন যা যা বলেছিলাম উনাকে প্রায় একই কথাই তিনি সবাইকে শোনালেন। সাথে নিজের কিছু ছোট ছোট মন্তব্য যোগ করলেন যাতে করে মনে হলো আমি বেশ বোকা। যেমন নিজেকে স্মার্ট প্রমান করার জন্য আমি এসব করিনি, আমি করেছি কারণ আমি বোকা আর অকর্মা সেজন্যে। কিন্তু তার উপর এখন আর রেগে লাভ কি? খেলা তো শেষ।

এখন সবাই ঘুরে আমাকে দেখছিল। কেউ কেউ হাসছিলও। কেউ আবার আমাকে ঘৃণার চোখে দেখছিল।

আমি খুন হতে যাচ্ছিলাম! জানতাম আমি!

একদম সরল, স্পষ্ট সুত্র প্রথমে গেম সেন্টারে গেলাম–প্রথম ভুল পদক্ষেপ–তারপর শাস্তি পেলাম; আমার মনে হয়েছিল টিচার আমাকে উপেক্ষা করছেন; তাই আমি খুনির সহযোগিতে পরিণত হলাম। আমাকে কে খুন করতে চাইবে না? কিন্তু পুরোটাই আসলে ওয়াতানাবের দোষ ছিল। আমি স্রেফ একজন ভিক্টিম ছিলাম। সে খুনি। আমি ভিক্টিম। 'এ'=খুনি, 'বি'=ভিক্টিম। 'এ'=খুনি, 'বি'=ভিক্টিম। আমি মনে মনে মন্ত্রের মত আউড়াতে লাগলাম এটা।

BanglaBook.org

ওগাওয়া প্রশ্ন করল : "আর যদি ওয়াতা...মানে, 'এ' অন্য কাউকেও খুন করে?" ওকে মনে হলো সত্যি সত্যি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত।

"না, তুমি ভুল করছো। 'এ' আসলে মানামিকে খুন করেনি।" মরিগুচি বললেন। "মানামিকে খুন করেছে 'বি'।" আমার মনে হলো আমি পুলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন কাউকে খুন করার মত জোরাল শক ছিল না পাউচটায়, মানামি স্রেফ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ওরা জানে এখন সবকিছু। মরিগুচি আমাদের বাসায় এসেছিলেন সত্যটা জানতে। তিনি এখনো জানেন না আমি ইচ্ছে করে খুনটা করেছি। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। আমি মেয়েটাকে খুন করেছি সেটাই আসল কথা।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ভাবছিলাম ওয়াতানাবে কী ভাবছে। কিন্তু ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। বুঝতে পারছিলাম, যে কোন সময় পুলিশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারলাম মরিগুচি বলছিলেন আইন আমাদের শাস্তি দিতে পারে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এর মানে কী? কী?

আমার চারপাশে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছিল মনে হচ্ছিল। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। পুলে না, অন্য কিছুতে। আঠালো কাদার মত কিছু একটা আমাকে গিলে খাচ্ছিল। আর মরিগুচির শান্ত কণ্ঠ ভেসে আসছিল দূর কোনখান থেকে।

" 'এ' আর 'বি'র দুধের কার্টনে আমি আজ সকালে কিছু রক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলাম।" তিনি বলছিলেন। "আমার রক্ত না–আমার দেখা সবচেয়ে সম্মানিত মানুষের রক্ত, মানামির বাবার রক্ত। সাধু সাকুরানোমির রক্ত।"

সাকুরানোমি-সেন্সেইর রক্ত! এইডস সংক্রমিত রক্ত! দুধে এইডস সংক্রমিত রক্ত মেশানো ছিল? আর আমি সেই কার্টন থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত গিলেছি? আমি গাধা হতে পারি কিন্তু এর অর্থ কী হতে পারে বুঝতে বাকি ছিল না আমার।

মৃত্যু। আমি মরতে যাচ্ছি। মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু! আমি মরতে যাচ্ছি!

আমি টের পাচ্ছিলাম ঠান্ডা, গভীর কোন আঠালো কাদায় ডুবে যাচ্ছি যেন।

BanglaBook.org

বসন্তের ছুটি। আমি সারাদিন রুমেই থাকি। আকাশ দেখি।

কাদা থেকে উঠে কোথাও পালিয়ে যেতে চাইছিলাম। এমন কোথাও যেখানে কেউ আমাকে চেনে না। এমন কোথাও যেখানে নতুন করে আবার জীবন শুরু করা যাবে।

জেট প্লেনের কারণে নীল আকাশে সোজা সাদা মেঘের লাইনের মত তৈরি হয়েছে। কে জানে, কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে এই লাইন। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে হলো।

দুর্বল মানুষ তাদের চেয়েও দুর্বল মানুষকে শিকার হিসেবে বেছে নেয়। আর শিকারের সামনে শুধু দুটো পথ খোলা থাকে মরে গিয়ে সব কষ্ট চুকিয়ে ফেলা অথবা কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকা। কিন্তু কথাটা ভুল।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা এসবের চেয়ে অনেক বড়। যদি কেউ কোন জায়গায় থেকে কষ্ট পায় তার উচিত অন্য কোন জায়গা খুঁজে বের করা যেখানে কিনা কষ্ট কম। নিরাপদ জায়গা খোঁজার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তোমার জন্য নিরাপদ স্বর্গ অপেক্ষা করছে।

তারপর আমার মনে পড়ল কথাটা কে বলেছিল। সাকুরানোমি-সেন্সেই। মাত্র কয়েকমাস আগেই টিভিতে দেখেছিলাম। এখন আমার কাছে হাস্যকর লাগছে। তিনি জোর দিয়ে বলছিলেন সবার জন্য যাওয়ার জায়গা রয়েছে, অথচ মিডল স্কুলের একটা বাচ্চা ছেলের পক্ষে একা একা এই পৃথিবীতে কী করে বেঁচে থাকা সম্ভব? আমি ঘুমাবো কোথায়? খাবো কী? বাড়ি পালানো একটা ছেলেকে কি কেউ খেতে দেবে? চাকরি দেবে? পকেটে টাকা না থাকলে এভাবে বেশিদিন চলে সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সবসময়ই একই বড়রা খালি উপদেশ দেয়ার বেলায় আছে অথচ তারা পৃথিবীকে খালি নিজেদের অবস্থান থেকে দেখে। একজন শিশু বা কিশোরের চোখে পৃথিবীটা কেমন তা তাদের মনে থাকে না।

....আমি যখন তোমাদের বয়সে ছিলাম, আমি প্রায়ই বাসা থেকে পালিয়ে যেতাম। আমি আর আমার বন্ধুরা অনেক সমস্যা করতাম, সেজন্য শাস্তি দেয়া হতো আমাদের। কিন্তু আমরা কখনো আত্মহত্যার কথা ভাবিনি...কেন ভাববো? যখন আমরা কিনা একজন আরেকজনের জন্য রয়েছি?

BanglaBook.org

হয়ত উনি যখন ছোট ছিলেন তখনকার জন্য এসব ঠিক ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। 'বন্ধু' বলে কোন কিছু এখন কারোর থাকে না। আমি এমনকি এর অর্থ কী তাও ঠিকমত জানি না। তাই আমাকে যদি বাঁচতে হয়, এই ঘরের মধ্যে থেকেই বাঁচতে হবে। আর কোন পথ আমার সামনে নেই। আমার বাবা কাজ করেন। মা আমার দেখাশোনা করেন। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। এছাড়া আমার জন্য আর কোন জায়গা নেই।

কিন্তু আমার থেকে যদি আমার বাবা-মা এইচআইভি সংক্রমিত হন? আর তারা যদি অসুস্থ হয়ে আমার আগেই মরে যান? তখন আমি কী করবো?

আমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন তাদের কিছু না হয়। আর যে কয়দিন আমি এই কাদার মধ্যে বেঁচে থাকি, এটাই আমার একমাত্র কাজ।

কান্নাকাটি অনেক করলেও আমি আসলে দুঃখিত নই। প্রতিদিন সকালে উঠে যখন আমি উপলব্ধি করি আমি বেঁচে আছি, তখন আনন্দে কেঁদে ফেলি। জানালার পর্দা সরিয়ে দিলে যখন রুমে আলো ঢোকে, নতুন দিনের শুরু দেখে আমার চোখে পানি এসে যায়। অথচ আমার কিছু করার নেই।

মায়ের বানানো সুস্বাদু খাবার খেয়েও আমার কান্না পায়। তিনি আমার প্রিয় সব ডিশ রান্না করে টেবিলে সাজিয়ে দেন। আমার আরো বেশি কান্না পায় এই ভেবে যে, আমি আর বেশিদিন এসব উপভোগ করতে পারবো না। ওই বিন কেকগুলো আমি সবসময় ঘৃণা করে এসেছি, অথচ সেগুলোও এখন ভালো লাগছে। খেতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছি, কখনো ভাবতে পারেনি এত ভালো লাগবে এগুলো খেতে। আগে কেন কখনো খাইনি?

আমি জানতে পারলাম আমার বোন প্রেগন্যান্ট, একটা নতুন জীবন আসছে এই ভেবেও আমি কেঁদেছি। ও সবসময় আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, আমি চেয়েছিলাম ওকে শুভেচ্ছা জানাতে কিন্তু বাচ্চাকে আক্রান্ত করার ঝুঁকি নিতে চাইনি, তাই একা একা কেঁদেছি।

আমি আসলে দুঃখিত নই। আমি আমার এখনকার আমিকে ঘৃণা করি না। প্রথমে মনে হয়েছিল শিগগিরি মারা যাবো। শেষ কয়েকটা দিন বেঁচে থাকা অনেক কষ্টের হবে। কিন্তু আসলে আমার জীবন এখন আগের চেয়ে অনেক শান্তিময়।

এভাবে যদি অনন্তকাল চলত!

BanglaBook.org

*

একদিন বসন্তের ছুটি শেষ হলো।

এইটথ গ্রেডের ক্লাস শুরু হচ্ছে। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। এজন্যই এর নাম 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। জানি, কিন্তু আমি যেতে পারছিলাম না। আমি একজন খুনি। স্কুলে গেলে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমাকে শাস্তি দেবে। আঘাত করবে। আমার ধারণা এভাবে একদিন না একদিন তারা আমাকে খুন করে ফেলবে। তাহলে কী করে স্কুলে যাবো?

স্কুলের ব্যাপারটার সাথে আরেকটা দুশ্চিন্তা হলো, আমার মা হয়ত আমাকে বাসায় থাকতে দেবেন না। স্কুলের প্রথমদিন থেকেই না যাওয়ার জন্য আমি জ্বর, মাথাব্যথা ইত্যাদি অজুহাত দিচ্ছি, কিন্তু কতদিন এরকম অজুহাতে চলবে? একদিন না একদিন তিনি রেগে গিয়ে কিংবা কেঁদে ফেলে আমাকে বলে ফেলবেন আমাকে নিয়ে তিনি কতটা আশাহত। খারাপ লাগছে কিন্তু তাকে সত্যি সব খুলে বলা সম্ভব নয়।

মা যদি মরিগুচির মেয়ের ব্যাপারে সবকিছু জেনে ফেলে কী হবে?

উনার ধারণা, ওয়াতানাবে খুন করার পর আমি মেয়েটাকে পুলে ছুঁড়ে ফেলেছি। তাতেই উনি যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন। আর এখন যদি জানতে পারেন, মেয়েটার আসল খুনি আমি, আর আমি ইচ্ছে করেই ওকে খুন করেছি তাহলে কী হবে? কিংবা যদি জানতে পারেন, মরিগুচি আমাকে এইডস আক্রান্ত করে প্রতিশোধ নিয়েছেন, তাহলে?

আমি জানি তার কী হবে। উনি পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু উনি যদি আমাকে এখানে আর থাকতে না দেন? আমার সবচেয়ে বড় ভয় হলো, আমাকে যদি বাসা থেকে বের করে দেয়া হয়? মৃত্যুর সাথে এর কোন পার্থক্য থাকবে না।

তারপর হঠাৎ তিনি আমার রুমে এসে হাজির হলেন। মাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি না করায় প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম। বরং তিনি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বললেন ডাক্তার যদি পরীক্ষা করে বলে আমার কোন মানসিক সমস্যা রয়েছে তাহলে আমি বাসায় থেকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারবো।

হয়ত আমি আসলেই অসুস্থ।

কিন্তু ডাক্তারের কাছে গেলে যদি তারা পরীক্ষা করে বের করে ফেলে

BanglaBook.org

আমার এইডস আছে, তাহলে মাকেও জানিয়ে দেবে। একটু আশঙ্কাজনক কিন্তু আমার মনে হয় তারা সেরকম কোন পরীক্ষা করতে গেলে আমি দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবো। যাই হোক, স্কুলে যাওয়ার চেয়ে যে কোন কিছু ভালো। স্কুলে গেলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

অবশ্য দুশ্চিন্তা করার মত কিছু ছিল না। ডাক্তার আমার সমস্যার একটা নাম খুঁজে বের করলেন–'অটোনমিক এটাক্সিয়া' কিংবা এরকম কিছু। জানা গেল আমার বয়সি অনেকেরই নাকি এই রোগ হয় আর তারা স্কুলে যেতে চায় না। আমার মাকে এই খবরে চিন্তিত দেখাল না, বরং তিনি বেশ খুশিই হলেন মনে হলো। যাই হোক, এর মানে হলো আমি কিছুদিনের জন্য বাসায় থেকে বিশ্রাম করতে পারবো। আমার নিজেরও দুশ্চিন্তা কমল।

ক্লিনিক থেকে বের হওয়ার পর আমি চারপাশে তাকালাম। পৃথিবীকে আমার চোখে অন্য রকম লাগছিল। সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় নার্ভাস ছিলাম, খেয়াল করিনি। ঐদিনের ঘটনার পর আজকেই প্রথম বাসা থেকে বের হয়েছি। একজন সাধারণ মানুষের মত নিঃশ্বাস নিতে পারছি দেখে আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগছিল। স্কুলে হয়ত যেতে পারবো না কিন্তু বাইরে আবার হয়ত বের হতে পারবো।

জোরে দম নিলাম। বোঝার চেষ্টা করছিলাম কাদা ঠেলে বের হয়ে আসতে পেরেছি কিনা, অন্তত একটু হলেও। তখনই স্টেশনের পাশের ডোমিনো বার্গার চোখে পড়ল। আমার প্রিয় কোন জায়গা না, ওয়াতানাবেকে যখন বন্ধু ভাবতাম তখন ওখানে যেতাম অনেক। মা জিজ্ঞেস করলেন বাসায় যাওয়ার আগে কিছু খেতে চাই কিনা, আমি বললাম হ্যামবার্গার খাওয়া যেতে পারে।

আমি জানতাম ওখানে পেপার প্লেট আর প্লাস্টিকের চামচ ব্যবহার করা হয়, ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা কম। কিন্তু এরচেয়েও বেশি জরুরি ছিল নিজেকে পরীক্ষা করা। হ্যাপি টাউনে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ডোমিনো বার্গারে যদি যেতে পারি তাহলে বুঝবো, কাদা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও একটু হয়ত বেরিয়ে এসেছি।

মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে ওয়াতানাবের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম, ডোমিনো বার্গারের সাইন দেখে মনে পড়ল। ও কী করছে এখন? আমি নিশ্চিত, ও হয়ত ওর ওই পুরোনো বাড়ির ল্যাবরেটরিতে নিজেকে আটকে রেখেছে, আসন্ন মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। বলতে দ্বিধা নেই, ওর এই অবস্থা চিন্তা করতে আমার ভালোই লাগছিল। ওর কপালে এই পাওনা ছিল–ভাবতে ভাবতে হ্যামবার্গারে কামড় বসালাম আমি।

BanglaBook.org

এমন সময় কিছু একটা ছিটকে এসে পড়ল আমার পায়ে।

দুধ! দুধ! দুধ!...ওরা আমাদের পাশের টেবিলে বসে ছিল...মরিগুচি আর তার মেয়ে!

ওরা আমাকে ধরতে আসছে। আমি যখন কাদা থেকে একটু বেরিয়ে আসতে পেরেছি তখন আমার মাথা ধরে আবার কাদায় ডুবিয়ে দিতে চাইছে। থামো! থামো!...আমার মাথা আবার কাদায় ডুবে যাচ্ছিল। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, খেয়াল রাখছে যেন আমি বেরিয়ে যেতে না পারি। আঠালো কাদা ঢুকে যাচ্ছিল আমার মুখ দিয়ে। গলা দিয়ে বেয়ে নামছিল।

আমি দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে বমি করে কাদা বের করার চেষ্টা করলাম। কাদা আর ওয়াতানাবের চেহারা একসাথে বেরিয়ে এলো।

ছেলেটি পর্দার আড়াল থেকে লুকিয়ে অতিথিদের দেখে–প্রতিশোধের দুমাস পর

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর আমি আর বাসা থেকে বের হতে পারিনি। বাসায় ঠিকমত মানিয়ে নিয়েছি। এখানে সব চুপচাপ আর চমৎকার। আমার রুমটা সবচেয়ে শান্তিময় জায়গা। এখানে থাকলে আমাকে ভাইরাস ছড়ানো নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

সারাদিন ইন্টারনেটে বসে কমিক্স পড়ি। কমিক্সগুলোর সিকুয়েল কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করি আর মায়ের দেয়া নোটবুকে সেগুলো টুকে রাখি। পরিস্কার করার পেছনে আমার অনেক সময় যায়। অনেক ঝামেলা। তারপরেও খারাপ লাগে না।

এমন সময় একদিন ওরা এসে হাজির–নতুন হোম রুম টিচার তেরাদা আর মিজুকি। তারা ক্লাস নোটের কপি নিয়ে এসেছে। মা তাদেরকে লিভিং রুমে বসিয়ে গল্প করছিলেন। লিভিং রুম ঠিক আমার রুমের নিচেই, তাই ওদের প্রত্যেকটি কথা আমার কানে আসছিল। মা অনেকক্ষণ ধরে তেরাদার কাছে মরিগুচির দুর্নাম করে গেলেন।

তেরাদা মাকে বললেন আমার সব সমস্যা তার উপর ছেড়ে দিতে। তাকে অহংকারি শোনাচ্ছিল, আর আমার ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে বলতে আমাকে একা থাকতে দাও!

এই কয়েকদিন চুপচাপ আরামে ছিলাম এখন আমার আবার ভয় করতে লাগল।

শিক্ষকদের বিশ্বাস করা অসম্ভব। এই লোকটা ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার

BanglaBook.org

দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে আমাকে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে যাতে আমাকে খুন করতে পারে। তেরাদা হয়ত মরিগুচিরই ছাত্র ছিলেন বা কিছু। এখানে এসে ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমার জন্য তার কত দুশ্চিন্তা। আসলে হয়ত দেখতে এসেছেন আমাদের কী অবস্থা তারপর মরিগুচিকে গিয়ে রিপোর্ট করবেন। আমি এমনকি মিজুকিকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। স্কুলে গুজব ছিল মিজুকি নাকি মরিগুচির স্পাই। হয়ত মরিগুচির এখনো শান্তি হয়নি। হয়ত তিনি এখন চাইছেন আমাকে খুন করতে। হয়ত পুরো ব্যাপারটাই শুরু থেকে তার পরিকল্পনাতে ছিল। মনে হলো তেরাদাকে মা খুব পছন্দ করেছেন। উনি যদি তেরাদাকে আমার রুমে আসতে দেন তাহলে কী করবো? সে হয়ত আমাকে খুন করতে এখানে এসেছে। তাছাড়া মা যে মরিগুচি সম্পর্কে তেরাদাকে বাজে কথা শোনালেন, তেরাদা যদি গিয়ে মরিগুচিকে সব বলে দেন?

এরপর মা যখন গর্বিত ভাব নিয়ে আমার রুমে আসলেন আমি চিৎকার করে ডিকশনারি ছুঁড়ে মারলাম। তিনি কেন তার বড় মুখটা বন্ধ রাখতে পারেন না? মাকে খুবই হতবাক দেখাল। কারণ হয়ত এই প্রথম আমি তার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করলাম। উনি দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর আবার কাঁদতে শুরু করলাম আমি। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার আর কোন উপায় আমি খোলা দেখতে পারছিলাম না।

তেরাদা আর মিজুকি সপ্তাহে একবার করে আসে। প্রতিবার আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। মা তাদেরকে আর ঘরে ঢুকতে দেন না, আবার আসতে মানাও করেন না। এরকম আর কতদিন চলবে?

আমি আমার রুম থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছি। কেউ যদি রুমের বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে? মরিগুচি, না-হলে তেরাদা, নয়তো মিজুকি? কিংবা আরও খারাপ কেউ, টেনিস ক্লাবের তকুরা? আমি এত ভীত ছিলাম যে, কিছু করতে পারছিলাম না।

ওরা সবাই আমাকে খুন করতে চায়।

তারা যদি জানতে পারে আমি ইন্টারনেটে বসে কমিক্স পড়ি তাহলেও আমাকে তারা খুন করবে। আমি নিশ্চিত, মরিগুচি জানেন আমি কোন কোন সাইটে যাই। তেরাদা কি লিভিং রুমে আড়িপাতার কোন যন্ত্র লুকিয়ে রেখে গেছেন, যাতে মরিগুচি সব কথা শুনতে পারেন? আমি মজাদার কিছু খাচ্ছি বা কোন কিছু নিয়ে মজা করছি জানতে পারলে তিনি আমাকে আরো খুন করতে চাইবেন।

তারা আমার উপর লক্ষ্য রাখছে। আমি কোন কাজ করতে পারছি না,

BanglaBook.org

সারাদিন রুমে বসে সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকি। পুলের দৃশ্য, একটা মেয়ে পানিতে ভেসে থাকার দৃশ্য আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আমি দেখতে চাই না, আমি মুখ সরিয়ে ফেলতে চাই কিন্তু আমাকে তা করতে দেয়া হয় না।

মরিগুচি আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

আমি সারাদিন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকি। সময় সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আজকে কী বার তা-ও জানি না। খাবারে কোন স্বাদ পাই না। মৃত্যুভয়ে কাতর থাকি অথচ যেভাবে বেঁচে আছি তাকে বেঁচে থাকা বলে না। হয়ত আমি বেঁচে নেই।

অনেকদিন পর আয়নায় নিজেকে দেখলাম। নোংরা, ভয়াবহ অবস্থা, কোনরকম জীবনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। আমার চুল আর হাত-পায়ের নখ বড় হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া একদম খসখসে। কিন্তু তারপরেও আমি বেঁচে আছি। আমি কাঁদতে শুরু করলাম।

আমি বেঁচে আছি! বেঁচে আছি! জীবিত!

আমার কাছে বেঁচে থাকার প্রমান আছে। আমার লম্বা চুল, নখ, খসখসে ত্বক। আমার চুল, আমার চোখ-কান আর মুখ ঢেকে দেয়। আমাকে রক্ষা করতে চায়। আমাকে বলতে চায় আমি বেঁচে আছি।

BanglaBook.org

ছেলেটা ব্ল্যাক ম্যাসের দিকে তাকিয়ে–প্রতিশোধের প্রায় চার মাস পর

গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। যেন কোথাও ডুবে ছিলাম আমি, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বালিশের চারপাশে কালো কালো কী জানি পড়ে আছে।

কী হচ্ছে এসব?

মাথা ঝাড়া দিলাম যেন পরিস্কার হয়। কালো জিনিসগুলোর একটা হাতে তুলে নিতে গেলাম, হাতের ভেতর দিয়ে পড়ে গেল। আমি মাথায় কানে হাত দিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম।

বিছানায় ওগুলো আমার চুল। আমার চুল! আমার চুল! আমার জীবন! জীবন!

আমি আবার কাদায় ডুবে যাচ্ছি। কাদা আমার নাক দিয়ে কান দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না...

মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু...

আমি মরতে চাই না, আমি মরতে চাই না, আমি মরতে চাই না, আমি মরতে চাই না...

না! না! না! আমার খুব ভয় লাগছে! ভয়!..

কেউ আমাকে সাহায্য করো! কেউ আমাকে বাঁচাও!

কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল, আমি আমার রুমেই ছিলাম। যদিও শেষ হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তখনও দম ছিল। আমার হাত-পা নাড়াতে পারছিলাম। আমি বেঁচে ছিলাম। ছিলাম তো নাকি?

আমি রুম থেকে বের হয়ে নিচে গেলাম। মা ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, এটা তো আমাদেরই বাসা। বাথরুমে গিয়ে আয়নার দিকে তাকালাম।

অবশ্যই আমি বেঁচে আছি। কিছু চুল আছে, মরবো কী করে।

ড্রয়ার থেকে ইলেকট্রিক ক্লিপার বের করলাম। যখন থেকে মিডল স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি মা আমাকে এটা দিয়ে চুল কেটে দেয়। অন করলে সুন্দর একটা গুনগুন শব্দ হয়। কপালের উপর ধরলাম, তেলতেলে একদলা চুল আমার পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। উপলব্ধি করলাম, একই সাথে আমার ছোট একটা অংশ কোথাও হারিয়ে গেল। এইটুকুই? জীবনের প্রমান হলো মৃত্যুর ভয়। এই কাদা থেকে বের হওয়ার একটাই উপায় তাহলে আমার সামনে খোলা...

মাথার উপর জোরে চাপ দিয়ে ক্লিপার চালালাম। গুনগুন শব্দের সাথে আমি অনুভব করলাম আমার জীবন চেঁছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

চুল কাটা শেষ হলে আমি নখ কেটে গোসল করে সব নোংরা ধুয়ে ফেললাম। সাবানের ফেনা তুলে ওয়াশ ক্লথ দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেললাম সব ময়লা। জীবনের সব চিহ্নও ধুয়েমুছে ড্রেন দিয়ে ভেসে গেল।

তাহলে আমি কেন জীবিত ছিলাম?

জানি না। জীবনের সব প্রমান, সব চিহ্ন, আমার অস্তিত্বর প্রমাণ সব মুছে ফেলেছি একটার পর একটা। তারপরেও আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। তখন আমার মনে পড়ল কয়েকমাস আগে দেখা একটা ভিডিওর কথা।

এখন বুঝেছি। আমি জোম্বিতে পরিণত হচ্ছি। আমাকে বার বার মারলেও আমি মরবো না; আরো শক্তিশালি হবো। আমার রক্ত আসলে বায়োলজিক্যাল অস্ত্র। শহরের সবাইকে জোম্বিতে পরিণত করে ফেলা যাবে তা দিয়ে। ব্যাপারটা মজাই হবে।

BanglaBook.org

আমি ঠিক করলাম বাইরে গিয়ে দোকানের সব শেল্‌ফে স্পর্শ করে আসবো। আমার পকেটে ব্লেড আছে। যা স্পর্শ করবো সবকিছুতে টকটকে লাল রক্তের দাগ লেগে যাবে।

মিশন সাকসেসফুল! বায়োলজিক্যাল অস্ত্র ডেটোনেট করা হয়ে গেছে।

আমি চারপাশে ঘুরে বেড়ালাম আর প্রত্যেক বেন্টো, রাইস বল, জুসের বোতলে সিল দেয়ার মত করে আমার স্পর্শ লাগিয়ে দিলাম।

কেউ একজন আমার কাঁধে টোকা দিলো। ব্লিচ করে সাদা করা চুলের একটা ছেলে। সম্ভবত এখানে পার্ট-টাইম কাজ করে। ও আমার হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল, ওর দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছিল ঘেন্নার ছাপ। আমার হাত বেয়ে রক্ত পড়ছিল টপ টপ করে...দেখতে ভালো লাগছিল ওটা, লাল...

আগে ব্যথা করছিল না, কিন্তু এখন যখন তাকিয়ে ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল দপদপ করছিল। আমি শেল্‌ফ থেকে এক আক্স ব্যান্ডেজ নামিয়ে হাতে পেঁচিয়ে নিলাম।

মা আমাকে নিতে আসলেন। ম্যানেজার আর ক্লার্কের কাছে অনেকবার বো করে ক্ষমা চাইলেন তিনি। আমার রক্ত লাগা সব প্রোডাক্ট কিনে নিলেন।

আমরা যখন বাসায় ফিরছিলাম তখনো সূর্য ঠিকমত ওঠেনি। তারপরেও এর তীব্র আলো মনে হচ্ছিল আমাকে সুইয়ের মত গেঁথে ফেলছে। হাঁটতে হাঁটতে আমি ঘেমে গিয়েছিলাম। চোখের উপর থেকে ঘাম মুছতে গিয়ে আমার মনে হলো, মরণের ভয় কিংবা জীবনের প্রমাণ নিয়ে আমার আর কোন মাথাব্যথা নেই। আমার হাত দপদপ করছিল, অনেক খিদে পেয়েছিল কেন জানি।

আমি সত্যি সত্যি অনেক ক্লান্ত ছিলাম হয়তো...

মায়ের দিকে তাকালাম, উনি আমার পাশে পাশে হাটছিলেন। মুখে মেকআপ দিতে পারেননি, তখনো গত রাতের পোশাক তার গায়ে। অভিভাবকদের মিটিঙের দিন যখন তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন, তার দুশ্চিন্তা ছিল তিনি অন্য অভিভাবকদের চেয়ে বেশি বয়স্ক। আমার সেসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক সুন্দরি ছিলেন। কিন্তু এই প্রথম তাকে মেকআপ ছাড়া বাইরে কোথাও যেতে দেখলাম। দু-হাতে ব্যাগ থাকায় তিনি মুখ বেয়ে পড়া ঘাম মুছতে পারছিলেন না। আমি কোন রকমে কান্না চেপে ছিলাম।

আমি হয়ত উনার প্রতি অবিচার করেছি। ভেবেছিলাম আমি মায়ের আকাঙ্খা পূরণ করতে না পারলে তিনি আমাকে ভালোবাসতে পারবেন না।

BanglaBook.org

কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। তিনি এখনো আমার পাশেই আছেন। যদিও আমি এখন একজন জোম্বি হয়ে গেছি।

আমি ঠিক করলাম মাকে সব খুলে বলবো। তারপর তিনি আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাবেন। তিনি যদি আমার মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন তাহলে আমি শাস্তি মাথা পেতে নিতে পারবো। তিনি যদি আমাকে একজন খুনি হিসেবে মেনে নিতে পারেন, তাহলে আমি হয়ত আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করতে পারবো।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করে তাকে সব বলবো। জানি, সরাসরি সত্যি বলে দেয়া ভালো কিন্তু একটু ভয় লাগছিল যদি তিনি সব জেনে আমার ব্যাপারে সব রকম আশা ছেড়ে দেন?

তাতে অবশ্য কী আসে যায়?

আমি তো পালাতেই চাইছি–তাই কী কী করেছি সব মাকে বলতে চাই। কিন্তু একই সাথে সব বলার সময় আমাকে জোম্বি সেজে থাকতে হবে।

তাকে যখন বলছিলাম মরিগুচি আমার সাথে কী করেছেন, এইডস মেশানো দুধের কথা, তখন হঠাৎ আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মাথায় এলো। আমি জানি না আমি আসলেই সংক্রমিত হয়েছি কিনা। আসলেই আমার এইডস আছে কিনা। নাকি এতদিন আমি অযথাই ভয় পেয়ে এসেছি?

আমি টের পেলাম আমার সামনে থেকে কাদা সরে যাচ্ছে। হঠাৎ নিজেকে মুক্ত মনে হলো, হয়ত সেজন্যই আমি মাকে বলতে পারলাম, আমি মরিগুচির মেয়েকে খুন করেছি। খুন করতে চেয়েছি তাই করেছি। সেদিন পুলের ওখানে আমার যেরকম অনুভূতি হয়েছিল–আমি ওয়াতানাবের থেকে সেরা, যে কারো চেয়ে সেরা–সেই একই অনুভূতি আবার আমার মধ্যে ফিরে এলো।

আমার স্বীকারোক্তি শেষ হওয়ার পর তার চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম তিনি বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন। আমি আশা করছিলাম তিনি একমত হবেন, আমার জেলে যাওয়া উচিত কিন্তু তিনি স্রেফ চুপ করে বসে থাকলেন। যেরকম ভয় করছিলাম, চিৎকার করে আমাকে দূরে সরিয়েও দেবেন, সেরকম কিছুও করলেন না। তিনি আমার উপর আস্থা হারাননি। এতে আমার মনে আনন্দ হলো একটু।

কিন্তু এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, কেন আমি মেয়েটাকে পুলে

BanglaBook.org

ছুঁড়ে ফেললাম। "কারণ তুমি ভয় পেয়ে গেছিলে, তাই না?" তিনি অন্তত দশবার একই প্রশ্ন করলেন। আমি তাকে বলার চেষ্টা করলাম আমি ওয়াতানাবের মত হতে চেষ্টা করছিলাম, যেরকম সন্তান তিনি সব সময় চেয়ে এসেছেন। যেখানে সে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আমি সফল হয়েছিলাম। কিন্তু আমি বলতে পারলাম না সেটা।

আমি তাকে আর কোন আঘাত দিতে চাইনি। আমি শুধু তাকে বলছিলাম আমি পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি।

তেরাদা আর মিজুকি–ওরা আবার এসেছিল। কিন্তু ওদের আমি আর ভয় পাই না। আসতে চাইলে আসুক।

কিন্তু তেরাদা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল। "নাওকি! তুমি যদি ভেতরে থেকে থাকো, আমার কথা মন দিয়ে শোনো!" আমি জানালার পাশে বসে তার বক্তব্য শুনলাম। তিনি কী বলেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

"এই টার্মে তুমি একমাত্র শিক্ষার্থী নও যার দিনকাল খারাপ যাচ্ছে! তোমার কিছু ক্লাসমেট সুয়াকে হেনস্তা করছিল! খুবই বাজে অবস্থা ছিল!" কি? ওয়াতানাবে এতদিন স্কুলে গেছে? সে এখনো জীবিত? তেরাদা বলছিলেন, ছেলেমেয়েরা ওকে শাস্তি দিচ্ছিল কিন্তু এখন থেমে গেছে।

আমি এরপর তার কথার বাকিটা আর শুনিনি। বরং ওয়াতানাবে সেদিন পুলের কাছে আমাকে কী বলেছিল তা মনে পড়ে গেল।

আমরা কখনোই বন্ধু ছিলাম না। তোমার মত ছেলেপেলেদের আমার সহ্য হয় না। অকর্মা অথচ নিজেকে নিয়ে চিন্তায় মগ্ন সবসময়। আমার মত জিনিয়াসের সাথে তুলনা করলে তুমি স্রেফ আবর্জনা।

মনে হলো, ওকে এখন হাসতে শুনলাম আমি। ও জানে আমি এখন একজন হিকিকোমরি।

আমি গুটিসুটি মেরে বিছানায় গেলাম। রুম অন্ধকার ছিল। দাঁত কিড়মিড় করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার অনেক রাগ লাগছে কিন্তু কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। সব ওয়াতানাবের দোষ। ও এমন ভাব করে স্কুলে যাচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। আমার নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গাধা মনে হলো।

মা যদি কালকে আমার সাথে না-ও যায়, আমি নিজে পুলিশের কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি দেবো। সব বলে দেবো। ওর হয়ত আমার চেয়ে কম শাস্তি হবে কিন্তু অন্তত বুঝতে পারবে আমিই মেয়েটাকে খুন করেছি, সে নয়। আর ইচ্ছে করেই খুন করেছি। ওর জন্য বড় শাস্তি হবে সেটাই। ও

BanglaBook.org

যখন সত্যটা জানবে তখন ওর চেহারা কী হয় আমি দেখতে চাই। আমি ওর মুখের উপর হাসতে চাই।

কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে শব্দ পেলাম। মা হবে মনে হয়। তিনি হয়ত বলতে আসছেন, কালকে আমরা পুলিশের কাছে যাবো। আমার আনন্দ হতে লাগল তখন। রুম থেকে বের হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু...

উনি যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসলেন আমি তার হাতে একটা কিচেন নাইফ দেখতে পেলাম।

কী করতে চাইছেন মা?

"কি করছো তুমি?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম। "আমরা কি পুলিশের কাছে যাবো না?"

"না, নাওকি সোনা," তিনি বললেন। "সেভাবে কিছু পরিবর্তন হবে না। ওটা করলে আমি আমার প্রিয় মিষ্টি নাওকিকে ফেরত পাবো না।" কথাগুলো বলার সময় তিনি কাঁদছিলেন।

"তুমি কি আমাকে খুন করতে চাইছো?"

"আমি চাই তুমি আমার সাথে তোমার নানা-নানিকে দেখতে যাবে।"

"তুমি আমাকে একা পাঠাতে চাইছো?"

"না, আমিও যাবো তোমার সাথে।"

তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রথমবারের মত আমি টের পেলাম আমি তারচেয়ে লম্বা। হঠাৎ আমার খুব শান্তি বোধ হতে লাগল। বুঝতে পারছিলাম, যদি তিনি আমার সাথে আসেন তাহলে আমার মরতে কোন আপত্তি নেই।

মা ছাড়া কেউ আমাকে কখনো বোঝার চেষ্টা করেনি।

"নাওকি, আমার মিষ্টি ছেলে...আমাকে ক্ষমা করো। আমার জন্য আজ তোমার এই অবস্থা। আমি দুঃখিত, আমি একজন ভালো মা হতে পারিনি। তোমার বেলায় আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

দুঃখিত, আমি ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ। ব্যর্থ। ব্যর্থ...

তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সবসময় আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন, আমাকে আদর করেছেন। তার মুখে মমতার ছায়া ছিল।

"দুঃখিত, তোমার বেলায় আমি ব্যর্থ হয়েছি," বললেন তিনি।

থামো! থামো! আমি তো ব্যর্থ হইনি!

BanglaBook.org

গরম কিছু আমার মুখে ছিটকে পড়ল।

রক্ত! রক্ত! মায়ের রক্ত!...আমি কি মাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছি?

সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাওয়ার সময় তার শরীরকে শুকনো, ভঙ্গুর দেখাল।

মা দাঁড়াও! আমাকে ছেড়ে যেও না! মা! মা!

...আমাকে সাথে নিয়ে যাও।

দেয়ালে যে দৃশ্যগুলো ভাসছিল তা একসময় না একসময় শেষ হয়। কিন্তু যে নির্বোধ ছেলেটার চেহারা দেখা যায় সেটা কে? সে কী ভাবছে তা আমি কী করে জানি?

আর ওই মেয়েটা যে নিজেকে আমার বোন দাবি করে, দরজার বাইরে থেকে আমার নাম ধরে ডাকে।

"নাওকি, তুমি কিছু করোনি, পুরোটাই দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়," সে বলতে থাকে।

সে আমাকে 'নাওকি' বলে ডাকে। আমি দেয়ালের ওই নির্বোধ ছেলেটার নামে আমাকে ডাকা একদম পছন্দ করি না। কিন্তু আসলেই আমি যদি ওই ছেলেটা হয়ে থাকি তাহলে 'দুঃস্বপ্ন' হলো দেয়ালের ওই দৃশ্যগুলো।

ওগুলো দুঃস্বপ্ন হলে বাস্তব তাহলে কী? এখনকার অবস্থা?

আমি যদি শুধু জেগে উঠতে পারতাম আর মায়ের বানানো ডিম ভাজা আর বেকন খেয়ে স্কুলে যেতে পারতাম!

BanglaBook.org

৫. বিশ্বাসি

শেষ ইচ্ছে আর উইল

আমি জানি একজন এইট্‌থ গ্রেডের ছাত্রর জন্য এভাবে উইল শুরু করা হয়ত একটু অস্বাভাবিক দেখাবে কিন্তু আনন্দ সাবানের ফেনার মতই ক্ষণস্থায়ী।

আমি যাকে সারা দুনিয়ার মধ্যে ভালোবাসতাম সে আর নেই। তারপর রাতে গোসল করতে গিয়ে দেখি স্যাম্পু শেষ। জীবনটা এরকমই। বোতলে অল্প একটু পানি ঢেলে ঝাঁকি দিলাম, কিছু ফেনা তৈরি হলো।

তখন ব্যাপারটা আমার মাথায় এলো–আমার অবস্থা একদম এরকমই। পানি দিয়ে আনন্দের শেষ বিন্দুগুলো ধুয়ে সেগুলোকে ফেনায় রুপান্তরিত করে খালি জায়গা পূরণ করা যায়। পুরো ব্যাপারটা চোখের ধাঁধা ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু তাও শূন্যতার চেয়ে অনেক ভালো।

আগস্টের একত্রিশ তারিখ, আজকে আমি স্কুলে একটা বোমা রেখে এসেছি।

আমার ফোনের সেন্ড বাটনে চাপ দিলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। অন্য একটা ফোনে অন্য একটা নাম্বার বোমার ট্রিগার হিসেবে ব্যবহার করেছি। যখন রিং বাজবে, ফোনের ভাইব্রেশনে বোমা ফুটবে। সুতরাং যে কোন ফোন থেকে বোমাটার বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে। শুধু নাম্বারটা জানতে হবে। আর যদি ভুল করেও কেউ ওই নাম্বারে ফোন করে...মাত্র পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা... তারপরই....বুউউউম!

জিমের স্টেজের পোডিয়ামের নিচে বোমাটা রাখা আছে।

সেকেন্ড টার্মের সমাপ্তি হিসেবে কাল অল-স্কুল অ্যাসেম্বলি আছে। সেখানে ঘোষণা করা হবে, বিভাগীয় রচনা প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। আমার হোমরুম টিচার তেরাদা গতকাল আমাকে বলছেন প্রোগ্রামের প্ল্যান কী, কিভাবে কী কী হবে।

স্টেজে গিয়ে সার্টিফিকেট গ্রহণ করবো আমি, তারপর পোডিয়ামে গিয়ে রচনাটা পড়ে শোনাবো। সেখানেই চমকটা থাকবে। পুরো রচনা পড়ার পরিবর্তে আমি কিছু কথা বলবো আর বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবো...

বিস্ফোরণে আমার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। একই সাথে ওই নির্বোধ আবর্জনাগুলোও মরবে।

BanglaBook.org

এর আগে কখনো কোন শিশু-কিশোর এত বড় অপরাধ ঘটায়নি, সুতরাং বাজি ধরে বলতে পারি, সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেলগুলো একদম হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না জানি কী বলবে তারা আমার সম্পর্কে! হয়ত তারা আমার ভেতরের দানব বা এরকম কিছু চটকদার বিষয় নিয়ে বলাবলি করবে, সত্যি হোক না হোক তাতে কী আসে যায়। আশা করছি এই ওয়েব সাইট যেন ঠিকমত থাকে, যেখানে আমি এসব লিখছি। আমার একটাই আফসোস, আমি যেহেতু একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাই মিডিয়া আমার প্রকৃত নাম কখনোই ব্যবহার করবে না।

আমি জানি না লোকজন একজন অপরাধি সম্পর্কে আসলে কী জানতে চায়? তার অতীত? তার ভেতরের মানসিক সমস্যা? নাকি তার অপরাধের পেছনে মোটিভ? মোটিভ জানতে চাইলে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আমি বুঝি কেন খুন বা হত্যাকে অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু আমি যা বুঝি না তা হলো, কেন একে অশুভ ভাবা হয়। মানুষ স্রেফ পৃথিবীতে বাস করা হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ প্রাণীর একটি। যদি একজনকে সরিয়ে দিয়ে আরেকজনের কিছু সুবিধা প্রাপ্তি হয় তাহলে সমস্যা কোথায়?

কিন্তু এই বিশ্বাস আমাকে জীবনের অর্থ নিয়ে রচনা লিখতে আটকায়নি। আমার রচনা ক্লাসের যে কারো চেয়ে ভালো হয়েছিল। এমনকি বিভাগের অন্য মিডল স্কুলের যে কারো চেয়ে ভালো হয়েছিল। দস্তয়ভস্কির *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট* থেকে একটা উক্তি দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম : "অসাধারন মানুষের অধিকার আছে সাধারণ রীতি ভাঙার, যাতে করে এই দুনিয়ায় নতুন কিছু প্রবেশ করতে পারে।" কিন্তু আমি এর বিপক্ষে বক্তব্য দিয়েছি। প্রতিটি জীবন অনেক মূল্যবান। কোন হত্যার পেছনেই কোন অজুহাত থাকতে পারে না। আমি অনেকটাই বোকা বোকভাবে লিখেছি যাতে মিডল স্কুলের একজন শিক্ষার্থীর লেখার মত শোনায়। পুরোটা লিখতে আধঘণ্টার বেশি লাগেনি।

কিন্তু এতে কী লাভ? এরকম গতানুগতিক নৈতিকতা স্কুলের সাধারণ শিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার মনে হয় কিছু মানুষ আছে যাদের খুনের প্রতি সহজাত ঘৃণা রয়েছে। কিন্তু জাপানের মত একটি দেশে, যেখানে ধর্মের সেরকম কোন ক্ষমতা নেই, আমার মনে হয় সেখানে মানুষকে শেখানো হয় সবকিছুর উপর জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিতে। আবার ওই একই লোকজন হিংস্র অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডর পক্ষেই কথা বলে। তখন কি ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগে না?

BanglaBook.org

কিছু ব্যতিক্রম ঘটে যখন কেউ একজন এসে যুক্তি দিয়ে তর্ক করে যে, একজন খুনির জীবন বাকি সবার মতই মূল্যবান। তার অবস্থান, তার কর্ম যাই হোক না কেন। এধরনের মূল্যবোধ কিসের ফলাফল হতে পারে? হয়ত কাউকে ছোটবেলায় ঘুমানোর আগে রুপকথা শোনানো হতো যেখানে 'জীবনের মূল্য' (আসলেই যদি এরকম কোন রুপকথা থেকে থাকে) শেখানো হতো। এরকম কিছু আমার জীবনে ঘটলে হয়ত আমিও এরকম মূল্যবোধের কারণ বুঝতে পারতাম যদি আমার অনুভূতিতে এরকম কিছু না-ও থেকে থাকে।

কারণ আমার মা আমাকে কখনোই রুপকথা পড়ে শোনাননি। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গিয়েছেন, কিন্তু গল্প বলার বদলে তিনি কথা বলেছেন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। কারেন্ট, ভোল্টেজ, ওহ্‌মের সূত্র, কিরসফের সূত্র, থেভেনিন আর নরটনের উপপাদ্য...আমার স্বপ্ন ছিল একজন আবিস্কারক হওয়া। এমন কোন যন্ত্র তৈরি করা যা নতুন কিছু করবে–ক্যান্সার সেল দূর করবে, কিংবা এরকম কিছু। আমার মায়ের সব গল্প এভাবেই শেষ হতো।

আমাদের মূল্যবোধ কি হবে তা ঠিক করে আমরা কোন পরিবেশে বড় হচ্ছি তার উপর। অন্যকে কিভাবে বিচার করবো, তার মানদণ্ড কী হবে, এসব আমরা শিখি প্রথম যে মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয় তার থেকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি হলেন আমাদের মা। সুতরাং কোনো ব্যক্তির মা যদি অনেক নির্মম ধরনের হন, তাহলে আরেকজন ব্যক্তি যার নাম ধরে নেয়া যাক 'এ'; 'এ'কে তার মনে হবে অনেক দয়ালু। আবার আরেকজন ব্যক্তি যার মা খুব দয়ালু ধরনের ছিলেন, তার কাছে 'এ'কে হয়ত নিষ্ঠুর মনে হতো পারে।

যাই হোক, আমার মায়ের থেকে আমি অন্য লোকদের বিচার করতে শিখেছি। আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে কিনা তার চেয়ে অসাধারন। এর অর্থ হলো আমার আশেপাশের অন্য লোকজনের মৃত্যু নিয়ে আমার কোন আফসোস নেই। দুঃখজনক হলেও, এর মধ্যে আমার বাবাও পড়েন। উনি এমনিতে চমৎকার, হাসিখুশি একজন মানুষ। একটা ছোট শহরের ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানের মালিক হিসেবে ঠিকই আছেন। আমি বাবাকে ঘৃণা করি না, কিন্তু তার মৃত্যু কিংবা বেঁচে থাকা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

তারপরেও সবচেয়ে স্মার্ট মানুষের জীবনে কখনো না কখনো খারাপ সময় আসে। যখন তার কোন দোষ না থাকলেও দুর্ভাগ্যজনক কারো সাথে

BanglaBook.org

দেখা হয়ে যায়। এরকম দুর্বল কোন এক মুহূর্তে মার সাথে আমার বাবার পরিচয় হয়।

মা বিদেশে ছিলেন, দেশে এসেছিলেন একটা টপ র‍্যাঙ্কড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে ডক্টরাল করার জন্য। রিসার্চের ফাইনাল স্টেজে তিনি কিছু অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হন, প্রায় একই সময়ে একটা দুর্ঘটনায়ও পড়েন।

আমাদের লোকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কনফারেন্স থেকে বাসে করে ফেরার সময় ড্রাইভার বাস চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ে, একটা বাঁধে গিয়ে ক্রাশ করে সেটা। এক ডজনের বেশি লোকজন হতাহত হয়। মা বাস থেকে ছিটকে পড়েন, মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। প্রথম অ্যাম্বুলেন্সেই তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সাথের অন্য স্ট্রেচারের লোকটি ছিলেন আমার বাবা। তিনি তার কলেজের এক বন্ধুর বিয়ে খেতে যাচ্ছিলেন।

এরপর তারা একসময় বিয়ে করেন, আমার জন্ম হয়। কিংবা হয়ত উল্টোটা ঘটেছিল। মা ডক্টরাল পড়াশুনা শেষ করে রিসার্চ বাদ দেন। তার মত জিনিয়াস একজন মানুষ এই মরা, নিষ্প্রাণ শহরে বসবাস করতে চলে আসেন।

এখানে কাটানো মায়ের সময়টুকুকে পুণর্বাসন বলা যেতে পারে। তিনি দিনের পরদিন শহরের শেষ মাথায় আমার বাবার ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানের এক কোনায় বসে থাকতেন। নিজের ছোট ছেলেকে নিজের অর্জিত জ্ঞান সরবরাহ করার চেষ্টা করতেন। একদিন হয়ত তিনি কোন অ্যালার্ম ক্লকের পেছন খুলে বের করতেন। আরেকদিন হয়ত টিভি খুলে আলাদা করতেন। আর পুরোটা সময় আমাকে বলতেন ভবিষ্যতে কী কী আবিস্কার হবে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

"তুমি খুবই স্মার্ট একটা ছেলে, সুয়া। আমি যা করতে পারিনি আমার আশা তুমি তা পারবে।" যে ছেলে কিনা মাত্র এলিমেন্টারি স্কুলে যেতে শুরু করেছে তাকে তিনি নিজের অসমাপ্ত রিসার্চ প্রজেক্ট ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। হয়ত বার বার বলার মধ্যে তিনি কোন ধরনের অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতেন। যাই হোক, তিনি নতুন একটা অ্যাকাডেমিক পেপার লিখলেন এবং আমার বাবাকে না জানিয়ে আমেরিকার একটি কনফারেন্সে সাবমিট করলেন। আমার বয়স তখন নয়।

এর কিছুদিন পরেই মায়ের পুরনো রিসার্চ ল্যাবের একজন প্রফেসর মাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি পাশের রুম থেকে লুকিয়ে তাদের আলাপচারিতা শুনেছিলাম। আমার আনন্দ

BanglaBook.org

হয়েছিল কারণ কেউ একজন আমার মায়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। মাকে চলে যেতে হবে এই নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না।

কিন্তু মা ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি যদি সিঙ্গেল থাকতেন তাহলে হয়ত যেতেন কিন্তু এখন তিনি একজন মা, রিসার্চের জন্য নিজের সন্তানকে ফেলে যেতে পারেন না।

আমার জন্য ব্যাপারটা ধাক্কার ছিল, শুধু আমার কারণে তিনি এরকম অফার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি মায়ের স্বপ্নের পথে কাঁটা ছিলাম। আমি যে শুধু মূল্যহীন একটা বাচ্চা ছেলে তা নয়, আমি আমার সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষের মূল্য অবজ্ঞা করেছিলাম।

"আজকে তুমি না থাকলে..." দিয়ে প্রতিদিন আমাকে ধোলাই শুরু হতো তার। 'উপচে পড়া আফসোস' বলে কথার কথা কিছু থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় আমার মা তা অনুভব করেছিলেন। তার কোন অজুহাতের প্রয়োজনই পড়ত না–আমি সব সব্জি চেটেপুটে খাইনি, পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন ভুল করেছি, দরজা শব্দ করে বন্ধ করেছি...শেষ পর্যন্ত আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত মায়ের সহ্য হতো না। কিন্তু যতবার তিনি আমাকে আঘাত করতেন আমার মনে হতো আমার ভেতরে একটা শূন্যতা একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

কখনো মনে হয়নি বাবাকে বলা দরকার মা আমার সাথে কী করছেন। আগেই বলেছি, আমি আমার বাবাকে ঘৃণা করি না। আমি স্রেফ মায়ের সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নত করেছিলাম। বাবাকে যত বোকা বানাচ্ছিলাম, কিছুই হয়নি ভাব করছিলাম, ততই আমি বাবার চেয়ে উপরে উঠছিলাম মনে হচ্ছিল।

অন্যদিকে আমার গাল যত ফুলে যাক কিংবা হাতে-পায়ে যতই কালশিটে পড়ুক, মায়ের প্রতি আমি কখনো ঘৃণা অনুভব করিনি। যদি কোন দিন সকালে তার নিষ্ঠুরতা অতিরিক্ত হয়ে যেত, রাতে আমার রুমে এসে কাঁদতে কাঁদতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। আমি ঘুমানোর ভান করে বিছানায় পড়ে থাকতাম। এরপর মাকে কিভাবে ঘৃণা করা সম্ভব, বলুন?

তিনি রুম থেকে বেরিয়ে গেলে আমি বালিশে মুখ ঠেকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার জন্য ব্যাপারটা খুব কষ্টকর ছিল যে, যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তার জীবনে আমার অস্তিত্ব একটা কাঁটার মত।

এরকম কোন এক সময়ে আমি মৃত্যু নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

আমি যদি মরে যাই তাহলে আমার মা নিজের মেধা ব্যবহার করতে পারবেন, নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন। মাথার ভেতর আত্মহত্যার

BanglaBook.org

বিভিন্ন চিন্তা ঘুরপাক খেতো। হাইওয়েতে ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়া, এলিমেন্টারি স্কুলের ছাদ থেকে লাফ দেয়া, বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়া। কিন্তু এর সবগুলোই জঘন্য মনে হতো। আমার মনে আছে, বছরখানেক আগে কিভাবে আমার নানি হাসপাতালে থেকে মারা গেলেন। মনে হলো ঘুমাতে ঘুমাতে শেষ। আমার আফসোস হতো, এরকম কোন রোগ যদি আমার হতো।

আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলাম আত্মহত্যার উপযুক্ত একটি পথ বের করার, এমন সময় আবার বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেল। আমার বয়স তখন দশ। আমার বাবা শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছিলেন, মা আমাকে মারতেন। দোকানের অন্য মালিক সম্ভবত তাকে জানিয়েছিল ব্যাপারটা। আমার মা নিজের পক্ষে কোন সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেননি। শুধু বলেছেন ডিভোর্সের ব্যাপার শেষ হওয়ামাত্র তিনি বেরিয়ে যাবেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি মায়ের সাথে যেতে পারবো না। আমি এত কেঁদেছিলাম যেন আমার শরীর দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। যখন কান্না থামল আমার ভেতরটা তখন পুরোপুরি শূন্য।

বাবা-মায়ের ডিভোর্সের সিদ্ধান্তের পর মা আর কখনো আমার গায়ে হাত তুলেননি, বরং সারাদিনে মাঝে মাঝেই আমার গালে বা কপালে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। রান্নাঘরেও তিনি মেধার পরিচয় দিয়ে আমার সব প্রিয় খাবার রান্না করতেন–বাঁধাকপির রোল, পটেটোস-উ-গ্রাটা, রাইস অমলেট। যে কোন রেস্টুরেন্টের চেয়ে মায়ের রান্না অনেক ভালো ছিল।

তার যাওয়ার আগের দিন আমরা শেষবারের মত একসাথে বাইরে বেড়াতে গেলাম। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি কোথায় যেতে চাই কিন্তু আমি কাঁদছিলাম, কথা বলতে পারছিলাম না। শেষে আমরা হাইওয়ের পাশে নতুন খোলা শপিংমল হ্যাপি টাউনে গেলাম। আমাকে কয়েক ডজন বই আর লেটেস্ট গেম প্লেয়ার কিনে দিলেন তিনি। প্লেয়ারের জন্য যতগুলো গেম চেয়েছিলাম সবই কিনে দিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন আমি যখন একা থাকবো তখন এগুলো আমাকে সাহায্য করবে। বই তিনি নিজে বেছে দিয়েছিলেন।

"এগুলো হয়ত তোমার বয়সের জন্য একটু বেশি ভারিক্কি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি যখন মিডল স্কুলে ঢুকবে তখন এগুলো পড়ে দেখো। আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, এসব বই আমার উপর ভালো রকমের ছাপ ফেলেছিল। তোমার শরীরে আমার রক্ত বইছে। আমি নিশ্চিত এগুলো আমার সুয়ার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে।" দস্তয়ভস্কি, তুরগিনেভ, কামু...সেসময়

BanglaBook.org

কোনটাই ইন্টারেস্টিং মনে হয়নি, অবশ্য এ নিয়ে আমি খুব একটা ভাবতাম না। তার রক্ত আমার শরীরে আছে, এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমাদের শেষ ডিনারে আমরা একটা ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টে বসে হ্যামবার্গার খেলাম। তিনি ভালো কোন রেস্টুরেন্টে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বল আলো আর অনেক শব্দ, এরকম কোথাও গেলে আমার কান্না ঠেকাতে সুবিধা হবে।

কেনাকাটার সবকিছু একটা ডেলিভারি সার্ভিসকে দিয়ে আমরা হেঁটে বাসায় ফিরলাম। দূরত্ব বেশি ছিল না, তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন। সেই হাত একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে অসাধারন কিছু করতে পারত। কিংবা মজাদার হ্যামবার্গার বানাতে পারত। আবার নিষ্ঠুরভাবে আমাকে থাপ্পড়ও লাগাতে পারত। কিন্তু আমি আমার ধৈর্যের সীমায় পৌছে গিয়েছিলাম। প্রতিটি পদক্ষেপে আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। অন্য হাত দিয়ে বার বার চোখ মুছছিলাম আমি।

"সুয়া, তুমি জানো আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখনো তোমাকে দেখতে আসবো না। ফোনও করবো না, চিঠিও লিখবো না। কিন্তু আমি সবসময় তোমার কথা মনে রাখবো। আমরা হয়ত আলাদা হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তুমি সবসময় আমার একমাত্র সন্তান। যদি তোমার কিছু হয়, আমি অবশ্যই আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে তোমার কাছে ছুটে আসবো। আর সুয়া, আশা করছি তুমিও আমাকে ভুলবে না..." তিনিও কাঁদছিলেন।

"তুমি সত্যি আসবে তো?"

উত্তর না দিয়ে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার শূন্য জীবনে সেটাই ছিল আনন্দের শেষ অভিজ্ঞতা।

আমার বাবা পরের বছর আবার বিয়ে করলেন। আমার বয়স এগারোতে পড়ল।

উনার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে উনার পরিচয় হয়েছিল মিডল স্কুলে পড়ার সময়। সুন্দরি কিন্তু অসম্ভব বোকা মহিলা। একটা ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের মালিককে বিয়ে করেছেন, অথচ ডাবল এ আর ট্রিপল এ ব্যাটারির পার্থক্য জানেন না।

তারপরেও আমি সৎমাকে ঘৃণা করতাম না। তার কারণ হলো, তিনি কোন কিছু নিয়ে ভান করেন না। তিনি ভালো করেই জানতেন তিনি নির্বোধ। কিছু না জানলে স্বীকার করতেন, তিনি জানেন না। কোন কাস্টমার কঠিন কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়ার আগে তিনি সাবধানে নোট নিয়ে বাবাকে ফোন করতেন। তার এই বোকামির মধ্যে কোথায় যেন মায়ার

BanglaBook.org

একটা ব্যাপার ছিল। আমি তাকে সত্যিকারের সম্মান দিয়ে মিয়ুকি-সান বলে ডাকতাম। আমি কখনো উনার সাথে এমন ব্যবহার করিনি বা এমনভাবে কথা বলিনি যাতে মনে হয় তিনি একজন খারাপ সৎমা, সাধারণত টিভিতে যেরকম দেখায়। বরং আমি উল্টো একজন আদর্শ সৎছেলে ছিলাম। ইন্টারনেটে খুঁজে খুঁজে তার জন্য সস্তায় ডিজাইনার ব্যাগ বের করে এনে দিতাম। কিংবা ডিনারের জন্য কেনাকাটায় বের হলে সব্জির ব্যাগ বহন করতাম।

স্কুলের অভিভাবকদের মিটিঙে তিনি এলে আমার খারাপ লাগেনি। আমি কখনো তাকে মিটিঙে আসার জন্য বলিওনি। হয়ত দোকানের অন্য কারো কাছে শুনেছেন। যাই হোক, তিনি গিয়ে সেজেগুজে একদম প্রথম সারিতে বসে রইলেন। অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে কঠিন ছিল এমন একটা গাণিতিক সমস্যা আমি যখন ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে সমাধান করছিলাম তখন তিনি ফোন বের করে আমার ছবিও তুলেছিলেন। বাসায় গিয়ে বাবাকে ছবি দেখিয়েছেন। আমি কিছু মনে করিনি বরং সত্যি বলতে কী আমার ভালোই লেগেছিল।

মাঝে মাঝে আমরা তিনজন একসাথে বোলিং করতে কিংবা কারাওকেতে যেতাম। আমি অনুভব করতে লাগলাম আমিও উনাদের মত বোকা ধরনের মানুষে পরিণত হচ্ছি। কিন্তু বোকা হওয়ার মধ্যে কেমন জানি অন্যরকম একটা আনন্দ আছে। আমার এমন কী মনেও হয়েছিল, এই বোকা পরিবারের একজন হলে আমি হয়ত সুখি হতে পারবো।

বাবা আর উনার বিয়ের মাস ছয়েক পর মিয়ুকি-সান প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়লেন। যেহেতু বাবা-মা দুজনেই নির্বোধ ধরনের, তাদের সন্তানও যে সেরকমই হবে তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তারপরেও আমার কৌতুহল হচ্ছিল বাচ্চাটা কীরকম হয় তা দেখার। তার শরীরের অন্তত অর্ধেক রক্ত তো আমার সাথে সম্পর্কিত। ততদিনে আমি নিশ্চিত ছিলাম এই বোকাদের সংসারে আমি একজন সুখি সদস্য ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু খুব শিগগিরি আমি জানতে পারলাম, তারা কেউ আসলে আমার মত করে একইভাবে ভাবেননি। বাচ্চা হওয়ার এক মাস আগে এক সকালে তিনি বাচ্চাদের ক্রিব অর্ডার করে আমাকে ডাকলেন।

"তোমার বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি তোমার দাদির বাড়িতে তোমার পড়াশোনার জন্য একটা রুম করে দেয়া হবে। এখানে বাচ্চার কান্নাকাটির জন্য তোমার পড়াশোনা করতে সমস্যা হতে পারে। চিন্তা কোরো না, তোমার জন্য টিভি আর এসির ব্যবস্থাও করা

BanglaBook.org

হচ্ছে। দেখবে, ওখানে তোমার ভালোই লাগবে।"

বোঝা যাচ্ছিল ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে তারা, আলোচনার কোন সুযোগই নেই। এর পরের সপ্তাহে দোকানের একটা ভ্যান এসে আমার রুম থেকে সবকিছু তুলে নদীর ধারে পুরনো বাড়িতে নিয়ে গেল। দিনের শেষে একটা ব্র্যান্ড নিউ ক্রিব এনে বসানো হলো আমার পুরাতন রুমের জানালার পাশে।

এই এলাকায় ভালো কোন স্কুল ছিল না। আমি পাশের এলাকার মিডল স্কুলে ভর্তি হলাম। ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোন পড়াশোনা করা লাগেনি। এলিমেন্টারি স্কুলে থাকতে, সাবজেক্ট যেটাই হোক, আমি খোঁজ নিতাম আমাদের কী কী পড়ানো হবে, এরপর অল্প সময়ে সব দখলে নিয়ে ফেলতাম। এর বেশি আমার কিছু করা লাগত না। অন্য কথায় বলা যায়, আমার পড়াশুনার জন্য কোন রুমের দরকার ছিল না। কিন্তু রুম যেহেতু একটা ছিল আর হাতেও সময় যখন ছিল, আমি ঠিক করলাম মায়ের দেয়া বইগুলো আগেভাগেই পড়া শুরু করবো।

আমি জানি না আমার মা *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট* আর *ওয়ার অ্যান্ড পিস* থেকে কী শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিজের মত চিন্তা করার কিছু পেয়েছিলাম। হয়ত তার সাথে সেগুলোর মিল থাকবে কারণ একই তো রক্ত আমাদের শরীরে। তার বেছে দেয়া সব বই আমার ভালো লেগেছিল। আমি বার বার সেগুলো পড়লাম। পড়ার সময় আমার মনে হতো মায়ের সাথে সময় কাটাচ্ছি, যদিও তিনি তখন অনেক দূরে। আমার একাকি সময়ে ওইটুকুই আমার সুখি মুহূর্ত ছিল।

আমার পড়ার রুম আগে আমাদের দোকানের স্টোর হাউজ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ওখানে একাকি সময় কাটাতে গিয়ে আমি আবিস্কার করলাম আশেপাশে বিশাল সম্পদ পড়ে আছে। একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের যা যা দরকার হতে পারে তার সব কিছুই সেখানে ছিল। সেই সাথে প্রচুর নষ্ট কিংবা ভাঙা ইলেকট্রনিক্স। এর মধ্যে আমি একটা পুরাতন অ্যালার্ম ক্লক পেলাম, আমার মা যেরকম একটা আমাকে খুলে দেখিয়েছিলেন।

ব্যাটারি বদলে দেখলাম ঘড়ি চলে না। তাই ঠিক করলাম খুলে ঠিকঠাক করবো। পেছনের ঢাকনা খুলে দেখি সমস্যা তেমন কিছু না, একটা কানেকশনে সমস্যা। রিপেয়ার করতেই আমার মাথায় একটা আইডিয়া চলে এলো–আমার প্রথম আবিস্কার–উল্টো দিকে চলা একটি ঘড়ি। আমি ঘড়ির ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ডের কাঁটার সংযোগ উল্টে দিলাম। এতে মনে হলো সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটায় ঘড়ির সময় ঠিক করে দিয়ে আমি

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিলাম আমার পড়ার রুমকে এখন থেকে আমার 'ল্যাবরেটরি' বলবো।

উল্টো ঘড়ি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হলেও দর্শকদের থেকে সেরকম কোন সাড়া পেলাম না, যারা কিনা আমার ক্লাসের একদল গর্দভ। তাদের সমস্ত আগ্রহ আমাকে পর্নো ভিডিও এনে দেয়া যাতে আমি সেগুলো থেকে মোজাইক এফেক্ট রিমুভ করে দেই। তারা এমনকি বুঝতেও পারেনি ঘড়িটা উল্টোদিকে চলছে। আমি নিজে থেকে বলে দেয়ার পর বলল, "ওহ্, তাই তো!" দু-একজনের মধ্যে একটু আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল কিন্তু কিভাবে কী হলো জিজ্ঞেস করার চিন্তাও তাদের মাথায় আসেনি। এদের মত মাথামোটারা মনে করে তারা চোখে যা দেখে তার বাইরে কোন পৃথিবী নেই। জিনিসপত্রের ভেতরে কোন কিছু কিভাবে কাজ করে তা জানার কোন ইচ্ছে তাদের মধ্যে নেই। সেজন্যেই তারা এত বিরক্তিকর।

বাবাকে যখন দেখালাম তিনি শুধু জানতে চাইলেন জিনিসটা নষ্ট কিনা। তিনি তখন নতুন বাচ্চা নিয়ে মহাব্যস্ত, যে কিনা দেখতে পুরোপুরি বাবার মত। আর তার মতই বোধবুদ্ধিসম্পন্ন।

বেচারা ঘড়ি, আমার প্রথম আবিস্কার কোন বাহ্বাই পেলো না। কিন্তু আমার মা যদি ঘড়িটা দেখতেন তাহলে কী বলতেন? শুধু তার পক্ষেই আমার মেধা আর কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব। এটুকু চিন্তা করেও আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু কী করে মাকে দেখাবো? আমি তো মায়ের বাসার ঠিকানা কিংবা ফোন নাম্বার কিছুই জানি না। শুধু তার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানি যেখানে তার কাজ করার কথা। তাই আপাতত ঠিক করলাম সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো, আমার নিজের একটা ওয়েবসাইট করা যেটার নাম দিলাম 'জিনিয়াস প্রফেসরের ল্যাবরেটরি'। আমার আবিস্কারগুলো যদি সেখানে পোস্ট করতে থাকি তাহলে আমার মায়ের হয়ত কোনদিন চোখে পড়বে, তিনি হয়ত কমেন্টও করতে পারেন সেখানে। যদিও জানতাম চোখে পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইটের কমেন্ট পেইজে গিয়ে একটা মেসেজসহ আমার ওয়েব অ্যাড্রেস পোস্ট করলাম :

> মেধাবি একজন এলিমেন্টারি স্কুল ছাত্র, যে কিনা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভালোবাসে। তার চোখ ধাঁধানো আবিস্কারগুলো দেখুন এই সাইটে!

অনেকদিন অপেক্ষা করলাম কিন্তু আমার মায়ের কাছ থেকে কোন

BanglaBook.org

কমেন্ট এলো না। ভিজিটর বলতে ছিল আমার কিছু গাধা ক্লাসমেট। তারা যখন অন্যদের জানাল, আমি পর্নো থেকে মোজাইক এফেক্ট রিমুভ করতে পারি, তখন পারভার্ট ভিজিটরের সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে গেল। তিন মাসের মধ্যে জিনিয়াস প্রফেসরের ল্যাবরেটরি গিয়ে দাঁড়াল নষ্ট পোলাপানের আড্ডাখানা। নদীর কাছে পাওয়া একটা মরা কুকুরের ছবি পোস্ট করে আমি তাদের ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চাইলাম। উল্টো আরো মজা পেলো তারা, তাদের কমেন্ট আজব থেকে আজবতর হতে লাগল। কিন্তু তারপরেও আমি ওয়েবসাইট বন্ধ করিনি, কারণ মায়ের সাথে যোগাযোগের আমার একমাত্র উপায় ছিল ওটা।

মিডল স্কুল শুরু পর আমি আমার আবিস্কারের কাজ চালিয়ে গেলাম। সেভেন্থ্ গ্রেডের হোমরুম টিচার ছিলেন একজন মহিলা যিনি সায়েন্স টিচারও ছিলেন। আমি তাকে খানিকটা পছন্দ করতাম। কারণ তিনি একটু নির্লিপ্ত ধরনের মানুষ ছিলেন, শিক্ষার্থীদের সাথে মাখামাখি করতেন না। এখনকার টিচারদের মধ্যে এই স্বভাব প্রায় বিরল।

আমি আমার আবিস্কারের একটা তাকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। এই আবিস্কারটা নিয়ে আমি একটু বেশি গর্বিত ছিলাম–শক দেয়া কয়েন পার্স। চিন্তা হচ্ছিল তিনি ব্যাপারটা কিভাবে নেন। কিন্তু তিনি আমাকে বুড়ো মানুষের মত জেরা করতে শুরু করলেন।

"তুমি কেন এরকম বিপজ্জনক কিছু তৈরি করতে চাও? এটা দিয়ে কী করবে? ছোট জন্তু জানোয়ার মারবে?"

নিশ্চয়ই আমার ক্লাসের গাধাগুলোর কেউ একজন তাকে আমার ওয়েবসাইটের কথা বলে দিয়েছে। কিন্তু কুকুরের ছবিগুলোকে যদি তিনি সিরিয়াসলি নিয়ে থাকেন তাহলে তাকে আরো বড় গাধা বলতে হবে। খুবই আশাহত হলাম আমি। এর বেশি আর কিছু বলার ভাষা আমার নেই।

যাই হোক, এরপর পরই একটা সৌভাগ্য দেখা দিলো। জাতীয় মিডল স্কুল বিজ্ঞান মেলার একটি পোস্টার দেখেছিলাম ক্লাসরুমের পেছনে, ছয়জন বিচারকের নামসহ। একজন ছিলেন সায়েন্স-ফিকশন লেখক, একজন নামকরা রাজনীতিবিদ, কিন্তু আমার চোখ পড়ল গিয়ে ইয়োসিকাজু শেগুচির নামের উপর। আসলে তার নামের চেয়ে তার পদবি আমাকে বেশি আগ্রহি করল। উনার পদবি দেয়া ছিল 'প্রফেসর অব ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন দ্য কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাট কে ইউনিভার্সিটি'। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মায়েরও কাজ করার কথা!

আমি যদি সায়েন্স ফেয়ারের প্রতিযোগিতায় যাই আর এই প্রফেসরের

BanglaBook.org

চোখে যদি আমার কাজ পড়ে তাহলে তা আমার মায়ের কান পর্যন্তও পৌছাতে পারে। তিনি কি অবাক হবেন আমার নাম শুনে? তার থেকে পাওয়া জ্ঞান ব্যবহার করে তার ছেলে একটা জাতীয় পুরস্কার বাগিয়ে নিয়েছে এটা জেনে তিনি কি খুশি হবেন? আর জানার পর কি তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসবেন না?

আমি এরপর প্রবল উত্তেজনার ভেতর ছিলাম। কোন কিছুর উপর পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা আমার সব সময়ই ছিল কিন্তু এরকম কখনো হয়নি যে, জীবনের সবকিছু একদম ঢেলে দেয়ার মত। প্রথমে আমি কয়েন পার্সে একটা রিলিজ মেকানিজম যোগ করে আপগ্রেড করে প্রেজেন্টেশন আর রিপোর্টের উপর কাজ করলাম। কারণ মিডল স্কুলের একটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তারা আবিস্কারের চেয়ে এসবের উপরেই বেশি নজর দেবে। তারা কি ফালতু ভেবে আমার পার্স বাদ করে দিতে পারে? না, আমি তা হতে দিতে পারিনা। আমি ঠিক করলাম একে চুরি-প্রতিরোধক যন্ত্র হিসেবে দেখাবো। আমি খেয়াল রাখলাম যেন ডায়াগ্রাম আর ব্যাখ্যাগুলো নিখুঁত হয়। সেই সাথে এমনভাবে রিপোর্ট সাজালাম যেন মনে হয় মিডল স্কুলের একজন ছাত্রের লেখা। আমি এমনকি কম্পিউটারে প্রিন্ট না করে পুরোটা হাতে লিখলাম। যা দাঁড়ালো তা পুরোপুরি সেভেন্থ গ্রেডের একজন বিজ্ঞান পিপাসু ছেলের প্রজেক্ট হিসেবে নিখুঁত।

অবশ্য একটা ছোট্ট সমস্যা ছিল, দরখাস্তে একজন টিচারের স্বাক্ষর লাগবে যিনি উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। মরিগুচি এর মধ্যে পার্স সম্পর্কে তার মতামত জানিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার ওয়েবসাইট দেখে তার এমন ধারণা হয়েছে। আমি যখন তার স্বাক্ষর নিতে গেলাম তিনি একটু অবাক হলেন। আমার কথা তৈরিই ছিল "আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, কোন অসৎ উদ্দেশে আমি এই যন্ত্র বানাইনি। কিন্তু আপনার ধারণা এটা বিপজ্জনক। আমরা বিষয়টা বিশেষজ্ঞদের উপরে ছেড়ে দেই না কেন?"

শেষ পর্যন্ত তিনি স্বাক্ষর করলেন। এরপর সবকিছু পরিকল্পনামাফিকই চলল। গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমার শক দেয়া কয়েন পার্স নাগোয়ার লোকাল সায়েন্স ফেয়ারে গেল। সেখান থেকে গেল জাতীয় প্রতিযোগিতায়, সেখানে একে বিশেষভাবে সম্মাননা দেয়া হলো যা কিনা তৃতীয় পুরস্কারের সমকক্ষ। আমি প্রথমে একটু আশাহত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার আশার কারণে কিনা কে জানে, তৃতীয় পুরস্কার প্রথম পুরস্কারের চেয়ে ভালো হলো। বিচারকদের আলাদা আলাদাভাবে বিজয়ি প্রজেক্টগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল।

BanglaBook.org

তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ি গিয়ে পড়ল সেই প্রফেসর সেগুচির হাতে, যিনি কিনা আমার মায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের।

"তুমি তাহলে সুয়া ওয়াতানাবে?" আমার কাছে এসে বললেন তিনি। "বেশ বড় একটা কৃতিত্ব এটা। আমার মনে হয় না আমি নিজে এরকম কিছু বানাতে পারতাম। আমি তোমার লেখা পড়েছি, সেখানে এমন কিছু পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে যা মিডল স্কুলে শেখানোর কথা নয়। তোমার কোন শিক্ষক কি তোমাকে সাহায্য করেছেন?"

"না, আমার মা সাহায্য করেছেন," তাকে বললাম আমি।

"তোমার মা? তুমি অবশ্যই একজন ভাগ্যবান ছেলে। আমি খেয়াল রাখবো তুমি সামনে আর কী কী করো। গুড লাক।"

তিনি আমার পুরো নাম ব্যবহার করেছেন, আমার মাকে তার অবশ্যই চেনার কথা। আমার ভাগ্য এখন পুরোপুরি এই লোকের হাতে। আমি প্রার্থনা করলাম এরপর যখন তার সাথে আমার মায়ের দেখা হয় তিনি যেন তখন আজকের কথা বলতে ভুলে না যান। কিংবা না বললেও, তিনি যদি বিজয়িদের লিস্টটা অন্তত এমন কোথাও রাখেন যেখানে আমার মায়ের চোখ পড়ে।

বিচারকদের সাথে কথা হওয়ার পর, এলাকার একজন সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নিলো। এরকম ছোট একটা শহরের লোকাল পত্রিকার আর্টিকেল মায়ের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু তিনি যদি সেগুচি থেকে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলে হয়ত অনলাইনে গিয়ে আর্টিকেল খুঁজে বের করতে পারবেন। আশা করা ছাড়া আমার আর কী করার আছে?

যেদিন আমার সাক্ষাৎকার নেয়া হলো সেদিন আবার শহরের অন্য কোথাও সেভেন্থ গ্রেডের একটা মেয়ে একটা অপরাধ ঘটাল। *দ্য লুনাসি ইন্সিডেন্ট*। সে বিভিন্ন রকমের বিষ বাসার লোকজনের খাবারে মিশিয়ে ফলাফল নিজের ব্লগে পোস্ট করছিল। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমি সামান্য একটু মুগ্ধ হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে এরকম দু-একটা গাধা পাওয়া যায় যারা ইন্টারেস্টিং কোন আইডিয়া নিয়ে আসে।

পুরো গ্রীষ্মের ছুটি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলাম, মায়ের কাছ থেকে কোন টু শব্দও এলো না। আমার মোবাইল নাম্বার তার জানা ছিল না, তাই আমি সারাদিন দোকানে পড়ে থাকতাম। ফোন বাজলেই ছুটে যেতাম। ল্যাবরেটরিতে সারাদিন কাজ করার সময় থেকে আমি মিয়ুকির আঁচল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তার কাছে অবশ্য ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। দোকানের কম্পিউটারে একটু পর পর ইমেইল চেক করতাম। কোন সাউন্ড

BanglaBook.org

হলেই ছুটে গিয়ে দেখতাম কম্পিউটারে মায়ের থেকে কোন ইমেইল এলো কিনা।

দোকানে রাখা টিভিগুলোতে সারাদিন লুনাসি ইন্সিডেন্টের খবর চলত। মেয়েটার বাসার পরিবেশ কেমন, স্কুলে তার ব্যবহার কেমন, তার রেজাল্ট কেমন ছিল, সে কী কী ক্লাব করত, তার শখ কী ছিল, তার প্রিয় বই-মুভি কী ছিল...টিভি অন থাকলেই তথ্যর উপর তথ্য ভেসে আসত।

লুনাসি ইন্সিডেন্টের খবরের ভিড়ে আমার মা কি আমার পুরস্কার জেতার খবর পেয়েছিলেন? আমি কল্পনা করতাম মা আর প্রফেসর সেগুচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেতে বসে একসাথে কফি খাচ্ছেন।

"সেদিন সায়েন্স ফেয়ারে একটা ছেলের সাথে পরিচয় হলো...সুয়া ওয়াতানাবে নাম ছিল সম্ভবত...খুবই ইন্টারেস্টিং একটা আবিস্কার করেছে ছেলেটি..."

আকাশ-কুসুম চিন্তা ভাবনা। তারা কেন আমাকে নিয়ে কথা বলবেন? তারা হয়ত এই লুনাসি ইন্সিডেন্ট নিয়েই কথা বলছেন। নির্বোধ মেয়েটাকে নিয়ে মিডিয়ার বাড়াবাড়ি অনেক আগেই সীমা পার করে ফেলেছে। আমি টের পেলাম আমার ভেতর ফেনাগুলো ফেঁটে যাচ্ছে। আমি অসাধারন একটা কাজ করেছি, পত্রিকায় আমার নাম এসেছে কিন্তু আমার মা কিছুই জানতে পারেননি। কিন্তু যদি, হয়তো যদি, আমি খারাপ কিছু একটা করতাম, ভয়াবহ কিছু, তাহলে হয়ত মা আমার জন্য ছুটে আসতেন।

আমার প্রথম অপরাধের পেছনের মোটিভ পাগলামি, যাই বলা হোক না কেন সবকিছুর কারণ এটাই।

অন্য প্রায় সবকিছুর মতই অপরাধ ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের হয়। চুরি, হাত সাফাই, মারামারি...এইসব ছোটখাট অপরাধে পুলিশ কিংবা টিচারের কাছ থেকে বিশাল এক লেকচার পাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। আর তারা যদি কাউকে দোষ দিতে চায় তাহলে দোষ হবে গিয়ে বাবার কিংবা মিয়ুকির। তাতে আমার কী লাভ?

অর্থহীন কাজের পেছনে সময় নষ্ট করা আমার সবচেয়ে অপছন্দ। আমি যদি কোন অপরাধ করি তাহলে সেটা এমন হতে হবে যেন লোকজন কথা বলতে পারে। মিডিয়া চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত পাগল হয়ে যায়। আর সেরকম অপরাধ একটাই আছে, তা হল খুন। সুতরাং আমি রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে রাস্তায় গিয়ে পাগলের মত লাফালাফি করে কোন মহিলাকে কোপ দিতে পারি। এতে হয়ত লোকজনের একটু মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে কিন্তু আবারো তারা ঘুরেফিরে গিয়ে অন্য কারো ঘাড়েই দোষ চাপাবে।

BanglaBook.org

বাবা আর মিয়ুকিকে বলা হবে, তারা সন্তান পালনের অনুপযুক্ত। এই নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হবে, আমার কী লাভ এতে? আমার বাবা টিভিতে মাফ চেয়ে বলবে আমার পড়াশুনার রুম বাড়িতেই রাখা উচিত ছিল? তার জন্য এরকম লজ্জাজনক কিছু করার কোন ইচ্ছে আমার নেই।

আমি চাই সবাই আমার মাকে দোষ দিক। তাহলেই শুধুমাত্র তিনি আমাকে দেখতে আসবেন। আমার কাজ শেষ হলে আমি চাই কোনভাবে পুরো দুনিয়ার দৃষ্টি মায়ের উপর নিয়ে ফেলতে। আমাদের মধ্যে মিল কোথায় আছে? অবশ্যই আমাদের মেধায়। সুতরাং আমার অপরাধ এমন হতে হবে যাতে মায়ের থেকে পাওয়া মেধা আর বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকে...এর অর্থও হলো আমার কোন একটা আবিস্কার ব্যবহার করতে হবে।

আমি কি নতুন কিছু তৈরি করবো? নাকি যেগুলো তৈরি আছে সেগুলোর কোনটা দিয়েই চলবে? উত্তর সহজ ছিল : শক দেয়া কয়েন পার্স। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রফেসর সেগুচির সাথে নিজেকে ভালোমতই জড়িয়ে নিয়েছেন।

"তোমার কোন শিক্ষক কি তোমাকে সাহায্য করেছেন?"

"না, আমার মা সাহায্য করেছেন," উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

কোন খুনের ঘটনা ঘটলে খুনের অস্ত্রের উপর লোকজনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়। ছুরি কিংবা লাঠি খুবই বোরিং। এমনকি লুনাসি মেয়েটার পটাশিয়াম সায়ানাইডও স্কুল থেকে চুরি করা যায় কিংবা অনলাইনে অর্ডার দেয়া যায়। অন্য কথায় ঘরে বসে পাওয়া এইসব অস্ত্র খুনির কোন ক্ষমতা কোন কৃতিত্ব প্রকাশ করে না।

তারা যখন জানবে আমার অস্ত্র আমার নিজের আবিস্কার তখন ব্যাপারটা কেমন হবে? তার উপর আবার সেই অস্ত্র জাতীয় মিডল স্কুল সায়েন্স ফেয়ারে মত প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত। এই নিয়ে কথা হতে বাধ্য। বিচারক যারা ছিলেন সবার বক্তব্য নেয়া হবেই। আর তখন সেগুচিকে বলতেই হবে, কে আমার এই আবিস্কারের পেছেন প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

আর যদি দুর্ভাগ্যবশত তা নাও ঘটে, আমার বাবা অন্তত নিশ্চিত আমার মায়ের কথা উল্লেখ করবেন। যদি তিনি তার উপর থেকে দোষের ভার মায়ের কাঁধে সরাতে চান। কিন্তু আমার মনে হয় না এতসব নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন আছে। আমি নিজেই সবাইকে বলতে পারবো, আমার মা ছোটবেলায় রুপকথার বদলে আমাকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়েছেন।

BanglaBook.org

আমার স্বীকারোক্তির পর কী ঘটবে তা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু আমার মায়ের বক্তব্য কী হতে পারে? তিনি নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে আগের সব কিছুর জন্য ক্ষমা চাইবেন, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন? হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, তিনি এটাই করবেন।

সুতরাং এখন যখন আমি খুনের অস্ত্র নিয়ে তৈরি, আমার দরকার এখন একজন শিকার। শহরের এক কোনার একজন মিডল স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার বেশি মানুষের সাথে পরিচয় নেই। আমার চলাফেরার পরিধি খুবই সীমিত এক, বাসা ; দুই, আমার ল্যাবরেটরি; আর তিন, স্কুল। আর আগেই বলেছি, আমি যদি বাসায় কিংবা বাবার দোকানে কাউকে খুন করি তাহলে দোষ মায়ের না হয়ে বাবার উপর গিয়ে পড়বে, সেটা আমার আবিস্কার করা অস্ত্র দিয়ে হলেও। আমার ল্যাবের কাছে নদীর ধারে যেসব বাচ্চা খেলতে আসে তাদের কাউকে শিকার করা যায় কিন্তু সমস্যা হলো জায়গাটার খারাপ নাম আছে, ছেলেপেলে নিয়মিত সেখানে আসে না। আর আসলেও পরিকল্পনামাফিক কিছু করা কঠিন হবে। বাকি রইল খালি স্কুল। স্কুলের খুনোখুনি সবসময়ই ভালো মিডিয়া কাভারেজ পায়।

তাহলে কাকে খুন করা যায়? সত্যি কথা হলো, একজন হলেই হলো, আমার কিছু আসে যায় না। আমি শুধু আমার ক্লাসের গাধাগুলোর কোন একটাকে শিকার বানাতে আগ্রহি ছিলাম না। তাদের অনেকের নামও পর্যন্ত জানতাম না। আমার মনে হয় না শিক্ষার্থী নাকি শিক্ষক খুন হলো তাতে মিডিয়া কাভারেজে কোন হেরফের হবে। তারা যে কোনটার খুনের খবরেই পাগল হয়ে যাবে।

মিডল স্কুলের ছাত্রের হাতে শিক্ষক খুন!

মিডল স্কুলের ছাত্রের হাতে শিক্ষার্থী খুন!

দুটোই ভালো শোনাচ্ছে...একটু বিরক্তিকর যদিও।

আমি ভাবছিলাম মানুষ কেন খুন করতে চায়, কী তাদেরকে খুনের দিকে ঠেলে দেয়–এমন সময় আমার পাশের ডেস্কের ছেলেটা দেখি তার নোটবুকে দাগাচ্ছে 'মর তুই! মর তুই! মর তুই!' ফালতু একটা ছেলে। পুরাই অকর্মা টাইপ। আবর্জনা। আমার ইচ্ছে করছিল ওকে গিয়ে বলি তোমার নিজের মরা উচিত সবার আগে। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো ওর থেকে বরং জানা উচিত কাকে ও খুন করতে চায়। হয়ত তাকেই আমি শিকার হিসেবে বেছে নিতে পারবো।

গাধাটার সাথে কথা বলার জন্য এটাই আমার একমাত্র কারণ ছিল তা কিন্তু নয়। আমার প্ল্যানে আরেকটা জিনিস মিসিং ছিল : একজন সাক্ষি। খুন

BanglaBook.org

করে লাভ কী যদি কেউ না বুঝতে পারে কে খুনি? নিজের কথা নিজে বলতে গেলে বোকার মত দেখাবে। আমার দরকার এমন কাউকে, যে প্ল্যানের প্রথম থেকে শেষ আমার সাথে থাকবে আর পুলিশকে গড়গড় করে সব বলে দেবে।

সবাইকে দিয়ে তা হবে না। প্রথমত, আমার দরকার এমন একজনকে যার কিনা নৈতিক চিন্তাভাবনা নিম্ন মানের। দ্বিতীয়ত, পেট পাতলা কাউকে আমি চাই না। প্ল্যানের মাঝখানে সব ফাঁস করে দিলে শেষ। তৃতীয়ত, আমি এমন কাউকে চাই, যে খুনের বিপক্ষে নয়।

আরো কিছু শর্ত আছে। আমার চেয়ে গর্বিত, সুখি এমন ছেলেপেলে আমি এড়াতে চাই। কিছু ছেলেপেলে আছে যখন তারা নিজেদের চেয়ে খারাপ কাউকে দেখে তখন মাতব্বর বনে যায়। "কেন তুমি খুন করতে চাও? তুমি নিশ্চয়ই কোন কিছু নিয়ে কষ্টে আছো। আসো, কথা বলি ব্যাপারগুলো নিয়ে?" আমার সাথে কেউ এরকম শুরু করলে কী করবো! একমাত্র উপায় হলো তাদের থেকে দূরে থাকা। তারা তাদের মত খুশি থাকুক।

সৌভাগ্যক্রমে এরকম আদর্শ ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু হলো না। মাত্র এক সপ্তাহ ক্লাসের সবাইকে চোখে চোখে রেখেই আমি বুঝে গেছিলাম কে কেমন।

পুরোপুরি নির্বোধ আর খ্যাতির সন্ধানে থাকাগুলোকে প্রথমেই বাদ দিলাম। এরপর মাঝারি মানের গাধাগুলো যারা আমাকে পর্নো দিতো ডিক্রিপ্ট করার জন্য। এরপর উঠতি মাস্তান আর নিজেদের খারাপ ভাবা ছেলেরা, যাদের খারাপ কাজের দৌড় হলো, আমার ওয়েব সাইটে গিয়ে মরা কুকুরের ছবিতে ঠাট্টা করা পর্যন্ত। এদের কাউকে নিজের সাথে নেয়ার চিন্তাও করতে পারলাম না।

আদর্শ ক্যান্ডিডেট ছিল একটা রামগাধা। সবগুলোই গাধা। কিন্তু নাওকি সিতামুরা ছিল একদম আমি যা চাইছিলাম সেরকম গাধা।

*

ফেব্রুয়ারির শুরুতে আমি কয়েন পার্সের শকের পরিমান বাড়াতে সক্ষম হলাম। এখন আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার সময় এসে গেছে।

আমি কখনো সিতামুরার সাথে দুটোর বেশি শব্দ উচ্চারণও করিনি। কিন্তু যখন ওর কাঁধে টোকা দিয়ে ওকে একটু তেল দিলাম ও ওর ঝাঁপি

BanglaBook.org

খুলে বসল। একদম সোজা কাজ ছিল। পর্নো ভিডিওর কথা বলতেই ও একদম রাজি।

কিন্তু সিতামুরাকে সাক্ষি হিসবে নিয়ে আমার প্রথম আফসোস হলো যখন জানলাম ওর আসলে নির্দিষ্ট কেউ নেই যাকে খুন করা যায়। ওর স্রেফ মন মেজাজ খারাপ ছিল তাই 'মর তুই! মর তুই! মর তুই!' লিখছিল। ওর শব্দের ভান্ডার কম বলে এরচেয়ে ভালো কিছু খুঁজে পায়নি। ও স্রেফ বিষন্ন ধরনের একটা ছেলে। স্কুলে চুপচাপ থাকে। শুধু একবার কথা শুরু করলে আর থামে না।

"এই গাজরের কুকিগুলো খেয়ে দেখো...আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি আমার মত গাজর পছন্দ করো না। আমিও করি না। কুকি ছাড়া আমি গাজর ছুঁয়েও দেখি না। আমার মা এরকম আলাদা রেসিপি দিয়ে আমাকে গাজর খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বেশিরভাগই খেতে খুব জঘন্য। কিন্তু এই কুকিগুলো খারাপ না...তার জন্য আমি এগুলো খেতে রাজি আছি।"

আমার কোন ধারণা নেই ও কী বলছিল। মিডল স্কুলের একটা ছেলে আরেকটা ছেলের বাসায় খেলতে গেলে সাথে কুকি বানিয়ে নেয়া খুব উদ্ভট একটা ব্যাপার। সেজন্য আমি প্রথমে ছুঁয়েও দেখিনি। কিন্তু আরও আজব হবে যদি ও সেগুলো বাসায় ফেরত নিয়ে যায়। আমার এমনকি মনে হয়েছিল ওকেই খুন করে ফেলি তাহলে ঝামেলা চুকে যাবে। যাই হোক, আমার একটা উপলব্ধি হলো, মানুষের দৈহিক ও মানসিক একটা পরিধির চাহিদা রয়েছে। ওই পরিধির মধ্যে অন্য আরেকটা মানুষ ঢুকে পড়লে তখন সে তার থেকে কিছু আশা করে।

আমি যখন আরেকজন সাক্ষি কে হতে পারে ভাবছিলাম তখন সিতামুরা এমন একজন শিকারের কথা বলল যার কথা আমার মাথায় আসেনি কখনো : মরিগুচির বাচ্চা মেয়েটা।

মিডল স্কুলের ছাত্রের হাতে শিক্ষকের কন্যা খুন!

টিভি আর সংবাদপত্র পুরো গিলে খাবে। হোমরুম টিচার প্রথমে ছাত্রটি যখন তাকে তার আবিস্কার দেখিয়েছিল তখন তিরস্কার করেছিলেন আবার তিনিই সায়েন্স ফেয়ারের দরখাস্তে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তারই বাচ্চা মেয়ে! নাহ, সিতামুরার মত গাধার মাথা থেকে খারাপ আইডিয়া বের হয়নি। সে এমনকি আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সরবরাহ করল। ও নাকি শপিংমলে একদিন দেখেছে মেয়েটা মরিগুচির কাছে খরগোশের মত দেখতে একটা

BanglaBook.org

পাউচের জন্য কান্নাকাটি করছে...যেটা মরিগুচি কিনে দিতে রাজি হননি। সুতরাং সিতামুরাকে সাক্ষি হিসাবে পুণর্বহাল করা হলো।

সিতামুরা পুরো প্ল্যান নিয়ে বেশ উত্তেজিত ছিল। ও ভেবেছিল মেয়েটা স্রেফ অল্প একটু শক খাবে। ও এমনকি প্ল্যানে নতুন জিনিস যোগ করছিল–আগে গিয়ে কেউ একজন ঘুরে দেখে আসবে পাশের বাড়িটায় কেউ থাকে কিনা।

"মেয়েটা যদি কেঁদে ফেলে?" শয়তানি হাসি দিয়ে সিতামুরা বলল, "তোমার কি মনে হয়, কাঁদতে পারে?"

"আমার সন্দেহ আছে," বললাম তাকে। কারণ আমি জানি মেয়েটা মারা যাবে। সিতামুরার কাজ-কারবার দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। ওর কোন ধারণাই নেই আসলে কী হতে যাচ্ছে। যতক্ষণ মজা করার করে নাও, বাছা। যখন মেয়েটার লাশ দেখবে তখন আর হাসি বেরোবে না। ভয়ে প্যান্ট নষ্ট করে মাকে সব বলে দেবে। দারুণ হবে। আমি শুনেছি ওর মা নাকি সবসময় সবার কাছে সবকিছু নিয়ে নালিশ করতেই থাকেন। তিনি নাকি এমনকি প্রিন্সিপ্যালকেও নানা ছোটখাট বিষয়ে নালিশ করে চিঠি দেন। এখন তাহলে মহিলার সামনে দুশ্চিন্তা করার জন্য বড় কিছু অপেক্ষা করছে।

সবকিছু ঠিকঠাক।

দুপুরে সিতামুরার কাছ থেকে টেক্সট মেসেজ পেলাম, পরিদর্শন ঠিকমত শেষ হয়েছে। এরপর আমি পুলের দিকে গেলাম।

লকার রুমে লুকিয়ে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম আমরা। এর মধ্যে গাধাটা ওর বিরক্তিকর বকবক চালিয়ে গেল। ও ওর মাকে দিয়ে কেক বানিয়ে ওর বাসায় ব্যাপারটা উদযাপন করবে, ইত্যাদি। আমি ওকে বলিনি, এখানের কাজ শেষ হলে ওর সাথে আমার জীবনেও আর কথা বলার কোন ইচ্ছে নেই। ও যত বেশি বকবক করে যাচ্ছিল ততই ওকে আমার আঘাত করার ইচ্ছে তীব্রতর হচ্ছিল। সত্যি কথা বলে দেয়ার চেয়ে সহজভাবে আর কিভাবে তাকে আঘাত দেয়া যাবে?

আমি নিকট ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে মজা পাচ্ছিলাম, এমন সময় মেয়েটা আসল। বয়স চারের মত হবে, চেহারায় বুদ্ধির ছাপ ছিল। অনেকটাই ওর মায়ের মত দেখতে। আশেপাশে তাকাতে তাকাতে সোজা বেড়ার কাছে গেল সে, যেখানে কুকুরটা অপেক্ষা করছিল। তারপর একটা রুটি বের করে টুকরো করে কুকুরটাকে খাওয়াতে লাগল।

আমি কল্পনা করেছিলাম মেয়েটা দেখতে করুণ অগোছালো ধরনের হবে যেহেতু একজন সিঙ্গেল মায়ের সন্তান। কিন্তু দেখার সাথে সাথে টের পেলাম, আমার ধারণা ভুল। ওর গোলাপি সোয়েট শার্টে ওর প্রিয়

BanglaBook.org

খরগোশের ছবি প্রিন্ট করা ছিল। ওর চুল নিখুঁতভাবে মাঝখানে ভাগ করে দুপাশে ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। গালদুটো নরম আর সাদাটে। ও যখন কুকুরটার দিকে তাকিয়ে হাসল তখন আমার কাছে মনে হলো, ও একটা তুলতুলে খরগোশ। ওকে অবশ্যই যথেষ্ট ভালোবাসার সাথে বড় করা হচ্ছে। অন্তত আমার চোখে তাই মনে হলো।

স্বীকার করতে বিব্রত বোধ করছি কিন্তু আসলেই ওকে দেখে আমার নিজের হিংসে হচ্ছিল। যে কিনা আমার প্ল্যানে স্রেফ একটা বস্তুমাত্র, একটা দরকারি বস্তু, অথচ তাকেই হিংসা!

যাই হোক, আমি এই বিব্রতকর অবস্থা কোনভাবে সামাল দিয়ে ওর সাথে দেখা করতে এগিয়ে গেলাম। সিতামুরা আমার পেছন পেছন এসে এরপর সামনে এগিয়ে গেল।

"হ্যালো," মেয়েটার কাছাকাছি গিয়ে বলল সে। "তুমি মানামি, তাই না? আমরা তোমার আম্মুর ক্লাসে পড়ি। হ্যাপি টাউনে একবার দেখা হয়েছিল তোমার সাথে, মনে আছে?"

সত্যি বলতে কী, আমি আশা করিনি ও এত ভালোভাবে খেলাটা শুরু করতে পারবে, কিন্তু ও নিজেই প্রথমে গিয়ে কথা বলল। বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে ওর লাইনগুলো বলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও শেষে ব্যাপারটা খারাপ হতে যাচ্ছিল।

ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল যেন এলাকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাড়া করা তৃতীয় শ্রেণির কোন উপস্থাপক কথা বলছে। সাধারণ সুরে বললে হয়ত তা-ও চলত, কিন্তু ও চেষ্টা করছিল পাশের বাসার ভদ্র ছেলে সাজতে। মেয়েটা তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে কিছু না করলে প্ল্যানের বারোটা বেজে যেত।

আমার কথা বলার পালা, সিতামুরার দেখে শেখা উচিত।

আমি ওকে কুকুরটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ওর মুখে হাসি দেখা গেল। মানুষ স্রেফ একটা পশুমাত্র। তারপর আমি সুযোগমত পাউচ বের করে আনলাম।

"এই নাও, ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আগেই তোমার জন্য উপহার, তোমার আম্মুর তরফ থেকে।"

"আম্মু দিয়েছে?" জানতে চাইল সে। ওর হাসি থেকে আমি বুঝতে পারলাম যথেষ্ট ভালোবাসা পাওয়া একজনের হাসি। যে হাসি আমি আমার মধ্য থেকে হারিয়ে ফেলেছি।

তারপর আমি উপলব্ধি করলাম, আমি চাই ও মরুক। আমি এই

BanglaBook.org

বিব্রতকর অবস্থা থেকে পালাতে চাই, আমার খুনের প্ল্যান এখন আগের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আমার কাছে। সবকিছু নিখুঁত হচ্ছে।

"খুলে দেখো, ভেতরে একটা চকোলেট আছে," আমি ওকে বললাম। চোখে পূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে ও চেইনে হাত দিলো।

একটা টুপ করে শব্দ হলে মেয়েটার শরীর কঠিনভাবে ঝাঁকি খেলো, তারপর চিত হয়ে পড়ে গেল সে। একদম নিথরভাবে পড়ে ছিল, চোখ দুটো বন্ধ।

এত দ্রুত সব হলো যে, আমার মধ্যে ফেনা ফোঁটার সুযোগও পেল না।

মরে গেছে! আমার প্ল্যান সফল হয়েছে। মা এখন আমার কাছে আসবে। এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। এতদিন আমার সব কষ্টের জন্য ক্ষমা চাইবে। আমাদের আর কেউ কখনো আলাদা করতে পারবে না।

আমার চোখে প্রায় অশ্রু চলে আসছিল, সিতামুরা গাধাটা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল।

ও আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল—আমার ঘেন্না লাগছিল দেখে।

"যাও, গিয়ে সবাইকে জানাও," ওকে আমি সবচেয়ে জরুরি কথাটা বলে চলে যাচ্ছিলাম।

তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই। তোমার কাজ শুরু এখন। তোমার মত নির্বোধের সাথে আমি গায়ে পড়ে কথা বলেছি শুধু এই কারণেই। এই কারণেই তোমাকে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দিয়েছিলাম, আর তুমি তোমার জঘন্য কুকির টুকরো ফেলে জায়গাটা নোংরা করেছো।

কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সিতামুরা থতমত খেয়ে তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

"ও, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি এর সাথে জড়িত কিনা তা নিয়ে কেউ কিছু ভাবল কিনা সে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমরা কখনোই বন্ধু ছিলাম না। তোমার মত ছেলেপেলেদের আমার সহ্য হয় না। অকর্মা অথচ নিজেকে নিয়ে চিন্তায় মগ্ন সবসময়। আমার মত জিনিয়াসের সাথে তুলনা করলে তুমি স্রেফ আবর্জনা।"

কী দারুণ বলেছি! অবশেষে সত্যিটা বলতে পেরে নিজেকে হালকা লাগছিল। আবার ঘুরে আমি আর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে চলে গেলাম।

সবকিছু একদম ঠিকঠাক প্ল্যানমতই হয়েছে।

সারারাত ল্যাবে বসে আমার ফোন বাজার কিংবা ইন্টারকমে পুলিশের

BanglaBook.org

গলা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। সিতামুরা কি এখনও ওর মায়ের কোলে ঢুকে সব খুলে বলেনি? না বললে অবাক হবো না, ও এমনিতেও যে ঢিলা। কিন্তু মেয়েটার লাশ তো এতক্ষণে সবার পেয়ে যাওয়ার কথা!

টিভি কিংবা ইন্টারনেটে কোন খবর নেই। তাই সকালে আমি ঠিক করলাম স্কুলে যাওয়ার আগে বাসায় যাব খবরের কাগজ দেখতে। বাসায় গিয়ে সকালের নাস্তা খাওয়া আমি অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু মিয়ুকি বলল আমার অন্তত এক গ্লাস দুধ খেয়ে যাওয়া উচিত। আমি দুধ খেয়ে ডাইনিং রুমের টেবিলের উপর খবরের কাগজ ছড়িয়ে বসলাম। অন্য দিন আমি প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন দিয়ে শুরু করলেও আজকে সোজা লোকাল নিউজে গেলাম।

কুকুরকে খাওয়াতে গিয়ে স্কুলের পুলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

পানিতে ডুবে মানে? আমি পুরো আর্টিকেলটা পড়লাম। কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে।

গতকাল তেরো তারিখ সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টার দিকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সুইমিংপুলে ইয়ুকো মরিগুচির কন্যা, মানামি মরিগুচির (বয়স ৪) মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিশ এখনো তদন্ত চালিয়ে গেলেও, মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাজনিত কারণে পানিতে ডুবে মৃত্যু ঘটেছে।

দুর্ঘটনা মানে? ইলেকট্রিক শকের কথা কোথাও বলা হয়নি কেন? পানিতে ডুবে মরল কী করে?

হচ্ছেটা কী? আমি আকাশ পাতাল চিন্তা করছিলাম, মিয়ুকি এসে বাধা দিলো।

"তোমার স্কুলে ঘটেছে না এটা? আহা, ইয়ুকো মরিগুচি...তোমারই তো টিচার, তাই না? আহারে, তার বাচ্চা মেয়েটা এভাবে মারা গেল!"

এখন লিখতে গিয়ে নিজেকে ওই সময়ে মনে করছিলাম আর আমার মনে হয়েছিল তখন মিয়ুকি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলেছিলেন, কিন্তু ধরতে পারিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, নিশ্চয়ই সিতামুরা কিছু একটা ভজঘট বাঁধিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি স্কুলে ছুটে গেলাম কী হয়েছে জানতে।

এতদিন আমি ভেবেছি আমার জীবনে 'অসফলতা'র কোন স্থান নেই। আমি জানতাম কী করে অসফলতাকে এড়ানো যায়, যার মূল সূত্র হলো

BanglaBook.org

নির্বোধদের থেকে দূরে থাকা। সাক্ষি বাছাইয়ের সময় আমি এই শিক্ষা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম।

সারা স্কুলে মেয়েটার মৃত্যু নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। আমাদের ক্লাসের এক ছেলে, হোশিনো মেয়েটার লাশ খুঁজে পায়। ও সবাইকে বলছিল কিভাবে মেয়েটাকে সুইমিংপুলে ভাসমান অবস্থায় খুঁজে পায়।

এর সাথে সুইমিংপুলের কোন সম্পর্ক নেই, আমি নিজেকেই শোনালাম। আমার এই গাধাগুলোকে জানাতে ইচ্ছে করছিল, মেয়েটা মারা গেছে সুয়া ওয়াতানাবের একটি আবিস্কারের কারণে...কিন্তু কেন বলিনি?

উত্তরটা সহজ ছিল। তারা একে খুন হিসেবে দেখছিল না। সবাই মোটামুটি একমত ছিল, ব্যাপারটা স্রেফ দুর্ঘটনা। প্ল্যানটা পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমার সফলতাকে নিতে না পেরে ওই কাপুরুষ সিতামুরা মেয়েটাকে নিয়ে পুলে ফেলে পুরো ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখাতে চেয়েছে।

আমি তখন রেগে অগ্নিশর্মা। আরো ক্ষেপে গেলাম যখন দেখলাম সে নিরীহ গোবেচারা ভাব নিয়ে স্কুলে এলো, যেন সে কিছুই জানে না, কিছুই করেনি, যেন আমার প্ল্যানের বারোটা বাজায়নি।

আমি ওকে টেনে হলে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা চাইলাম।

"কথা বলবে না আমার সাথে!" ও ছ্যাঁত করে উঠল। "আমরা বন্ধু নই, মনে আছে সে কথা? আর গতকালকের ব্যাপারটা? আমি কাউকে কিছু বলবো না, তুমি নিজে বলতে চাইলে বলো গিয়ে।"

তখন আমি বুঝতে পারলাম, ও ভয় পেয়ে মেয়েটাকে পানিতে ফেলেনি, ও ফেলেছে কারণ ও ইচ্ছে করে আমার প্ল্যানের বারোটা বাজাতে চেয়েছে।

কিন্তু কেন? সহজ উত্তর। আমি চলে যাওয়ার আগে যা বলেছিলাম তার জবাব দেয়ার জন্য। আমি ওকে খাটো করে দেখে ভুল করেছিলাম। একটা কোনায় আটকে পড়া ইঁদুরও উপায় না দেখলে বিড়ালকে কামড় দেয়, আর এই গাধাগুলো সারা জাপানজুড়ে কত ভেল্কি দেখাচ্ছে শুধু তাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ দেয়ার কারণে। আমার দোষে এমন হয়েছে। আমি আবেগের বশবর্তি হয়ে এই গাধাটার উপর একটু বেশি চাপ দিয়ে ফেলেছি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছু আসে যায় না। আমি কিছুই হারাইনি। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। নতুন আরেকটা প্ল্যান করা পর্যন্ত আমাকে এখন আমার আদর্শ ছাত্রের ভুমিকায় ফিরে যেতে হবে।

এখানেই এর শেষ হওয়ার কথা ছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু হলো না। ভিক্টিমের মা, মরিগুচি সত্যিটা জেনে গেলেন। প্রায় এক মাস পর তিনি আমাকে সায়েন্স রুমে ডেকে খরগোশের মত দেখতে পাউচটা দেখালেন। নোংরা লেগে থাকলেও আস্ত ছিল জিনিসটা। আমার দুর্দান্ত আবিস্কার, আমার খুনের অস্ত্র! শেষ পর্যন্ত আমি সফল হয়েছি! আনন্দে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল আমার!

আমি সব স্বীকার করলাম। আমার আবিস্কার দিয়ে কাউকে খুন করতে চেয়েছিলাম আমি। লুনাসি মেয়েটার চেয়ে বেশি নজর কাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সাক্ষি, সিতামুরা ভয় পেয়ে মেয়েটাকে পানিতে ফেলে দেয়। আমি তাকে বললাম, কেউ সত্যটা জানতো না জেনে আমি কতটা দুঃখিত হয়েছিলাম!

সত্যি বলতে কী, তাকে সেদিন সেখানে প্ররোচিত করার জন্য আমি আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই করেছিলাম। এখন পেছনে তাকিয়ে অবাক লাগে, তিনি কেন সেদিন আমাকে সেখানে খুন করে ফেলেননি। এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আমার একমাত্র সুযোগ ছিল পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরে আসার। কিন্তু তিনি চুপচাপ পুরো ঘটনা শুনে শেষে বললেন, তিনি পুলিশকে কিছু জানাবেন না; আমাকে আমার 'হরর শোয়ের জন্য কোন তৃপ্তি পাওয়ার সুযোগ দেবেন না।

কিন্তু কেন? কেন? কেন এইসব নির্বোধগুলো বারবার আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? কেন প্রত্যেকটা অংশে অবাধ্যতা দেখাচ্ছে?

কারণ যাই হোক, তিনি আর কোন কথা বললেন না, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নীরব থাকলেন।

এরপর এলো স্কুলের শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন। তিনি জানালেন, তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিচ্ছেন। তার মেয়ের কী হয়েছিল তিনি পুরো কাহিনী আমাদের সামনে খুলে বললেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন তিনি পুলিশকে কিছু না বলে এই গাধাগুলোকে সবকিছু বলছেন। আর যাই হোক, বিরক্তিকর কোন বিদায়ভাষণ ছিল না ব্যাপারটা। কিছু কিছু জায়গায় তিনি অতিরিক্ত কথা বললেও পুরো সময়ে গল্পটা ভালোভাবেই ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

তিনি যখন তার মেয়ের খুনির পরিচয় দেয়ার কাছকাছি ছিলেন, ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমার দিকে তাকাতে লাগল। তাদের তাকানো আমার মধ্যে সন্তুষ্টি এনে দিচ্ছিল। ব্যাপারটা এরচেয়েও খারাপভাবে হতে পারত। বরং আমি যে খুনি এই গুজব এখন স্কুলে ছড়িয়ে পড়বে। তখন এক ছাগল তাকে জিজ্ঞেস করল কেন তিনি কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাননি? 'এ' যদি আবার

BanglaBook.org

কাউকে খুন করে ফেলে? মরিগুচির উত্তর আমাকে বিশাল একটা ধাক্কা দিলো।

"তোমরা যদি ভেবে থাকো 'এ' 'আবার' খুন করবে তাহলে কিন্তু 'এ'র ব্যাপারে ভুল বুঝেছো..." আমি পুরো ঘটনার খুঁটিনাটি জানতাম কিন্তু ওই মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম না তিনি কী বলতে চাইছেন। "পার্সের যে ভোল্টেজ ছিল তাতে হৃদরোগ আছে এমন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষেরও হার্ট বন্ধ হবে না। চার বছরের কোন বাচ্চারও না।"

তিনি বলতে চাইছিলেন আমার আবিস্কার কাজ করেনি। আমি নই, মেয়েটাকে খুন করেছে সিতামুরা। আমি স্রেফ ওকে অজ্ঞান করে ফেলেছিলাম। মেয়েটা মারা গিয়েছিল কারণ গাধাটা সব ধামাচাপা দেয়ার জন্য ওকে পানিতে ফেলে দেয়। সেই মুহূর্তে সবার চোখ সিতামুরার দিকে চলে গেল।

কী লজ্জাজনক পরাজয়! এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। আমার ইচ্ছে করছিল কামড় দিয়ে জিহ্বা আলাদা করে তখনই আত্মহত্যা করে ফেলি। কিন্তু মরিগুচির কাহিনীতে আরেকটি বিষয় ছিল। ইন্টারেস্টিং একটি বিষয়। তিনি আমার আর সিতামুরার দুধের কাউপে এইডস রোগির রক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দুধ আমরা দু-জনেই পান করেছিলাম। আমি আমার অপরাধের সাক্ষির মত গাধা কেউ হলে এতক্ষণে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতাম।

প্রথম যখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমি আমার মায়ের ক্যারিয়ারের বাধা, তখন কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তখন অনেক ছোট ছিলাম, আত্মহত্যার সঠিক উপায় জানা ছিল না। এখন আমি বার বার প্রার্থনা করছিলাম যেন আমি আসলেই এইডসে সংক্রমিত হই।

অন্যভাবে হলেও আমার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। এরকম কিছু হবে আমি কল্পনাও করিনি। যদি আমার মা তার ছেলে খুন করেছে জেনে ছুটে আসতে পারেন, তাহলে এইডস হয়েছে শুনে আরো বেশি করে ছুটে আসবেন। মনে মনে আমি আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম।

আমার ইচ্ছে করছিল দৌড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে এইচআইভি পজিটিভের সার্টিফিকেট নিয়ে মায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু জানতাম, অন্তত তিন মাস সময় দরকার আমার শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি ধরতে পারার জন্য। সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষার ব্যাপারটা হতাশাজনক হলেও আমার মনে হয় মা চলে যাওয়ার পর এই প্রথম আমি এত শান্তিময় বোধ করছিলাম। এমনিতে আমার বাবা আমাকে কখনো মায়ের সাথে দেখা করতে দিতেন না। কিন্তু

BanglaBook.org

আমি যদি অসুস্থ হই তাহলে তার অনুমতি না দিয়ে উপায় থাকবে না। হয়ত আমাকে মায়ের সাথে শেষ কয়টা দিন একসাথে কাটাতেও দেয়া হবে।

এইডসের ইনকিউবেসন পিরিয়ড বা সুপ্তাবস্থা পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে। আমরা হয়ত এর উপর মায়ের ইউনিভার্সিটিতে একটা যৌথ রিসার্চ করতে পারবো। আমরা দু-জন একসাথে কাজ করছি এর চেয়ে অসাধারণ ব্যাপার আর কী হতে পারে? রিসার্চ করতে গিয়ে আমি মৃত্যু শয্যায় চলে গেলে তিনি নার্সের মত আমাকে দেখাশুনা করতে পারবেন।

এসব দৃশ্য কল্পনা করতে করতে ছুটি শেষ হয়ে গেল আর শুরু হয়ে গেল নতুন বর্ষের ক্লাস। সিতামুরা ক্লাসে এলো না। অন্য গাধাগুলো ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে আমার থেকে দূরে দূরে থাকল। পুরো ব্যাপারটা বেশ সন্তুষ্টিদায়ক ছিল প্রথমে।

আস্তে আস্তে নির্বোধগুলো আমাকে নিয়ে মজা করা শুরু করল। তারা আমার ডেস্কে না-হলে জুতার ভেতর দুধের কার্টন ঢুকিয়ে রাখত। জিমের কাপড় লুকিয়ে ফেলত। বইপত্রে 'মর তুই!' লিখে রাখত। এসব মোটেও মজার কিছু ছিল না কিন্তু ওদের সংকল্প আর নতুন নতুন দুষ্টু বুদ্ধি উদ্ভাবনের ক্ষমতা দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। একদিন পচে টক হয়ে যাওয়া একটা দুধের কার্টন আমার ডেস্কে এসে ফাঁটল। আমার মনে হচ্ছিল সবাইকে জবাই করে ফেলি, কিন্তু শেষে ক্ষমা করে দিলাম–কিংবা উপেক্ষা করলাম। কী দরকার? আর কিছুদিন পরই তো আমি মায়ের কাছে চলে যাবো।

তিন মাস পার হওয়ার পর আমি ক্লিনিকে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করতে দিলাম। এর এক সপ্তাহ পর ক্লাসের গাধাগুলোর সাথে আমার একটা লড়াই হলো। ওরা গাধা। ওরা নির্বোধ। কিন্তু একদল নির্বোধ একসাথে বিপজ্জনক কিছু করে ফেলতে পারে। একদিন স্কুলে শেষে ওরা আমাকে পেছন থেকে ধরে হাত-পা টেপ দিয়ে বেঁধে ফেলল। সংক্রমণ এড়ানোর জন্য মাস্ক আর রাবার গ্লাভস পরে তৈরি ছিল ওরা।

আমি ভেবেছিলাম ওরা আমাকে খুন করতে চায়। অন্য সময় হলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তখন আমি মরতে চাইছিলাম না। কারণ তখন অবশেষে আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলছিল। আমি যদি কান্না শুরু করতাম আর মাফ চাইতাম তাহলে হয়ত তারা আমাকে ছেড়ে দিত। হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষা চাইলে হতো পালাতে পারতাম। আমি তখন বেঁচে থাকার জন্য এত মরিয়া ছিলাম যে, কোন লজ্জা মাথা পেতে নিতে আমার কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল সেদিনের আসল শিকার আসলে আমি ছিলাম না। ওরা আসলে ক্লাস প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল। তাদের

BanglaBook.org

ধারণা ও নতুন হোম রুম টিচার তেরাদাকে কথা লাগাচ্ছিল। তাই ওকে শিক্ষা দিতে চাইছিল।

নিজেকে নিরপরাধ দাবি করল মিজুকি। তারা ওকে আমার দিকে দুধের কার্টন ছুঁড়ে প্রমাণ দিতে বলল। কার্টনটা আমার মুখের উপর ফেঁটে গেলে আমি দুধে গোসল হয়ে গেলাম। কিন্তু ধাক্কাটা আমাকে অন্যকিছু মনে করিয়ে দিলো। বিভিন্ন সময়ে মায়ের থাপ্পরের কথা মনে পড়ল আমার। আমি জানি না আমার অভিব্যক্তি কী ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে ক্লাস প্রেসিডেন্ট মিজুকির সাথে আমার চোখাচোখি হলো, দেখলাম ও বলছে, "আমি দুঃখিত।" কেউ মনে হয় শুনে ফেলেছিল, কারণ ওরা ওকে দোষি সাব্যস্ত করে শাস্তি হিসেবে আমাকে চুমু খেতে বাধ্য করল। সেজন্যেই তারা আমাকে প্রথমে বেঁধে নিয়েছিল।

এই ঘটনার পর আমি হাঁটতে হাঁটতে বাসায় যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম দুনিয়ায় এত নির্বোধ মানুষ কেন। এসব চিন্তা উধাও হয়ে গেল যখন দেখলাম দরজার সাথে মেইল বক্সে ক্লিনিক থেকে চিঠি এসেছে। শেষ পর্যন্ত! কিন্তু খুলে ভেতরে দেখে আমি কাঁপতে লাগলাম। ফলাফল নেগেটিভ। আমার এইডস নেই। আমি জানতাম এরকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে কেন টেস্ট করিয়ে নিশ্চিত হতে গিয়েছিলাম? কারণ হয়ত মরিগুচি সেদিন দারুণভাবে আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন।

আমার তখন দুঃখ হতে লাগল কেন গাধাগুলো সেদিন স্কুলে আমাকে খুন করে ফেলল না?

ওই দিন রাতে আমি মিজুকিকে টেক্সট পাঠালাম আমার সাথে দেখা করার জন্য। কারণ আমি ফালতু ব্লাড রিপোর্টটা ছুঁড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আমার কাছে ফালতু হতে পারে, কিন্তু যে মেয়েকে জোর করে একজন 'এইডস রোগি'কে চুমু খেতে বাধ্য করা হয়েছে তার কাছে ব্যাপারটা জীবন-মরণ পার্থক্য এনে দিতে পারে।

সত্যি বলতে কী, এই চিন্তা আমার মাথায় পরে এসেছিল। সত্যি হলো, আমি একা থাকতে চাইছিলাম না। মিজুকির কিছু একটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল অনেক আগেই। ক্ষুদ্র করে হলেও। এসব কিছু হওয়ার আগে। হতে পারে আমি ওকে ফার্মেসিতে কিছু কেমিক্যাল কেনার চেষ্টা করতে দেখেছিলাম সেখান থেকে। ওরা ওর কাছে সেগুলো বিক্রি করতে রাজি হয়নি। যদিও ও বলেছিল কাপড় রঙ করার জন্য সেগুলো কিনতে চাইছে। আমি উপলব্ধি করেছিলাম ওগুলো দিয়ে আমি চাইলে একটা বোমা বানাতে পারতাম। কে জানে, ও নিজেও তাই চেয়েছিল কিনা।

BanglaBook.org

ও কি কাউকে খুন করতে চাইছিল? যদি চেয়ে থাকে তাহলে হয়ত আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। কিন্তু তারপর সে আমার সাথে দেখা করতে এলো, আমি তাকে আমার ব্লাড টেস্টের রেজাল্ট দেখালাম। ওর প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হলাম আমি।

"আমি জানতাম।" বলল সে। কিন্তু সে কিভাবে আমার আগে আমার এইচআইভি আছে কি না তা জানবে? হয়ত সে বোঝাতে চেয়েছে, সে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে পড়েছে, সেখান থেকে জানতে পেরেছে মরিগুচির খেল থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু আমি যখন ওকে আমার ল্যাবে নিয়ে গেলাম, কথা বলতে লাগলাম ও তখন পুরোপুরি অন্য একটা ব্যাখ্যা শোনাল।

আসলে মরিগুচি কখনোই কার্টনে রক্ত মেশাননি। ঐদিন মিজুকি সবার শেষে ক্লাস থেকে বেরিয়েছিল। সে আমার আর সিতামুরার খালি দুধের কার্টন বাসায় নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে। আমি এতদিন মরিগুচির বলা গল্পের জাদুতে আটকে ছিলাম। একই সাথে ডুবে ছিলাম নিজের কল্পনার ফ্যান্টাসিতে।

কিন্তু মরিগুচি কেন এত ঝামেলার মধ্যে দিয়ে গেলেন? এত জটিল একটা মিথ্যে কেন বলতে গেলেন? শেষ পর্যন্ত আমাদের কাউকেই তিনি এইডস সংক্রমণ করেননি। তাহলে তার প্রতিশোধের অর্থ কী? হয়ত তিনি শুধু আমাদেরকে মানসিকভাবে অত্যাচার করতে চেয়েছিলেন? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে তিনি সিতামুরাকে ভালোভাবেই ফাঁদে ফেলতে পেরেছেন। বলতে ভুলে গিয়েছি, ও ওর মাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। নিজেও পাগল প্রায়। পুলিশ এখনো ওকে কোন প্রশ্ন করতে পারেনি। মরিগুচি হয়তো এরকম কিছুই হবে অনুমান করেছিলেন যেদিন পুরো ক্লাসের সামনে গল্পটা শুনিয়েছিলেন।

আমার কাছে যেটা অবাক লাগছে ভেবে তা হলো, মায়ের আঁচল ধরে ঘোরা সিতামুরা কি ওর মাকে কখনো বলেনি, ও এইচআইভি আক্রান্ত? আমি তো ভেবেছিলাম বাসায় গিয়ে সোজা তার মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে সব খুলে বলবে। তারপর দু-জন প্রতিদিন ক্লিনিকে যাবে পরীক্ষা করাতে রেজাল্ট দেখতে।

যদি মরিগুচি ওকে খুন না করে পাগল করার পক্ষে জুয়া খেলছিলেন, তাহলে বলতে হবে, তিনি জানতেন তিনি কী করছেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কী? হয়ত সত্যি যে, সিতামুরা তার মেয়েকে খুন করেছে, কিন্তু আমি পরিকল্পনাটা না করলে সে তো এখনো বেঁচে থাকত, তাই না? আমার মনে

BanglaBook.org

হয় না তিনি এতটা স্মার্ট নন যে, ধারণা করতে পারবেন এইচআইভি পজিটিভ নই জেনে আমি কতটা অসন্তুষ্ট হবো।

কারণ যাই হোক, তিনি যাই পরিকল্পনা করে থাকুন না কেন, আমি বলবো সেটি ব্যর্থ হয়েছে। আর এটা খুবই বিরক্তিকর। বেঁচে থাকা বিরক্তিকর আবার আত্মহত্যার চেষ্টাও বিরক্তিকর।

হঠাৎ মনে হলো আমার জীবনে কিছু আনন্দ, কিছু মজা দরকার মনোযোগ অন্যদিকে নেয়ার জন্য। হয়ত আমি কোন একটা উপায় বের করতে পারি স্কুলের গাধাগুলোকে তাদের প্রাপ্য শাস্তি দেয়ার জন্য। প্রথমে আমাকে নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন এখনো বিশ্বাস করে, আমার এইডস আছে।

পরদিন আমি মঞ্চে একটা নাটিকার অংশ অভিনয় করলাম। পাণ্ডুলিপি তারা আমার আর প্রেসিডেন্টের জন্য আগের দিন তৈরি করে দিয়েছিল। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগেনি। আমি মনে মনে মরিগুচিকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম আমার জন্য তার উপহারের।

তাহলে এই অংশে এসে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছে কেন আমি একটা বোমা বসালাম। সহজ কোন ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল। আপনাদের অনুমান করা ঠিক হবে না যে, এর সাথে মিজুকির আমার গার্লফ্রেন্ড হওয়া বা আমার মায়ের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর কোন সম্পর্ক আছে।

মিজুকি সম্পর্কে এখানে লিখতে ইতস্তত বোধ করছি, কিন্তু আমি চাই না কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকুক। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্য মেয়েদের মত নয়, ওর চেহারা একদম সাধারণ, কিন্তু বাজে বলা যাবে না। আর এসবের কিছুর সাথেই ওকে আমার পছন্দ করার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যেটা পছন্দ হয়েছিল সেটা হলো, মরিগুচির অভিনয়ের পরও ও একদম শান্ত ছিল। অন্য সবাই (দুঃখজনকভাবে এর মধ্যে আমিও পড়ি) তার মিথ্যে একদম বড়শি ছিপসহ গিলে বসে ছিল। মিজুকি একজন বিজ্ঞানীর মত মনোভাব নিয়ে বিশ্বাসের আগে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু যখন সত্য জানতে পেরেছে তখন কাউকে বলেনি, নিজের মধ্যেই রেখেছে। যেটা ভালো লেগেছে আমার।

সত্যি বলতে, আমি তাকে অনেকখানি পছন্দ করে ফেলেছি যার জন্য হাস্যকর সব কাজ করেছি যাতে সে-ও আমাকে পছন্দ করে। "আমি চেয়েছিলাম কেউ আমাকে খেয়াল করুক।" আমি ওকে বলেছিলাম। অবশ্যই কেউ একজনকে আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আমার মা খেয়াল করুক। কিন্তু যাই হোক, কথাটা মিজুকির জন্য কাজে লেগেছিল।

BanglaBook.org

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সে-ও দেখা গেল আরেক নির্বোধ।

গ্রীষ্মের ছুটির সময়, সে প্রতিদিন ল্যাবে আসত। আমি আমার নতুন আবিস্কারের কাজ করতাম আর ও ওর ল্যাপটপে টুকটাক টাইপ করত। ও কী লিখছে আমি জানতে চাইলেই এড়িয়ে যেত। আমিও ঘাটাইনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম ঐ সময়ে সে আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে কারো ছোটখাট সমস্যা শোনার ইচ্ছে আমার কখনো ছিল না। শেষে একদিন সে বলল, সে একটা লেখার প্রতিযোগিতার জন্য লিখছে। সেটা এক সপ্তাহ আগের কথা। সেদিন পুরো লেখা আমাকে মেইল করে পাঠিয়েছিল।

আমি ওকে বলেছিলাম ওর কাছে কেমিক্যালগুলো আছে আমি আগেই খেয়াল করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ও হয়ত বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহি, সেজন্য ওর প্রতিও আমার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে এ কথা শোনার পর বলল, তার অন্য এক উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সে আমাকে ওর গোপন কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল।

ও কোন বোমা বানানো পরিকল্পনা করছিল না। কোন রঙ-টঙ করার ব্যাপারও না। সে কাউকে বিষ খাইয়ে মারতে চায়নি। আত্মহত্যাও করতে চায়নি। ও স্রেফ লুনাসি মেয়েটা আর ওর কাজের প্রতি অবসেস্‌ড ছিল। প্রথম যখন খবরে আসল, তখনই তার মনে হয়েছিল এই মেয়েটা পুরোপুরি তার মত আরেকজন। নামেও মিল আছে। লুনা অর্থ চাঁদ। জুকি অর্থও চাঁদ। এইসব নিয়ে হড়বড় করে অনেক কিছু বলে গেল যার কোনটারই আমি কোন মানে খুঁজে পেলাম না।

সে আমাকে বলল তার কাছে আরও প্রমাণ আছে, সে আর লুনাসি মেয়েটা একই মানুষ। পত্রিকায় যখন মেয়েটার কাছে থাকা কেমিক্যালগুলোর তালিকা ছাপল, সে হতবাক হয়ে গয়েছিল দেখে। একদম একই জিনিস ওর কাছেও ছিল।

তালিকার কিছু জিনিস আমি নিজেই ওকে ফার্মেসি থেকে কেনার চেষ্টা করতে দেখেছি। জানার উপায় নেই ও সত্যি বলছে নাকি মিথ্যা। সে বলল ওগুলোর একটা সে দুধের কার্টনে রক্তের অস্তিত্ব জানার জন্য ব্যবহার করেছে। তা-ও একটা ভালো কাজে ব্যবহার হয়েছে।

এরকম এক পর্যায়ে এসে সে হঠাৎ প্রস্তাব করল তেরাদার উপর কিছু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়।

ওর মধ্যে একটা কেমন অন্ধকার টাইপ ব্যাপার আছে। টিভি সিরিজগুলোতে যেরকম থাকে (আমি অবশ্য এরকম কিছু দেখিনি), কিন্তু

BanglaBook.org

আমার সন্দেহ আছে আদৌ সে কোন খুন করতে পারবে কিনা। তারপরও পুলিশ যখন তাকে সিতামুরা আর তার মাকে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, সে সব দোষ তেরাদার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে সে এখনও সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আমাকে বেশ ধাক্কা দিলো। বেচারার জন্য আমার প্রায় দুঃখ হচ্ছিল। এমনিতেই মরিগুচির ঝামেলা তার উপর পড়েছে, সেখান থেকে আবার সিতামুরা। কিন্তু যখন আমি প্রশ্ন করলাম ও কেন তেরাদার উপর ক্ষ্যাপা, ও যে উত্তর দিলো তা ক্ষমার অযোগ্য।

"না, নাওকির জন্য যা করেছে সেজন্য তাকে ঘৃণা করি। নাওকি আমার প্রথম ভালোবাসা...এখন অবশ্য তোমাকে পছন্দ করি আমি, সুয়া।"

সে আমাকে আর সিতামুরাকে একই পাল্লায় মাপছে? এর চেয়ে জঘন্য লজ্জাজনক আর কী হতে পারে?

"ছি-ছি! তুমি আর কত বোকামি করবে?" আমি কথাটা নিজেকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু জোরে বলে ফেললাম। যাই হোক, এখন আর যেহেতু কিছু আসে যায় না, আমি ওকে খোলাখুলি বলে দিলাম লুনাসির ব্যাপারটা নিয়ে আমার কী ধারণা। ততক্ষনে ও পুরোপুরি রেগে গিয়েছিল। আমাকে বলল আমার মধ্যে নাকি অতিরিক্ত মাতৃভক্তি বিষয়ক সমস্যা আছে।

এখানে আমি যা লিখেছি তার অনেকটাই আমি ওকে বলেছি, কিন্তু এভাবে বলার কোন মানে নেই। আমি ওকে যেটা বলতে গেলে ও সীমার অতিরিক্ত বলে ফেলল।

"আমি বুঝি তুমি তোমার মাকে অনেক ভালোবাস, কিন্তু তিনি তার নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। তোমাকে ফেলে তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করতে চলে গেছেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ আছে কিন্তু সব কথার শেষ কথা হলো, তিনি তোমাকে 'পরিত্যাগ করেছেন'। তুমি যদি তাকে এত মিস্ কর তাহলে গিয়ে তার সাথে দেখা করে আসো না কেন? টোকিও তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তুমি তো জানোই তিনি কোথায় কাজ করেন। তা না করে তুমি এখানে বসে মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছো, কারণ তুমি একটা কাপুরুষ। তুমি ভয় পাচ্ছো তিনি তোমাকে আবারো দূরে ঠেলে দেবেন। তুমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছো, তিনি আর তোমাকে তার জীবনে চান না।"

মাত্রাতিরিক্ত ছিল। সে যে শুধু আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করছিল তা নয়, আমার মাকেও আঘাত করছিল। এরপর আমি নিজেকে আবিস্কার করলাম ওর গলা টিপে ধরে আছি। অবশেষে সত্যি সত্যি কাউকে খুন করতে পেরেছি! অস্ত্র নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দরকার পড়েনি। খুন করার জন্য

BanglaBook.org

অপেক্ষাও করতে হয়নি। অন্য কথায়, খুব সহজেই সব কিছু হয়ে গেল। ও এত তাড়াতাড়ি মরলো যে, আমার ভেতর বুদবুদ ফাঁটার সময়ও পেলো না।

সিতামুরার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক কাউকে খুন করলে সে ব্যাপারে কেউ তেমন একটা মনোযোগ দেয় না। ওর মৃত্যুর কোন অর্থ আমার কাছে নেই। ওর লাশ নিয়ে ল্যাবরেটরির বাইরের বড় রেফ্রিজারেটরে লুকিয়ে রাখলাম। এক সপ্তাহ পরও যখন কেউ ওর খোঁজে আসলো না তখন আমার মিজুকির জন্য একটু দুঃখ হতে লাগল। আমি ঠিক করলাম পরদিন বোমা ফাটানোর সময় ওকে সাথে নিয়ে যাবো। হাজার হোক ওর সংগ্রহের কেমিক্যাল দিয়ে বোমাটা বানানো। ও সবকিছু এখানে নিয়ে এসেছিল, বলেছিল এই জায়গার সাথে কেমিক্যালগুলো খাপ খায়। পরে অবশ্য আমি ওকে স্কুলে বয়ে নিয়ে যাওয়ার আইডিয়া বাদ দিলাম। জীবন হয়ত বুদবুদের মত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ওর শরীর এতদিনে জমে দস্তার মত শক্ত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আবারো বলছি, আমি সব ব্যাপারে পরিস্কার থাকতে চাই। ক্লাস প্রেসিডেন্টকে খুন করার সাথে বোমা ফোটানোর কোন সম্পর্ক নেই।

তিনদিন আগে আমি আমার মাকে দেখতে কে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। আমি সবসময় চেয়েছি তিনি আমার কাছে আসুক। কিন্তু ডিভোর্সের শর্তগুলোর একটা ছিল তিনি আমার সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারবেন না। আর উনি যে সিরিয়াস ধরণের মানুষ, এত বছর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। এখন আমি সব আমার হাতে তুলে নিয়েছি। মা আর ছেলের পুণর্মিলন ঘটাতে চলেছি।

চার ঘণ্টার মত লাগল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে। প্রথমে লোকাল ট্রেনে, তারপর সিনকানসেন, শেষে সাবওয়ে। মনে হচ্ছিল যেন অন্য জগত, কোন স্বর্গ যেখানে কখনো পৌছানো যায় না। কিন্তু আমি পৌছেছি। সহজ আর ছোট একটা ট্রিপের পর। কিন্তু যতই আমার গন্তব্যের কাছাকাছি যাচ্ছিলাম ততই মনে হচ্ছিল বুকে কিছু চেপে বসছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তিন নাম্বার ল্যাবরেটরিটা আমার মায়ের। বিশাল ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমাদের পুণর্মিলনের অনেক দৃশ্য কল্পনা করে ফেললাম।

আমি ল্যাবের দরজায় নক করবো, মা দরজা খুলবেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চেহারা কেমন হবে? কী বলবেন তিনি? কিন্তু যদি তার কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট কিংবা শিক্ষার্থী দরজা খোলে? আমি তাকে বলবো আমি

BanglaBook.org

এখানে প্রফেসর জুন ইয়াসাকার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমি কি তাদেরকে আমার নাম বলবো? নাকি তার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো?

ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পৌছে গেলেও আমি তখনো মনস্থির করতে পারছিলাম না কী করবো। এমন সময় একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল, আমি অবশ্য আশা করছিলাম দেখা হতে পারে সায়েন্স ফেয়ারের বিচারক প্রফেসর সেগুচি। অবাক কান্ড হলেও তিনি আমাকে চিনতে পেরে প্রথম কথা বললেন।

"কী আশ্চর্যের ব্যাপার!" বললেন তিনি। "আমাদের কী সৌভাগ্য! কী করছো তুমি এখানে?"

যে কোন কারণেই হোক আমি তাকে বলতে পারলাম না যে, আমি আমার মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছি। মাথায় যা প্রথম আসল তাই বলে দিলাম।

"আমি কাছাকাছি এসেছিলাম তাই ভাবলাম এসে দেখি আপনাকে পাওয়া যায় কিনা।"

"আমি খুশি হয়েছি তুমি এসেছো। সাথে কোন নতুন আবিস্কার নিয়ে এসেছো নাকি?"

"হ্যাঁ। একটা না, অনেকগুলো এনেছি।" আমি বললাম। কথাটা মিথ্যে নয়। আমি সাথে করে মাকে দেখানোর জন্য শক দেয়ার পার্স, উল্টো ঘড়ি আর লাই ডিটেক্টর নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রফেসর সেগুচি হেসে আমাকে তার ল্যাবের দিকে নিয়ে গেলেন। বিল্ডিঙের তৃতীয় তলায় পূর্বদিকে ছিল সেটা। ঠিক মায়েরটার নিচে।

একবার তাকে আমার আবিস্কারগুলো দেখানোর পর হয়ত আমি জানাতে পারি, আমি আমার মাকে দেখতে এসেছি।

তিনি হয়ত বলবেন, "ওহ্, তুমি জুন ইয়াসাকার ছেলে? এখন বুঝলাম তুমি কেন এত স্মার্ট!"

এসব যখন আমার মাথায় ঘুরছিল, আমরা তার ল্যাবে পৌছে গেলাম। উনি আমাকে একটা রুম দেখালেন, যাবতিয় জটিল যন্ত্রপাতিতে ভরপুর। বই আর টেকনিক্যাল জার্নাল উপচে পড়ছে। জায়গাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরী বলে মনে হলো। তিনি আমাকে কাউচে বসিয়ে কোল্ড ড্রিংক আনতে গেলেন। পুরো রুমে চোখ বোলাতে বোলাতে ডেস্কে রাখা একটা বাঁধানো ছবিতে গিয়ে আমার চোখ পড়ল। প্রফেসর সেগুচি আর একজন মহিলা একটা পুরনো দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত জার্মানিতে। প্রফেসরের পাশে দাঁড়ানো হাসিখুশি মহিলাটা আর কেউ না...আমার মা!

এর মানে কী? হতে পারে হয়তো কনফারেন্স বা রিসার্চ ট্রিপের সময়

BanglaBook.org

তোলা। এমনকি প্রফেসর যখন ড্রিংক এনে আমার সামনে রাখলেন তখনো আমি ছবিটা থেকে আমার চোখ সরাতে পারছিলাম না।

তিনি খেয়াল করে লাজুক হাসি দিলেন। "আমাদের হানিমুনের সময় তোলা ছবি।"

একটা বুদবুদ ফুটলো।

"হানিমুন?"

"তোমার হয়ত মনে হতে পারে আমার বয়স একটু বেশিই এসবের জন্য। গত হেমন্তে আমরা বিয়ে করেছি। আমার বয়স এখন পঞ্চাশ আর আমি প্রথমবারের মত বাবা হতে চলেছি। অদ্ভুত, তাই না?"

"বাবা!"

"হ্যাঁ, এই ডিসেম্বরের শেষে বাচ্চার জন্ম হওয়ার কথা। আমার স্ত্রীর অবশ্য এসব কোন দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। আজকেই ও ফুকুওকাতে একটা কনফারেন্সে গেল। এখনকার মেয়েরা কী বলবো..."

একটার পর একটা বুদবুদ ফাঁটতে লাগল।

"...প্রফেসর জুন ইয়াসাকা আপনার স্ত্রী, ঠিক বলেছি কিনা?"

"হ্যাঁ...তুমি তাকে কিভাবে চেনো?"

"আমি...আমি আসলে তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি।" কাঁপছিলাম আমি। এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। শেষ বুদবুদ ততক্ষনে ফেঁটে গিয়েছিল। সেগুচি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে।

"তুমি কি কোনভাবে..."

আমি তার বাক্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিনি। উঠে দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম। পেছনে ফিরে না তাকালেও নিশ্চিত ছিলাম প্রফেসর পেছন পেছন আসার চেষ্টা করেননি।

আমি ভেবেছিলাম মা তার স্বপ্ন পূরণের আশায় পরিবারের চিন্তা বাদ দিয়েছিলেন, নিজের মেধার মূল্য দিতে চেয়েছিলেন, একজন বড় আবিস্কারক হতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্যে নিজের সন্তানকে বিদায় দিয়েছিলেন।

তার 'একমাত্র সন্তান'। এমন কিছুই না তিনি আমাকে শেষদিনে বলেছিলেন? কিন্তু তিনি আর কখনো তার 'একমাত্র সন্তান'-এর খোঁজে ফিরে আসেননি। বরং আরেকজন ভালো স্বামী খুঁজে বিয়ে করেছেন। আরেকটা সন্তান নিচ্ছেন। সুখি জীবন যাপন করছেন।

চার বছর হয়ে গেল তিনি আমাকে ছেড়ে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাকে পেছনে ধরে রেখেছিলাম আমি, তার

BanglaBook.org

সন্তান, সুয়া। যেদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন সেদিন থেকে আমি শুধু তার অতীত, হারিয়ে যাওয়া ধূসর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছি। আমি নিশ্চিত সেগুচি ধরতে পেরেছিলেন আমি কে হতে পারি। তারপরেও মায়ের থেকে কোন সাড়া না পাওয়ার অর্থ এখন আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার।

সুতরাং আপনারা ভাবতে পারেন মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেই এই হত্যাযজ্ঞ করতে যাচ্ছি আমি। এই উইল আমার একমাত্র উপায় মাকে সবকিছু জানানোর।

মরিগুচির মেয়ের কাণ্ডের মত এবারও আমার একজন সাক্ষি দরকার। আপনারা, আমার ওয়েব সাইটের দর্শনার্থীরা আমার সাক্ষি। কিশোর অপরাধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অপরাধটা আমি ঘটাতে যাচ্ছি, আপনারা স্রেফ দর্শক। আশা করছি আপনারা আমার মাকে গিয়ে বলবেন এইভাবে আমি আমার কষ্ট তার জন্য তুলে ধরেছি।

বিদায়!

বিদায়!

পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে আমি আমার ফালতু রচনা 'জীবন' পাঠ করলাম। পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করলাম ফোনটা। নাম্বার আগে থেকেই সেট করা ছিল, আস্তে করে সেন্ড বাটনে চাপ দিলাম, বোমার ডেটোনেটর।

এক সেকেন্ড পার হলো, দুই, তিন, চার, পাঁচ...

...কিছুই ঘটল না। কোন ভুল হলো নাকি কোথাও? বোমাটা কি নষ্ট ছিল? আমি তো ট্রিগার ফোনের ভাইব্রেসনও টের পাইনি। এর মানে কী? উপুড় হয়ে পোডিয়ামের নিচে তাকালাম।

বোমাটা সেখানে নেই!

কেউ সম্ভবত ওয়েব সাইটে পড়ে বোমাটা সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু কে করতে পারে? বোমা নিষ্ক্রিয় করা যা তা ব্যাপার নয়। তাহলে পুলিশ ডাকেনি কেন?...আমার মা হতে পারে নাকি?

এমন সময় আমার ফোনটা বাজতে লাগল। আননোন নাম্বার।

রিসিভ বাটনে চাপ দেয়ার সময় আমার আঙুল কাঁপছিল।

BanglaBook.org

সুয়া? মা বলছি...

এরকম কিছু আশা করছিলে নাকি? তোমাকে আশাহত করার জন্য দুঃখিত। আমি তোমার মা নই। আমি মরিগুচি। অনেকদিন পর, তাই না?

আমি ধরে নিচ্ছি তুমি অবাক হচ্ছো এই ভেবে যে, কেন বোমাটা ফাটল না। বুঝতেই পারছো আমি আজ সকালে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছি ওটা।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, বোমার মেকানিজম দেখে আমি খানিকটা মুগ্ধ হয়েছি। চালাক ছেলে তুমি। একটা বিশেষ তাপমাত্রার নিচে গেলে যেন ট্রিগার নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় সে ব্যবস্থা করেছিলে। ল্যাবরেটরিতে ঠান্ডায় জমিয়ে তারপর একটা কুলারে করে স্কুলে বয়ে এনেছো। ফলে ঝাকাঝাকিতে ফেঁটে যাওয়ার ভয় ছিল না। ঠান্ডায় নিরাপদ ছিল। তোমার কেমিস্ট্রির দক্ষতা ইঞ্জিনিয়ারিঙের মতই ভালো।

শুধু যদি এগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে! আমি নিশ্চিত তুমি দুর্দান্ত একজন বিজ্ঞানী হতে পারতে। কিন্তু তুমি তোমার দক্ষতা ব্যবহার করেছো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। মেধার অপচয় করেছো তোমার নির্বোধ কাজের জন্য অস্ত্র বানানোর পেছনে।

আমি তোমার মাকে লেখা ভালোবাসার চিঠি অনলাইনে পড়েছি। যদি কেউ এরকম কিছু লিখে ওয়েব সাইটে দিয়ে রাখতে পারে, আর তারপর লজ্জায় না মরে, তাহলে সে নিশ্চয়ই নিজেকে কোন ট্র্যাজেডির নায়ক বা সেরকম কিছু মনে করে।

দুঃখজনক, কিন্তু সুন্দর কাহিনী। দারুণ একজন মা...তার একমাত্র ছেলে একই রকম মেধার অধিকারী। মায়ের চোখে অশ্রু, নিজের স্বপ্নকে সত্যি করতে একটা শহরের কোনায় ছেলেকে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। অথচ প্রতিজ্ঞা করতে ভোলেননি, কোন একদিন ছেলের প্রয়োজনে আবার হয়ত ফিরে আসবেন। ছেলে অন্ধের মত মায়ের কথা বিশ্বাস করে। এদিকে বাবা আবার বিয়ে করে। নতুন স্ত্রীর ঘরে একটা সন্তান হয়। ছেলেকে দূরে ঠেলে দেন তিনি। ছেলে একা হয়ে পড়ে। সে তার মাকে দেখতে চায়। মায়ের চোখে পড়তে একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে কোন সাড়া পায় না। তাই সে ঠিক করে কাউকে

BanglaBook.org

খুন করবে। তখন নিশ্চয়ই মা দৌড়ে ছুটে আসবেন ছেলেকে উদ্ধার করতে। দুঃখজনকভাবে পরিকল্পনাটা ভেস্তে যায় ক্লাসমেটের নির্বুদ্ধিতায়। সৌভাগ্যজনকভাবে ভিক্টিম তার প্রতিশোধ নেয়, আর ছেলেটা খুশি হয় এটা জেনে যে, সে অসুস্থ। অসুস্থ জানলে মা নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। কিন্তু দেখা গেল সে আসলে অসুস্থ নয়। সুতরাং সে তার আরেক ক্লাসমেট মেয়েকে ব্যবহার করে নিজের সমস্যা ভুলতে যায়। কিন্তু সেই মেয়ে তাকে বলে, সে নাকি মায়ের আঁচল ধরা ননীর পুতুল। রাগের মাথায় সে মেয়েটাকে খুন করে ফেলে। তারপর ঠিক করে মাকে দেখতে যাবে। গিয়ে সে মায়ের নতুন স্বামীর সাথে পরিচিত হয়, জানতে পারে মা সন্তানসম্ভবা। অবশেষে তার মোটা মাথায় ঢোকে, ওর মা ওকে সত্যি সত্যি ফেলে চলে গেছে। তখন সে ঠিক করে মায়ের উপর প্রতিশোধ নেবে।

আমি জানি আমি অনেক কিছু বলিনি, এড়িয়ে গিয়েছি, কিন্তু তাতে মনে হয় না খুব একটা সমস্যা আছে। যাই হোক, শেষ দৃশ্যের জন্য তুমি একটা বোমা বানালে।

তুমি কি জানো, তুমি একটা আস্ত গাধা? তোমার চিঠিতে তুমি সবাইকে গাধা, নির্বোধ বলেছো, অথচ তুমি নিজে কী? তুমি আসলে এখন পর্যন্ত কী সৃষ্টি করতে পেরেছো? যারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তুমি কী করেছো? তোমার অন্য গাধাদের জন্য কিছু কি করতে পেরেছো?

তুমি লিখেছো তোমার মনে হয় না তোমার বাবার বেঁচে থাকার কোন অধিকার রয়েছে, তোমাকে প্রথমে জন্ম দিয়েছে কে, শুনি? মনে হচ্ছে সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমার মধ্যে নেই। স্কুলে ভালো গ্রেড পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছো। ভুল করছো। তুমি এদের সবার মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ, আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় নির্বোধ তুমি।

তুমি এত বড় নির্বোধ যে, মানামিকে খুন করেছো, আমার মূল্যবান সন্তানকে আমার থেকে কেড়ে নিয়েছো। তোমার চিঠিটি পড়ে আমি ঠিক করেছি প্রতিশোধ নেবো। আমি একটু লজ্জিত যে, আগে ঠিকমত সব খোলাসা করিনি। প্রথমে আসলে আমার পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করা দরকার। স্কুলের শেষ দিনে আমার বক্তব্য থেকে শুরু করা যাক।

এটা সত্যি, আমি আমার স্বামী সাকুরানোমির শরীর থেকে সেদিন সকালে রক্ত সংগ্রহ করেছিলাম। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন। আমি রক্ত স্কুলে নিয়েও এসেছিলাম। নয়টার সময় দুধ দিয়ে যাওয়া হলে অফিসের পাশের ফ্রিজে রাখা হয়। অ্যাসেম্বেলির মাঝখানে আমি সরে এসে তোমার আর

BanglaBook.org

সিতামুরার কার্টনে সিরিঞ্জ দিয়ে কিছু রক্ত ঢুকিয়ে দেই। এমন জায়গায় ফুটো করেছিলাম যেটা তোমরা সাধারণত খেয়াল করবে না। তারপর তোমাদের দুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি আমার বক্তব্য পেশ করি। আমি জানতাম তোমার ক্লাসমেটরা কত নির্মম হতে পারে। আমি চেয়েছিলাম তোমাদেরকে নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিতে। বয়স্করা আর যাই হোক নিয়ম মেনে চলে। তুমি যত খারাপই হও না কেন তারা তোমাকে রক্ষা করতে চাইবে।

তোমাদেরকে এইডস দেয়ার ব্যাপারে আমার কোন ভুল বা ভ্রান্তি হয়নি। তুমি যেমন পরে বুঝতে পেরেছো এরকম অল্প রক্ত থেকে সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ আসলে খুবই কম। কিন্তু সম্ভাবনা যেহেতু একদম শূন্য নয় আমার ধারণা ছিল একটা যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া হয়েছে।

অথচ আমি ভেবেছিলাম পুরো ব্যাপারটার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ। অবশ্য এমন না যে, আমার অনুভূতি বদলে গিয়েছে। আমি জানতাম তুমি অন্তত কিছুদিনের জন্য এইডসের ভয়ে ভুগবে আর তোমার ক্লাসমেটরা তোমার জীবন অসহনীয় করে তুলবে। কিন্তু তাতে আমার কোন আনন্দ হতো না। কোন রকম প্রতিশোধই তোমার প্রতি আমার ঘৃণা বিন্দুমাত্র লাঘব করবে না। আমি যদি তোমাদের দু-জনকে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করতে পারতাম তাহলে ওই টুকরোগুলোকেও একইরকম ঘৃণা করতাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যা হয়েছে তা কোন প্রতিশোধ কখনো মুছে দিতে পারবে না, আর যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমিও তোমাকে ঘৃণা করা বন্ধ করতে পারবো না।

তারপরেও আমি ভেবেছিলাম আমি নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে রাখতে পারবো। কখনো মানামিকে ভুলতে পারবো না ঠিকই কিন্তু বাকিটা জীবন তোমাদের মত ছেলেমেয়েদের পেছনে ব্যয় করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। এদিকে সাকুরানোমির সাথেও আমার সময় শেষ হয়ে আসছিল। ও চলে গেলে আমি ভেবেছিলাম সবকিছু নতুন করে আবার শুরু করবো। জীবনে কখনো ভাবিনি অন্যদেরকে সাহায্য করতে পারবো কিন্তু নতুন জীবনে আমি ঠিক সবাইকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েই শুরু করতে চাইছিলাম।

এক মাস পর এপ্রিলে, যখন আমার স্বামী বুঝতে পারছিল ও মারা যাচ্ছে, আমাকে একটা ভয়াবহ ঘটনা জানাল। সে বলেছিল সে দুঃখিত, সে হয়ত কখনো আমাকে সুখি করতে পারেনি, কিন্তু সে অন্তত চায়নি আমি স্ক্যান্ডাল আর জেলে জড়িয়ে যাই। তাই সে আমার প্রতিশোধ পরিকল্পনা নষ্ট

BanglaBook.org

করেছিল। আমি যখন সকালে ওর রক্ত নিচ্ছিলাম ও টের পেয়ে গেছিল। বুঝতে পেরেছিল, আমি খারাপ কিছু ঘটাতে যাচ্ছি।

সে আমাকে ফলো করে স্কুলে আসে আর আমাকে কার্টনে রক্ত ঢোকাতে দেখে ফেলে। দেখে ও ভয় পেয়ে যায়। আমি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ও, তারপর ওই কার্টনগুলো বদলে সেখানে নতুন কার্টন রেখে দেয়। সে বলেছে সে জানে আমি ওকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না, কিন্তু খারাপ কিছুর মূল্য খারাপ দিয়ে চুকাতে যাওয়া অন্যায়। তাছাড়া প্রতিশোধ নিয়েও আমার মন ভালো হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ওর ধারণা ছিল তোমরা কোন একদিন ভালো হয়ে যাবে, নতুন করে সবকিছু শুরু করতে পারবে। সে চাইছিল আমিও যেন তা বিশ্বাস করি। সে বলেছিল আমি যদি নতুন করে কিছু শুরু করতে চাই তাহলে আমাকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে।

ওগুলো ছিল ওর শেষ কথা। যারা আমাদের সন্তানকে খুন করেছে তাদের প্রতি যেন আমরা কোন প্রতিশোধ না নিই। তারা যেন পুণর্বাসনের সুযোগ পায়। আমার মনে হয় কাউকে যদি সত্যি সত্যি সাধু-সন্ত বলে ডাকার অধিকার দেয়া হয় তবে সেটা ওরই প্রাপ্য।

সুতরাং তোমার যুক্তি অনুসারে আমার স্বামীকে ওর মা নিশ্চয়ই ছোটবেলায় রুপকথা পড়িয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু না। আমার সন্দেহ আছে তুমি ক্লাসের পেছনের দেয়ালে লাগানো ওর উপরে আর্টিকেলটা আদৌ কোনদিন চোখে দেখেছো কিনা। ওর জন্মের পরপরই ওর মা মারা যান। ও যখন ফিফথ গ্রেডে তখন ওর বাবা আবার বিয়ে করেন, ঠিক তোমার বাবার মতই। তোমার ঠিক উল্টো ছিল সে, ছাত্র হিসেবে সুবিধার ছিল না। সৎ মায়ের সাথে সম্পর্কও ভালো ছিল না। সেকারণে কিছুদিন পর পর বাসা থেকে পালিয়ে যেত। গর্ব করার মত ওর জীবনে কিছু ছিল না। আমি নিশ্চিত তোমার নির্বোধের তালিকায় সাকুরানোমির নাম অবশ্যই থাকত। কিন্তু এই নির্বোধ লোকই কিনা তোমার জীবন বাঁচাল!

তোমার কথা হয়ত সত্যি, ভালো-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান আমরা ছোটবেলায় স্কুল থেকেই পাই। সাকুরানোমি এইসব ছোট ছোট জ্ঞানের অনেক কিছুই বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত শিখতে পারেনি। যখন সে বুঝতে পেরেছে তার কী কী নেই, তখন সে দৌড়ে তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে, নিজেকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। তুমিও অনেকটা ওর মতই। তুমিও ভালো-মন্দের পার্থক্যের সাধারণ জ্ঞান মিস্ করেছো, আর তুমি সেটা

BanglaBook.org

জানোও। কিন্তু সেটার সমাধান না করে বরং খারাপ হয়ে 'কুল' সাজতে চেয়েছো। কিংবা সবকিছুর দোষ তোমার মায়ের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছো তুমি। এমনও হতে পারে, তুমি হয়ত ভেবেছো তোমার চরিত্র বদলে ফেললে তোমার আড়ালে থাকা মায়ের সাথে শেষ সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। উনি খারাপ ছিলেন, তুমি তাকে সেভাবেই তোমার জীবনে পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিলে। সেজন্য তুমি বদলাতে চাওনি। যাই হোক, সেসবের কিছুই এখন আর আসে যায় না।

সাকুরানোমি যা করেছে তা আমি কখনো মেনে নিতে পারিনি। ও আমার সুখ নিয়ে যা ভেবেছে, বাবার বদলে শেষ পর্যন্ত নিজেকে শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, এসবের কোন কিছুর জন্যই আমি তাকে ক্ষমা করতে পারবো না। আর বলা বাহুল্য, ও যতই তোমাদের রক্ষা করতে চাক না কেন, তোমাদের কাউকেও আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। কিন্তু প্রতিশোধ নেয়া একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার, আর তখন আমার হাতে কোন নতুন প্ল্যানও ছিল না, তাই ঠিক করেছিলাম সময় নিয়ে দেখা যাক কী হয়।

আমি স্কুল ছাড়ার পর থেকে যখনই যা যা হয়েছে, ওয়েথের সেন্সেই, ইয়োসিতেরু তেরাদা আমাকে সব জানিয়েছে। আমাদের সম্পর্কের সময়ে তিনি আসলে সাকুরানোমির ছাত্র ছিলেন। আমার ওকে ভালোভাবেই মনে আছে। ও সাকুরানোমির ঝামেলা গ্রুপের কেউ ছিল না, কিন্তু অন্যদের চেয়ে সাকুরানোমিকে বেশি শ্রদ্ধা করত, পাগলের মত ফলো করত। যখন সে শুনল তার হিরো মিডেল স্কুলে থাকতে সিগারেট খেত, সে নিজেও ধূমপান শুরু করল–কাশতে কাশতে শেষ। তারপর যখন শুনল সাকুরানোমি তার এক বদমেজাজি টিচারের গাড়িতে গ্রাফিটি এঁকেছিল, সে-ও তখন একই জিনিস করার চেষ্টা করল। এরকম অনুকরণ করতে গিয়ে ও বার বার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ত। যাই হোক, ও ছিল অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, আমার কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

সাকুরানোমির মৃত্যুর পর ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আর স্থান প্রকাশ না করার জন্য আমি মিডিয়াকে 'এরকম একজন শিক্ষকের প্রয়োজন আজীবন শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে বেঁচে থাকা' বলে বাধ্য করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তেরাদা ঠিকই খুঁজে চলে এলো আর সাহায্য করতে চাইল। সে বলল, ওর জন্য ওর শিক্ষকের জীবনে যে পরিমান ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল্য চুকাতে চায়। আমি ওকে ফেরাতে পারিনি। লোকজনের মামুলি হায়হুতাশ নিয়ে তখন বিরক্ত ছিলাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে

BanglaBook.org

মেমোরিয়াল ট্যাবলেটের সামনে হাঁটু গেড়ে নিজের যাবতিয় কুকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগল। আমার মনে হয় না এমনকি সাকুরানোমিও ব্যাপারটা পছন্দ করত। কিন্তু ওর স্বীকারোক্তি থেকে আমি কিছু জিনিস জানতে পারলাম। ও বলেছিল, ও মনে করে সাকুরানমির কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর দায়িত্ব। আর সেজন্য সে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেবে বলে ঠিক করেছে। আর এপ্রিল থেকে এস মিডল স্কুলে যোগদান করেছে।

আমি ওকে বললাম আমি একই স্কুলে মার্চ পর্যন্ত পড়িয়েছি। সবকিছু কেমন চলছে জানতে চাইলাম। তখন সে জানাল সে বি ক্লাসের হোমরুম টিচার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে। আমার ধারণা কিছু জিনিস ভাগ্যের সাথে সংযুক্ত। ও মনে হচ্ছিল জানত না, আমি ওর আগের হোমরুম টিচার ছিলাম। তাই ওকে না জানিয়েই ক্লাস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলাম। সে জানাল তার এক ছাত্র স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল বলে তার একটা সমস্যা হচ্ছিল। ছেলেটার নাম সিতামুরা। তেরাদার কথা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারলাম সিতামুরা বিশ্বাস করেছে ও সংক্রমিত কিন্তু ওর মাকে কিছু জানায়নি। একটু আজব লাগল আমার কাছে। আমি জানি মা এবং সন্তানের মধ্যে অনেক অদৃশ্য দেয়াল থাকতে পারে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম কী করে এই ব্যাপারটাকে ব্যবহার করা যায়।

অন্য কথায়, আমি পরিকল্পনা করতে লাগলাম কিভাবে সিতামুরাকে ঘরের কোনায় ঠেলে দেয়া যায়। আমি তেরাদাকে বললাম সাকুরানোমি ওর জায়গায় থাকলে কী করত। সাকুরানোমি অবশ্যই ছেলেটার বাসায় যেত সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে। ওয়ের্থেরকে প্রথমে একটু সন্দেহবাতিক দেখালেও আমি জানতাম আমি যা বলেছি ও সেরকমই করবে। আমি কল্পনায় দেখতে পারছিলাম ও প্রতি সপ্তাহে ওই বাসায় যাচ্ছে। দরজার সামনে থেকে কথা বলছে, চিল্লাচ্ছে। ঠিক তাই হলো।

আমি ওকে বললাম ওর যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমি সাহায্য করতে তৈরি, যাতে ওর আত্মবিশ্বাস অটুট থাকে। আর ও নিশ্চয়ই অনুভব করেছিল যে, ও ওর সমস্যা নিয়ে কোন বন্ধু বা কলিগ কারো সাথে আলোচনা করতে পারবে না। তাই ও নিয়মিত পরামর্শ চেয়ে আমাকে ইমেইল পাঠিয়ে গেল। আমার মনে হয় না কারোর উচিত হবে ওকে সিতামুরার ব্যাপারে কিছুটা বেপরোয়া ভাবা উচিত, কারণ ও নিয়মিত আগের হোমরুম টিচারের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছিল।

সে আমাকে এমনকি, তোমাকে যে হেন্তা করা হচ্ছিল সে ব্যাপারে কী

BanglaBook.org

করণীয় সে সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিল। ব্যাপারটা সে থামাতে চেয়েছিল, আমি ওকে বলেছিলাম কাজটা নিজে না করে বরং ভালো হবে যদি শিক্ষার্থীদের কেউ নিজে এর মোকাবেলা করে। তাহলে সমস্যাটাকে পুরো ক্লাস মিলে সমস্যা হিসেবে দেখবে, আমি আশা করছিলাম তোমার উপর আঘাত আরও জোরদার হবে, কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিলো। তেরাদা কাজ করলে যেমন সবসময়ই হয়। মাঝখান দিয়ে বেচারি কিতাহারা-সান নিষ্ঠুরতার শিকার হলো। এই ব্যাপারটার জন্য আমার সত্যি সত্যি আফসোস হচ্ছে।

আমার ধারণা, ও যদি এসবে জড়িয়ে না পড়ত, তুমি হয়ত তাকে খুন করতে না। আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমি যখনই অপরাধবোধ অনুভব করি সাথে সাথেই বুঝতে পারি দোষটা তোমাদের। এখানে আমার কোন দোষ নেই। তুমি কিতাহারা-সানকে খুন করেছো। ও তোমার অন্ধ মাতৃপ্রেমঘটিত সমস্যা নিয়ে বেশি বলে ফেলেছিল বলে তুমি রাগের মাথায় ওকে খুন করেছো। কী যেন বলেছিলে তুমি একে? পুরস্কার হিসেবে খুন? নির্বোধের মুখে বড় বড় কথা!

তো, আমি যখন বসে বসে তোমাদের দু-জনের উপর নজর রাখছিলাম তখন সিতামুরা তার মাকে খুন করে ফেলল। আমি জানি না ওদের মধ্যে কী হয়েছিল, জানলেও বুঝতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, সিতামুরা যদি প্রথমে মানামিকে খুন না করত তাহলে কখনোই ওর মাকে খুন করত না। সুতরাং ওর বা ওর মায়ের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। ওর মায়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, ছেলেকে এভাবে বড় করে তোলার উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সাকুরানোমির বাধার পরেও আমি বলবো, সিতামুরার ব্যাপারে আমার প্রতিশোধ নেয়া সফল হয়েছে।

বাকি শুধু তুমি। তুমি বলেছো মানামিকে আসলে খুন করেছিল সিতামুরা। কিন্তু মানামিকে খুনের জঘন্য প্ল্যান কি তোমারই ছিল না? আমি তোমাদের দু-জনকেই ধুকে ধুকে মরতে দেখতে চেয়েছি। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের মধ্যে কাকে আমি বেশি ঘৃণা করি, আমি বলবো তোমাকে।

খুশি হতাম যদি তোমার ক্লাসমেটরা নিষ্ঠুর খেলাগুলো খেলতে গিয়ে তোমাকে খুন করে ফেলত। আমার ইচ্ছেয় গুড়ে বালি দিয়ে তেরাদা জানাল হেনস্তা করার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ও খুব খুশি ছিল ব্যাপারটা নিয়ে, আমাকে আমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছিল।

BanglaBook.org

তারপর বুঝতে পারলাম সবকিছু এখন আমাকে নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম মানামির সাথে তুমি যা করেছো তা নিয়ে তুমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নও। যদিও এখন তোমার জীবন তোমার গলা টিপে ধরেছে, তারপরেও। তাহলে কী লাভ? আমার দরকার ছিল তোমার দুর্বলতা খুঁজে বের করা। অনর্থক হলেও আমি তোমার ওয়েবসাইট প্রতিদিন চেক করতে লাগলাম। কিন্তু চুরিরোধক পার্সের খবর ছাড়া নতুন কিছু সেখানে ছিল না। কিন্তু কোন নতুন খবর না থাকাও একটা খবর। আমি জানি তুমি অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু পছন্দ করো না। তাহলে ওয়েবসাইট কেন বন্ধ করোনি? দ্রুত একটা প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যদি সারাজীবনও লাগে, আমি তোমার একটা না একটা দুর্বলতা খুঁজে পাবোই আর সেখানেই তোমাকে ধ্বংস করবো। এমন সময় তুমি তোমার সাইটে ফিরে এলে।

তোমার মায়ের প্রতি লেখা চিঠিকে ধন্যবাদ, তোমার অমুখ শৈশব সম্পর্ক জানতে পারলাম। আমার মনে হলো যদি–হ্যাঁ, তুমি যেদিন তোমার পার্স আমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলে তখন যদি একটু মনোযোগ দিতাম আমি, সবকিছু হয়ত এখন অন্যরকম হতে পারত। আমার ঐদিনের কথার জন্য আমি প্রায় দুঃখিত বোধ করছিলাম। হ্যাঁ, প্রায়। সৌভাগ্যবশত, আমি আমার বুদ্ধি ফিরে পেলাম, বুঝতে পারলাম এই নিয়ে চিন্তা করার এখন কোন মানে নেই। তুমি নিজেই বলেছো, পার্সটা ফাঁদ ছিল। তুমি কাউকে শক দিতে চাইছিলে বলেই জিনিসটা বানিয়েছিলে। আমি কেন সেটার পক্ষে থাকবো? এরকম একটা ব্যাপারে আমার মনোযোগ আর প্রশংসা পেতে চাওয়া তোমার মত নষ্ট ছেলের জন্য স্বপ্ন মাত্র। ভালো কিছু সৃষ্টির সুযোগ তুমি উপেক্ষা করে ফালতু জিনিস বানিয়ে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছো। এর মূল্য কেন অন্য কেউ দিতে চাইবে? তোমাকে উল্টো তোমার খেলনা দিয়ে খেলানো উচিত।

নিজের মা ছাড়া আর কোন মানুষের মূল্য দেখতে পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি অন্ধ। আর যে কিনা তোমাকে এরকম বানিয়েছে তার সাথেই তুমি জীবন পার করতে চাও। নিজের অপরাধের জন্য অন্যকে দোষ দেয়া যায় না, সেগুলো নিজের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তারপরেও যদি অন্য কারো মধ্যে দোষ দেখতে চাইতে হয়, তাহলে সেই দোষ তোমার মায়েরই। যে মা তার প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম সন্তানের গায়ে হাত তোলে। যে মা তার সন্তানকে নিজের হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। যে মা নিজের স্বপ্ন পূরণের

BanglaBook.org

জন্য নিজের সন্তানকে ফেলে পালিয়ে যায়। অন্য কথায়, আত্মম্ভরিতার দিক থেকে বিচার করলে তুমি আর তোমার মা একইরকম।

তাই তুমি বোমা ফাটিয়ে তোমার মায়ের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চাইলে। অনেকগুলো নিরীহ মানুষকে খুন করে তাকে পেতে চাইলে। মানামির ক্ষেত্রেও তাই। তোমার মা ছাড়া কারো প্রতি তোমার কোন অনুভূতি নেই। অথচ তাকে ছাড়া আর সবাইকে তুমি আঘাত করতে পারো।

তোমার ছোট দুনিয়ায় যদি তুমি আর তোমার মা ছাড়া আর কেউ না থাকে তাহলে আমি তোমাকে উৎসাহ দেবো নিজের মাকে খুন করে আমাদেরকে শান্তিতে বাঁচতে দিতে। কিন্তু তুমি তা করবে না। কারণ তুমি অতিমাত্রায় কাপুরুষ। সেজন্যে আমি তোমাকে বড় বড় কথা বলে আর সাধারণ মানুষকে মেরে পার পেতে দেবো না।

পুলিশ যে কোন মুহূর্তে স্কুলে আসছে। শিগগিরি তারা কিতাহারা-সানের মৃতদেহও খুঁজে পাবে। তোমাকে গ্রেফতার করার পর তোমার আর সিতামুরার মধ্যে সম্পর্কেও বের করে ফেলবে। আর মানামির মৃত্যুর আসল কাহিনীও বেরিয়ে আসবে। তারপরেও আমার ধারণা তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না। তোমার মত মেধাবি একজন ছেলে সবাইকে হাজিপাজি বুঝিয়ে একদিন ঠিকই সমাজে ফেরত আসবে। তোমার অতীত হারিয়ে যাবে, সামনে সোনালি ভবিষ্যৎ ঝলমল করবে।

কিন্তু তার আগে তোমাকে আরো একটা কথা আমার বলার আছে।

তোমার চিঠিটা পড়ার পর আর বোমাটা নিষ্ক্রিয় করার পর আমি একজনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। হয়ত লেখাটা পড়ার পর তোমার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি অনুভব করছিলাম। হতে পারে সাকুরানোমি আমাকে যা বলেছিল সে ব্যাপারে আমি আরেকটু চিন্তা করেছিলাম। বলতে পারো, আমি উপলব্ধি করেছি মানামির মৃত্যুর পেছনে আমারও কিছু দোষ আছে।

যাই হোক, তুমি যাকে এত বছর ধরে খুঁজছিলে, আমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাকে খুঁজে পাওয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। প্রথমে আমি তাকে তোমার ওয়েবসাইট দেখালাম, তারপর তাকে লেখা তোমার চিঠিটা। এরপর সিতামুরা সম্পর্কেও বললাম। তোমরা দু-জন মিলে মানামির সাথে কী করেছো তাও জানালাম।

জানো, তিনি কী বললেন?

BanglaBook.org

দুঃখিত, সেটা বলতে পারছি না। এখানে অনেক কোলাহল হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছো তুমি? শুনতে পাচ্ছো সাইরেন আর গোলমালের শব্দ?

বুঝতেই পারছো, আমি কেবল তোমার বোমাটা নিষ্ক্রিয় করিনি, সেটা অন্য জায়গায় সক্রিয়ও করেছি। তারপরও আমি আশা করছিলাম তুমি সুইচ ডেটোনেট করবে না। কিন্তু তুমি তা করলে। যদিও কোন শব্দ পাওনি। আমি জানি না কত জোরে শব্দ হবে বলে তুমি ভেবেছিলে, কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, শব্দ যথেষ্ট জোরালো ছিল। একটা কংক্রিটের বিল্ডিং মোটামুটি ভালোভাবেই ধসিয়ে দিয়েছে বোমাটা। সৌভাগ্যবশত তোমার কাজের উপর আমার আস্থা ছিল বলে নিরাপদ দূরত্বেই ছিলাম। না হলে তোমাকে এখন ফোন করে আর কথা বলা লাগত না আমার।

হ্যাঁ, বোমার আঘাতে কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরি ৩ ধুলোয় মিশে গেছে। আর বোমাটা তুমি নিজের হাতেই ফাটিয়েছো।

শুনতে হাস্যকর লাগলেও আমার মনে হয় আমার প্রতিশোধ নেয়া সম্পন্ন হয়েছে। তোমার নতুন জীবনের শুরুর জন্য শুভ কামনা রইল।

. . .

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG